

(গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও তিথিভেদে অবশ্য কীৰ্ত্তনীয়)

শ্রীশ্রীগৌরগণ-সংক্ষিপ্ত-চরিত-রত্নাবলী ।

(প্রথমখণ্ড)

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরিক্রমা রাস্তা ও শিবখোর কুণ্ডসংস্কারক, কুম্ভ-
সরোবরের প্রাচীন জঙ্গলরক্ষক, শিকার নিবারক, বনযাত্রার বিশ্রামদিন
বিবন্ধক, শ্রীকৃষ্ণাবনের প্রাচীন বাধাঘাট গুলির উপর দিয়া শ্রীকৃষ্ণমুন্ডার
প্রতি পরিবর্তনের আন্দোলনকারী, প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ
নীলাচিনয় অহুষ্ঠানের উদ্যোক্তা শ্রীব্রজমণ্ডল গ্রন্থাবলী-সমিতির
দর্পণছয়-শ্রীষ্টবক্ষর স্বরণায় চিত্রাবলী-শ্রীশ্রীগৌরগণ-চরিত-
রত্নাবলী-সংক্ষিপ্ত নিত্য-ক্রিয়া পদ্ধতি-সেবাবৃত্তি কীৰ্ত্তন-
পদাবলী বচনিতা, শ্রীনবদ্বীপের লুপ্ত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের
আন্দোলনকারী, প্রাচীন মায়াপুর গ্রাম-প্রতি-
ষ্ঠাপক ও ভেট প্রথার তির সমালোচক,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও নবদ্বীপবাসী

শ্রীব্রজমোহন দাস কর্তৃক সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ ।

—:~:—

শ্রীপাট খড়দহ ও ১১/এ গৌরদের লেন—বহুবাজার কলিকাতা নিবাসী

শ্রীশ্রীনিভানন্দ গ্রন্থের বংশোদ্ভব, পরম পূজ্যপাদ গ্রন্থ

শ্রীল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী জীউর অর্থব্যয়ে
প্রকাশিত ।

—:~:—

সন ১৩৩০ বঙ্গাব্দ ।

—:~:—

এই প্রাপ্তি স্থান—(১) কলিকাতার ১১/এ গৌরদের লেনস্থ বহুবাজার

ঠিকানায় গ্রন্থ প্রকাশকের নিকট । অথবা,—

শ্রীনবদ্বীপস্থ প্রাচীন মায়াপুর ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট ।

মূল্য ১/- এক টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর রূপায় “গৌরগণ চরিত রত্নাবলী” নামক (বত্রিশ চরিত্র সম-
 বিত্ত) সুবৃহৎ গ্রন্থ যদিও রচিত হইয়াছে, তথাপি বায় বাছিয়া হেতু এই গ্রন্থ মুদ্রণ
 কার্য অাজ পর্যন্ত অকৃষ্ট ও বা সম্পাদিত হয় নাই । এ দিকে ভক্তগণের একান্ত
 আগ্রহে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পঠ্যায় অবলম্বনে এবং প্রাচীন মতাজন গণের বিরচিত
 পদাবলী সংগ্রহ দ্বারা এই “গৌরগণ-সংক্ষিপ্ত চরিত-রত্নাবলী” প্রথম খণ্ড
 নামক গ্রন্থ খানা রচিত ও মুদ্রিত হইল । শ্রীপাট গড়দহ বাসী শ্রীশ্রীমন্ত্রিস্থানন্দ
 বংশোদ্ভূত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী জীউ আবার প্রতি একান্ত
 দয়াপরবশ হইয়া, স্বীয় অর্থ ব্যয়েই এই প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করাইলেন । এই গ্রন্থ
 খানা গোড়ীয় বৈষ্ণব গণের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধিত গ্রন্থ
 বংশরের বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় পরিচর গণের
 তিরোধান স্মরণীয় যে সমস্ত শোচক কীর্তন শ্রীবৈষ্ণব গণ কর্তৃক অচুস্তিত হইয়া
 থাকে, তাহার ক্ষম ও প্রতি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত চরিত্র এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া
 বংশরের বিশেষ বিশেষ তিথি ভেদে কীর্তনাদি ও ভক্তচরিত্র আবাদন করা গক্ষে
 এই গ্রন্থ খানা গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ অহুকুল্য বিধান করিবে । এই
 গ্রন্থ কোন রূপ বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিষয়ক দোষ থাকিলে, বৈষ্ণবগণ নিজগুণে ক্ষমা
 ও সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া আমার প্রতি দয়া ও অহুকুল্য প্রদর্শন করিবেন ।
 দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ভ্রান্তি দোষ গুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করিব । আর এই
 প্রথম সংস্করণের) মুদ্রণ কার্যটি আমি স্বচক্ষে দেখিয়া শাদন করিতে পারি নাই ।
 যে হেতু, গ্রন্থ মুদ্রণ কার্যটি আমার অশাস্ক্যতেই সম্পাদিত হইয়াছে । মুদ্রাকরের
 দোষে কর্ম্ম গুণিত্তে নুতন ও পুরাতন টাইপ (১) হ্রস্বগুণি সন্নিবেশিত হওয়ায়,
 মধ্য মধ্য অক্ষর মুদ্রিত রহিয়াছে । অপর দিকে যে পণ্ডিতের উপর প্রতি
 কর্ম্ম সংশোধনের ভারপারিত ছিল, তাঁহার অনবধান দোষেও গ্রন্থ মুদ্রণের বিশেষ
 ক্ষতিও ভ্রান্তি দোষ ঘটিয়াছে । এই হেতু, গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভ্রান্তি দোষ
 সংশোধিত । এই মুদ্রিত গ্রন্থের যে যে স্থান বা পৃষ্ঠায় বিশেষ দোষ প্রদিলক্ষিত হই
 তেছে, তাহা পুনর্মুদ্রিত করাইয়া যথাস্থানে গ্রন্থ সংযোজিত হইল ।
 আর অপরিত ভ্রান্তি গুলি ও স্থলী পত্রের ভ্রম সংশোধন তালিকায় মুদ্রিত হইল ।
 প্রথম ১১১ পৃষ্ঠা হইতে আমি প্রতি কর্ম্ম স্বচক্ষে দেখিয়া সংশোধন ও মুদ্রিত

করাইলাম। প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ মুদ্রণের ক্রটি অল্প শ্রীবৈষ্ণব ও পার্শ্বিক গণের নিকট আমি বিণেয় লজ্জিত আছি। ভরণ্য করি আপনাদি আমায় এই দোষ নিজগুণে মার্জনা করিবেন। দ্বিতীয় সংস্করণে সাহায্যে একপ দোষ আর না ঘটিতে পারে ৩২প্রতি বিশেষ লক্ষই রাখিব। গোচরার্থে বিনীত বিবেচন। ইতি—
১৭ই ভাদ্র, সন ১২৩০ সাল।

বিশেষ নিবেদন—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী জীউর অনুমতি অহুসারে লিখিতে বাধ্য হইলাম যে, এই প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত গ্রন্থ বিক্রয় লক্ষ অর্থ প্রভু স্বীউর নিকটেই থাকিবে। তিনি উগ হইতে স্বকীয় গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যয় কর্তব্য করিয়া লইয়া আশিষ্টে লভ্যাংশ আমাকে ঠেকব কার্যের জন্য ফিরাইয়া দিবেন।”

শ্রী ঠেকব কৃপাভিকারী—

দীন শ্রীব্রজমোহন দাস,

প্রাচীন মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগিরিধারী কীউক মন্দির

শ্রীদাম নবদ্বীপ, হুইয়া নদী

গ্রন্থকারের বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা ।

যথা,—

এই গ্রন্থের বর্ণিত জন্মলীলা বা শোচকাদি কীর্ত্তন করিবার পূর্বে যেন ভক্তগণ প্রথমতঃ (গ্রন্থের ১৬—১৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত) “প্রেমসিদ্ধু গৌর রায় নিতাই তরঙ্গ তায়, করুণা বাঁতাস চারি প'শে ।” সম্বন্ধিত পদটী গান করেন । তদনন্তর, (এই গ্রন্থের ১৩২—১৩৪ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (১) “প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সবজীব হৈল অন্ধ, কেহত না পাইল হরিনাম ।” (২) বিয়লে নিতাই পাঞা, হাতে ধরি বসাইয়া, যধুর কথা কহে ধীরে ধীরে ।” (৩) “চৈতন্ত আদেশ পাঞা, নিতাই বিনায় হঞা, আইলেন শ্রীগোড় মণ্ডলে ।” সম্বন্ধীয় তিনটী বা যে কোন একটী পদও কীর্ত্তন করিয়া, অবশেষে যেন “জন্মলীলা বা শোচক পদগুলি সংকীৰ্ত্তন করার ব্যবস্থা করেন । এই প্রণালীতে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইলে, লীলাচরিত্র আশ্বাসন বিষয়ে সর্ব সাধারণের চিত্ত বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইবেক । অনন্তর শোচকাদি কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেন, (এই গ্রন্থের ৭৭ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (১) “হা হা মোর কি ছার তদৃষ্ট ।” (৩ এই গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠার বর্ণিত) (২), হার একি হৈল ।” সম্বন্ধিত দুইটী বিবর্ত পদ কীর্ত্তনের সুব্যবস্থা করা হয় । তদনন্তর সম্ভব পর বিবেচিত হইলে,— “ হরি হরষে, নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো । যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রায় শ্রীমধুসূদন । গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন । ভক্ত শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অধৈত সীতা । হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা । জয় রূপ মনাতন ভট্টায়নাথ । শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ । এই ছয় গোসাঞির করো চরণ বন্দন । বাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ । এই ছয় গোসাঞিষবে ভ্রজে কৈলেন বাস । রাধা কৃষ্ণের নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ । মনের আনন্দে বল হরি ভক্ত বৃন্দাবন । শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন । শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদ পদে করি আশ । নাম সংকীৰ্ত্তন করে নরোত্তম দাস । হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে । অনন্তর উচ্চৈশ্বরে বোল হরি বল বোল হরি বল, বোল হরি বল । গৌর হরি বল, গৌর নিতাই বল, বোল হরি বল । প্রেম ছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্ত অধৈত শ্রীরাধা রাণী কি জয় । নাম সংকীৰ্ত্তন কি জয়, শ্রীনবদ্বীপ ধাম কি জয় ব্রজ মণ্ডল কি জয় । চারিদাম কি জয় । অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কি জয় । আপন আপন গুরু গোবিন্দ কি জয় । খোল করতাল কি জয় । গাওয়ইয়া বাজইয়া কি জয় প্রেম ছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্ত অধৈত শ্রীরাধারাণী কি জয় । ইত্যাদি —

নিবেদক—

শ্রীভ্রজমোহন দাস ।

সূচীপত্র ।



তিথি ভেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
	শ্রীগুরু বন্দনা ও বৈষ্ণব বন্দনা	১—২২
	গ্রন্থারম্ভ ও সপরিষ্কার শ্রীশ্রীগৌর চন্দ্রের নাম কীর্তন	২৩—২৫
	শ্রীঅর্ষেত প্রভূ	২৬—৩৬
মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে	শ্রীঅর্ষেত প্রভূর জন্ম লীলা কীর্তন	৩২—৩৫
মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশীতে	শ্রীমহিমিত্যানন্দ প্রভূর জন্ম লীলা	৩৭—৪০
ফাল্গুনী পূর্ণিমায়	শ্রীমহমহাপ্রভূর জন্ম লীলা	৪১—৫৬
	শোচকাদি কীর্তনের মঙ্গলাচরণও শ্রীগৌর চন্দ্র	৫৬—৫৭
জ্যৈষ্ঠ অমাবসায়	শ্রীগণাধর পণ্ডিত গোস্বামী	৫৯—৬৫
আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদে	শ্রীশ্যামানন্দ দেব	৬৫—৬৯
আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায়	শ্রীরসিকানন্দ দেব	৬৯—৭১
আষাঢ়ী পূর্ণিমায়	শ্রীসনাতন গোস্বামী	৭২—৭৭
শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে	শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী	৭৮—৮২
শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে	ঠাকুর শ্রীরঘুনন্দন	৮৪—৮৬
শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশীতে	শ্রীরূপ গোস্বামী	৮৬—৮৯
শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশীতে	শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত ঠাকুর	৮৯—৯৩
ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীতে	শ্রীহরিদাস ঠাকুর	৯৩ পৃষ্ঠা
আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে	শ্রীরঘু নাথ ভট্ট গোস্বামী	৯৪—৯৫
	” শ্রীরঘু নাথ দাস গোস্বামী	৯৬—১০২
	” শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী	১০২—১০৬
কার্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে	শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়	১০৭—১১৪
কার্তিক কৃষ্ণাষ্টমীতে	শ্রীদাস গদাধর	১১৪—১১৫
কার্তিক শুক্লা প্রতিপদে	শ্রীবন্দ্যবন দাস ঠাকুর	১১৫—১২০
কার্তিক শুক্লাষ্টমীতে	শ্রীনিবাসচাৰ্য্য প্রভূ	১২১—১৩২
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা চতুর্থীতে	বিষ্ণু শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর	১৩২—১৩৫
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশীতে	শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর	১৩৫—১৩৭
শৌঘ কৃষ্ণা একাদশীতে	শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত	১৩৭—১৪৭

ତ୍ରିତୀୟ ଭେଦେ	ବିଷୟ	ପୃଷ୍ଠା
ମୋସୀ ଶୁଣି ହୃଦୀରାତେ	ଆଜୀବ ମୋକ୍ଷାମୀର	୧୫୦
ମୋସୀ ଶୁଣି ହୃଦୀରାତେ	ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଞ୍ଚିତ	୧୫୧
	ଶ୍ରୀନିବ ସ ପଞ୍ଚିତେର ଶୋଚକ	୧୫୨
	ଶ୍ରୀବିକ୍ରମର ପଞ୍ଚିତେର ଶୋଚକ	୧୫୩
	ଶ୍ରୀମୋକ୍ଷାମୀର ଶୁଣି ମୋକ୍ଷାମୀର ଶୋଚକ	୧୫୪
	ଅକବିକର୍ମରୁର	୧୫୫
”	ହରିଗମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହଜୀର	୧୫୬
”	ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ	୧୫୭
”	ମୋ ବନ୍ଦ ବିରାଜ	୧୫୮
”	ଗଞ୍ଜା ନାରାୟଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ	୧୫୯
ମୋସୀ-ଉତ୍ତରାଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତିତେ	ଶ୍ରୀନୋଟନ ଦାସ ଠାକୁର	୧୬୦
ମାସୀ କୃଷ୍ଣ ଏକାନ୍ତୀତେ	ଶ୍ରୀବିଜ୍ଞ ହରିଦାସ ଠାକୁର	୧୬୧
ମାସୀ ଶୁଣି ମଞ୍ଜୁତୀତେ	ଶ୍ରୀବିଷ ନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ	୧୬୨
”	ଶ୍ରୀବଂଶୀ ବଦନ ଠାକୁର	୧୬୩
	କବି ଜ୍ଞାନ ନାମ ସହଜୀର	୧୬୪
	ନମୋକ୍ଷର ଶ୍ରୀମୋକ୍ଷାମୀର	୧୬୫
କାନ୍ତନୀ କୃଷ୍ଣା ହୃଦୀରାତେ	ଶ୍ରୀରାମାନନ୍ଦ ରାମ	୧୬୬

ଅନ୍ତରାଳ ସମାପ୍ତ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোদয় নন্দ

সংস্কৃত

শ্রীশ্রীগৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত

রত্নাবলী ।



মঙ্গলাচরণম্ ।

বন্দে গুরুনীশ ভক্তনীশমীশাবতারকান্ ।
তৎ প্রকাশ্যংশ্চ তচ্ছ্রীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম্ ॥
যস্মৈ পদাস্বজ্জ ভক্তিলভ্যং প্রেমাভিদানঃ পরমঃ পুমর্থঃ ।
তস্মৈ জগন্মঙ্গল মঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে ॥
নিত্যানন্দমহং বন্দে কর্ণে লখিত মৌক্তিকম্ ।
চৈতন্যগ্রজরূপেণ পবিত্রীকৃত ভূতলং ॥
অদ্বৈতং হরিণাধৈতাদাচার্য্যং ভক্তিংশং সনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাদাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভাশ্চ কুপাসিকুভ্য এবচ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোমমঃ ॥

(চৈ: ভা:)

শ্রীগুরুবন্দনা ।

জয় জয় গুরু,

প্রেম কলপ তরু,

অদভূত যাঁকো প্রকাশ ।

হিয়া আগেয়ান,

ভিমির বর জ্ঞান,

স্বচন্দ্র কিরণে করু নাশ ॥

ইহো লোচন আনন্দ ধাম ।

অবাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পছঁ,
যাচি দেয়লো হরি নাম ।

ছুরগতি অগতি, অসত মতি যো জন,
নাহি শুকুতি সব লেশ ।

শ্রীরুদ্দাবন, যুগল ভজন ধন,
ভাহে করত উপদেশ ।

নিরমল গোর, শ্রেম রস সিঞ্চনে,
পুরল সব মন আশ ।

সো চরণাশুভে, রতি নাহি হোয়ল,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

নিতাই গোয়ের, অভয় চরণ,
হৃদয়ে করিয়া ধ্যান ।

নিজ প্রভু মোর, সীতানাথেরগণ,
সংক্ষেপে বর্ণিব নাম ।

শ্রীল নাথবেঙ্গ, পুরী শ্রেমময়,
চন্দন আহরণ ছলে ।

গোবর্দ্ধন হৈতে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
শান্তিপূর রম্যস্থলে ॥

কৃষ্ণপ্রোমে ভাসি, আনন্দ উচ্ছাসে,
অধৈতে দীক্ষিত করি ।

দক্ষিণ দেশেতে, করিলা গমন,
যথা নীলাচল পুরী ।

অন্নদিন পরে, শ্রীঅধৈত মনে,
শ্রীসীতার মিলন হৈল ।

শান্তিপূর নাথ, সীতানাথ বদি,
জগতে খেয়াতি হৈল ।

সীতা ঠাকুরাণী, স্বপন আবেসে,
মাধবেন্দ্র পুরী স্থানে ।

কৃষ্ণমন্ত্ররাজ, দীক্ষালাভ করি,
কহিল অদ্বৈত স্থানে ।

শুভকণে তিঁহো, স্বভাৰ্য্যা সীতারে,
যথা শাস্ত্র পরমাণে ।

সেই মন্ত্ররাজ, কৈলা সমর্পণ,
যাহা জানে সাধুজনে ।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, দ্বিতীয় নন্দন,
কৃষ্ণ মিত্র প্রভু নাম ।

তাঁহার ঘরণী, সাধী শিরোমণি,
বিজয়া গোস্বামী নাম ।

সীতা ঠাকুরাণীর, তিঁহো অনুগতা,
মহিমা কি তাঁর জানি ।

সীতানাথের প্রাণ, মদনগোপাল,
সেবাধিকারিণী যিনি ।

তাঁর অনুগতা, গোস্বামী স্তম্ভদ্রা,
ভক রত্নালয় যিনি ।

তাঁর অনুগত, সর্বগুণ ধনি,
ষাদবানন্দ গোস্বামী ।

রামদেব গোস্বামী, অনুগত তাঁর,
মহিমা কি তাঁর জানি ।

তাঁর অনুগতা, ভকতির ধনি,
শচী প্রিয়া গোস্বামিনী ।

তাঁর অনুগতা, সর্বগুণময়ী,
কৃষ্ণমণি গোস্বামিনী ।

শ্রীগৌরমোহন, গোস্বামী যে প্রভু,
তাঁর অনুগত জানি ॥

যাঁর উপদেশে রাধাকুণ্ডে বাস কৈলু ।
স্থান গুণে বিষ ভঞ্জে পুনর্জন্ম পাইলু ॥
যে রহস্য দেখিলু তা কহনে না যায় ।
এক শ্রীকৃষ্ণের গুণে জানিয়ে নিশ্চয় ॥
যাঁহার প্রভাবে পাইলু সখা প্রেমরাশি ।
শ্রীদামের অনুগত সর্ব গুণরাশি ॥

- ৪ । প্রভাবে প্রচণ্ড গৌরচরণ দাস নাম ।
শ্রীবলদেব রূপাপাত্র “কুঞ্জরা” বাসী নাম ॥
কালনার শ্রীভগবান্ দাস রূপা পাত্র ।
কালিদেহের জগদীশ দাস (যাঁর) ভাই পরমার্থ ॥
হেন গুণরাশি শ্রীল বাবাজী চরণ ।
আত্ময়ে পাইলু সখা প্রেম মহাধন ॥
যাঁর রূপাবলে হৈল সংশয় ছেদন ।
যাঁর রূপাগুণে হৈল বাঞ্ছিত পূরণ ॥
যে প্রভাবে ব্রজমগ্ন করিলু ভ্রমণ ।
শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী করিলু দর্শন ॥
যে সব করাইল কর্ম অশেষ রূপা দ্বারে ।
ভাবিলেও প্রাণ মোর উঠয়ে শিহরে ॥
যে রূপায় করিলু গ্রহ শ্রীব্রজদর্পণ ।
যে রূপায় দুই চিত্রাবলী (১) করিলু অঙ্কন ॥
যে রূপায় গৌরগণ চরিত (২) দুই কৈল ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুইল ॥
যে রূপায় আইলু এই শ্রীগৌড়মণ্ডলে ।
শ্রীগৌরাজ প্রিয়ধাম আশ্রয় পাইলু হেলে ॥
শ্রীনবদ্বীপ যে ল ক্রোশি লীলাস্থলী যত ।
নবদ্বীপ দর্পণ দুইয়ে কৈলু সংযোজিত ॥

(১) ব্রজ ভূচিত্রাবলী ও বৈষ্ণব সঙ্গীত চৈত্রাবলী ।

(২) গৌরগণ চরিত্ত রত্নাবলী ও গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত্ত রত্নাবলী ।

ষাঁর রূপায় শত শত বিদ্ব দূরে গেল ।
 শ্রীল গুরুদেবের রূপা জানিয়ে সম্বল ।
 অশেষ গুণরাশি মোর বাবাকী মহাশয় ।
 শ্রীবলদেব নিজোত্তরী ষাঁ হারে অর্পয় ॥
 নিরুপম সখ্য ভাবে হৈয়া বিভাবিত ।
 সর্বদা আবিষ্ট চিন্তে হৈয়া লোমাক্ষিত ॥
 কণেকে প্রলাপ চেষ্ঠা কণে জড় প্রায় ।
 দাদারে বলাই বলি কণে মুচ্ছা যায় ॥
 সখ্য ভাব উদ্দীপক সামগ্রী সকল ।
 আসনের সম্মুখেতে ছিল এ সকল ॥
 অষ্টকালীন লীলা কথা করিয়া স্মরণ ।
 তদ্রুচিত চেষ্ঠা উল্লাস আঁধি বিবৃণন ॥
 নন্দ বাবার পাছকা কড় করিয়া গ্রহণ ।
 মুখে বুক ধরি প্রেমে করয়ে রোদন ॥
 পাছকা ধৌত জলপান শিরেতে ধারণ ।
 না জানি কি ভাবে মগ্ন হতেন তখন ॥
 অবিশ্রান্ত হরিনাম মুখে উচ্চারণ ।
 কি ভাবে কোন্‌দিকে চাহি প্রলাপ বচন ॥
 মধ্যে মধ্যে প্রেমোচ্ছাসে মুখে মাজ বোল ।
 দাদারে বলাই শীঘ্র আসায় নিয়া চল ॥”
 হারে শ্রীদাম হারে সুদাম চপল কানাই ।
 ভোরা কোথা রইলি আনায় দূরেতে পাঠাই
 বিচ্ছেদে ডুবিয়া যবে কীর্তন ক্রন্দন ।
 গুলিলে গলিয়া হিয়া যাইত তখন ॥
 কণেকে শ্রীদাম ভাবে হৈয়া বিভাবিত ।
 শ্রীরাধার গুণ বর্ণে হৈয়া হরষিত ॥
 অনুজা শ্রীরাধা কথা করিয়া স্মরণ ।
 দুই চক্ষে বারিধারা বহে সর্বক্ষণ ॥

মধ্যে মধ্যে উচ্চাসেতে মুখে মাত্র বোল ।
 হারে লালি ! অ ছিস্ যথা আমার নিরা চল ॥
 সখ্য প্রেম জনিত বিকার করিয়া দর্শন ।
 বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণব সঙ্কন ॥
 উচ্চাসেতে ধীর গুণ করিত কীর্তন ।
 গুনিয়া আনন্দে মগ্ন হইতু তখন ॥
 শতাধিক দিন বর্ষ সংখ্যা পরিমাণ ।
 জীবলোকে নিজ দেহ করিয়া ধারণ ॥
 তেরশ একুশ মাল বক্রাবে ক্রম ।
 বৈশাখী শ্রীশুক্ল এতাদশী সংযোজন ॥
 বৃন্দাবনে কেশীতীর্থ ঘাট সন্নিধান ।
 সুবরাজ কুঞ্জে যথা ভক্তনের স্থান ॥
 বেলা দেড়প্রহরে বেষ্টিত শিষ্যগণ ।
 জনে জনে সচুপদেশ করি বিভরণ ॥
 রামকান্তর গোষ্ঠলীলা করিচা স্মরণ ।
 সহাস্ত্র বদনে লীলা কৈলা স্মরণ ॥
 হেন গুণরাশি শ্রীল বাবাজী চরণ ।
 আশ্রয়ে পাইলু সখ্য প্রেম মহাধন ॥
 তাঁর জন্ম ক্রম আর ভজন সাধন ।
 কহিয়ে সংক্ষেপে আশ্র গুণির কারণ ॥
 শ্রীগৌরাক্ষপ্রিয়পাত্র শ্রীল লোকনাথ ।
 যে স্থানে লভিলা জন্ম বৈষ্ণব বিখ্যাত ॥
 পরম পবিত্র সেই তালখড়ি গ্রাম ।
 যশোহর জেলাতে সে পরম রম্যস্থান ॥
 ঠাকুর মহাশয়েরগণ চক্রবর্তীকুল ।
 সর্ব বৈষ্ণবের পূজ্য বৈভব অকুল ॥
 সেই বংশে গৌরচরণ জনম লভিলা ।
 শৈশবে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলা ॥

শ্রীশ্রীচরণ সংক্ষিপ্ত চরিত-বর্ণনাবী ।

বারশ আঠার সাল জন্মাবের ক্রম ।
 নবম বয়সে উপবীত শ্রীমন্ত্র গ্রহণ ॥
 দণ্ড হস্তে কৃষ্ণপ্রোমে বিভোর হইয়া ।
 পলাইয়া কালনার উপস্থিত হৈয়া ॥
 শ্রীল ভগবান্দ দাস বাবাজী চরণ ।
 আশ্রয় করিয়া দেহ কৈলা সমর্পণ ॥
 যোগ্যপাত্র বুঝিয়া বাবাজী মহাশয় ।
 সখা ভাবের উপদেশ তাঁহারে করয় ॥
 কিছুকাল শ্রীমন্ডিকায় করিয়া বাপন ।
 নবদ্বীপে ভজনকুটীরে করিলা গমন ॥
 শ্রীল জগন্নাথ দাস তাঁহাকে পাইয়া ।
 বিশেষ আদরে তাঁরে নিকটে রাখিয়া ॥
 ভজন আনন্দে দোহে গৌয়াইলা কাল ।
 এই রূপে নবদ্বীপে গেল কিছু কাল ॥
 বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা করিয়া যাজন ।
 অমুরাগে বৃন্দাবনে করিলা গমন ॥
 বলদেব ক্ষেত্র শোভা অতি মনোরম ।
 দাউজী বলিয়া নাম জানে সর্বজন ॥
 তথায় একাদিক্রমে বিংশ বর্ষ কাল ।
 ভজনে প্রসন্ন কৈল শ্রীদাউ দয়াল ॥
 বাবাজী যে স্থানে থাকি করিতা ভজন ।
 রৌদ্রভাপে দেহ তাঁর হৈত দহন ।
 পরম দয়াল শ্রীবলদেব মহাশয় ।
 নিজ ভক্ত ছুঃখ কড় সহিতে নারয় ॥
 স্বপনাদেশ প্রধান পাণ্ডায় করিয়া ।
 মূল্যবান নিজ বস্ত্র দিলা পাঠাইয়া ॥
 বাবাজীতে দাউজীর রূপা নিরখিয়া ।
 যাবতীয় পাণ্ডা অতি বিস্মিত হইয়া ॥

বহু সন্মান প্রীতি তাঁরে করিতে লাগিল ।
 সেই ফলে বহু ব্রজবাসী শিষ্য হৈল ॥
 দাবাজীর সেবক আবার রুক বড ।
 সকলে হইল বাবাজীর অনুগত ॥
 দাউগীতে বিংশ বর্ষ করিয়া ভজন ।
 রিঠোর গ্রামেতে তিঁহো করিয়া গমন ॥
 বর্ষণ নন্দীশ্বর মাঝে শ্রীসঙ্কেত স্থান ।
 (তার) পশ্চিমে রিঠোর গ্রাম অতি মনোহর ॥
 শ্রীচন্দ্রাবলীর গ্রাম জানে সাধুজন ।
 তথায় দ্বাদশ বর্ষ করিয়া ভজন ॥
 রিঠোর গ্রামবাসী বড ব্রজবাসিরন্দ ।
 বাবাজীর ব্যবহারে হৈলা আনন্দ ॥
 তথা হৈতে কুঞ্জরায় করিয়া গমন ।
 রাধাকুণ্ডের বায়ুকোণে গ্রাম মনোরম ॥
 শ্রীরাধিকার-প্রিয়স্থান জানিয়া কারণ ।
 তথায় ষোড়শ বর্ষ করিয়া ভজন ।
 বাবাজীর ভজন কথা ব্রজে ব্যাপ্ত হৈল ।
 নানা স্থানবাসী লোক দীক্ষিত হইল ॥
 সর্ব বৈষ্ণব মহাস্ত তাঁবে সন্মান করিলা ।
 “কুঞ্জরায় বাবাজী” খ্যাতি এই আখ্যা দিল ॥
 ষোল বৎসর কুঞ্জরায় করিয়া ভজন ।
 অবশেষে যুন্দাবনে করিয়া গমন ॥
 ছলাল সাহার ঘেরা আর যুগরাজ কুঞ্জ স্থানে ।
 ভজন করিয়া কাল কারয়া বাপনে ॥
 বাবাজীর গুণগ্রাম করিয়া প্রবণ ।
 নানা দেশের ভক্তগণে হৈল আকর্ষণ ॥
 কার দীক্ষাগুরু কার শিক্ষাগুরু হৈলা ।
 কৃষ্ণ উপদেশ জীবে বিজ্ঞান করিলা ॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর চারি ভাসে ।
 যোগ্য পাত্র বৃদ্ধি শিক্ষা দেন সেই ভাবে ॥
 বহু শিষ্য শিষ্য হইলা ভক্তনপরায়ণ ।
 এতদ্গোচ্যে দেশমাগ্ন আছেন বহু জন ॥
 সকলেব নাম মোর নাহিক স্মরণ ।
 উদ্দেশ্যেতে তাঁ সন্তারে করিয়ে মন্দন ॥
 জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রম না করি বিচাৰ ।
 সংক্ষেপেতে নাম ধারণ করি তাঁ সন্তার ॥
 কলিপাবন অবতাব প্রভু নিত্যানন্দ ।
 তাঁর বংশোদ্ভব দুই পবন আনন্দ ॥
 ভক্তনের পরিপাটি করিতে শিক্ষণ ।
 বাবাজীর স্থানে কৈলা উপদেশ গহণ ॥
 শ্রীগোপাল দাস তিন, সন্দানন্দ দাস ।
 সমৎকুমার বাবু খ্যাত শ্রীহট্টেশ দাস ॥
 রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র এদিত্তেট সার্জন ।
 শ্রীক্ষমচৈতন্যদাস খ্যাত বৃন্দাবন ॥
 রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ ব্রাহ্মণ প্রথম ভ্রাতৃ যোই ।
 গৌরলীলা বর্ণনে এলাইয়া পড়ে দেহ ॥
 সূর্যকুমার কার্যমার প্রেমানন্দ সুবী ।
 গৌরলীলা প্রসঙ্গে জীবে করয়ে উন্মুখা ॥
 ললিতা দাস অর্জুত দাস দাস বৃন্দাবন ।
 মদনমোহন দাস আর শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
 শ্রীনিবাস মণ্ডল আর নিত্যানন্দ দাস ।
 বনমালী দাস আর হরিচরণ দাস ॥
 পণ্ডিত শ্রীভবানন্দ দাস ভাগ্যবান ।
 মনপ্রাণে সেবিলা যেহেঁ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥
 নবদ্বীপে ভক্তন কুষ্ঠাতে তাঁর বাস ।
 অব্যয়ন অ্যাপনে সন্তত উন্নাস ॥

শশিমুখী তুঙ্গবিদ্যা এই দুই জন ।
 পুত্র বৃদ্ধো বাবাজীকে ব বিভা লালন ॥
 জনা গুরু-ভগ্নী । যেব নাহি জ্ঞানি নাম ।
 বৈদ্যপতে ঠা সত্তা বে কবিষে প্রণাম ॥
 মদনমোহন দাস আৰ নবদ্বীপ দাস ।
 মনোমলয় কবি ঠা এই ব্রজমোহন দাস ॥
 অক্ষয় গুরু-ভাতা গনেনব না জানিয়ে নান ।
 বৈদ্যপতে ত ত সত্তাবে কবিষে প্রণাম ॥
 ক্রোনকঙ্ক দোষ ইণে আছয়ে প্রচুর ।
 সকল কামিনী যাবে জ্ঞানিয়া কিরু ॥
 স ব নৈসি কব দয়্যা । ১০৮ মোব জাণ ।
 প্রার্থ্য । কামে সবা ব্রজমোহন দাস ॥

একসময়ে সহায়কানী আৰ যত জন ।

শোভে কাম ভাদেশ চরণ বন্দন ॥

- ১ । ৩ দাবলাবাগী স্বা ত শ্রী-গাপাল দাস ।
 সঁদ সঙ্ক পাটিল নামে আনি কৈয়ু বাস ॥
- ২ । এ নাম বাৎসল্য-তা এক বঙ্গমাই ।
 শ্রী-গাপালব লেব ক ম্যে যাব সম নাই ॥
 “সেই এ অর্থ পাবী ঠা ব ২২শ ক্রম ।
 আটিলনামী ০০ নামেব অতি সুক্যাতম ॥
 নীলমণি প্রা ন শিখ্যা বাল খ্যাতি যঁবি ।
 অনুবাগেব সেবা দেবি লাগে চমৎকাব ॥
 প্রাতি সঙ্গ, হেতে ত ব ছিল এই ক্রম ।
 এ ১ দিন পাবক্রমা । গনি গোবর্দ্ধন ॥
 শোভিন্দ্র দ কু ও যত ভঙ্গনপাশ্রয় ।
 স ন্যসত্ত ঠা সত্তাবে সাহায্য করণ ॥

- ৩। পুত্র যাঁর “মুরলীধর গৌড়” ছায়বান ।
 বন্ধু হাঁর দেবী-প্রসাদ বিশ্র ভাগ্যবান ।
 পূজা-পতিপ্রাণা মহা-সাক্ষী সতী ।
 বৈষ্ণবে বিশ্বাস দঢ় সরলা প্রকৃতি ॥
 হেন ব্রজমারীর গুণ কথা নাহি যায় ।
 নিজ পুত্র বুদ্ধ্যে সদা পালিতা আমার ॥
 গোবিন্দ কুণ্ড বায়ুকোণে শ্রাম ভমান হিত ।
 পশ্চিমে শ্রীগোবর্দ্ধন পূর্বে কুণ্ড তথি ॥
 হেন মনোরম স্থানে কুটুরী করিয়া ।
 নন্দরাজ পুরশ্চরণ ব্যবস্থা করিয়া ॥
 রাঃকৃষ্ণ দাস পাণ্ডিত্যের ব্যবস্থাস্বধারী ।
 মুণ্ডিও অধমে নিয়োজিয়া সেই ব্রজমারী ॥
 যেক্ষেপেতে সমুদান করাইলা কাজ ।
 সে সব সোজরি চিত্ত অবসর আজ ॥
- ৪। আভিঃগ্রামবাসী শ্রীপণ্ডিত কানাইলাল ।
 মাউজীর পূজক তাঁর খ্যাতি সর্বকাল ॥
 ভাগবতে স্পপণ্ডিত পাঠক স্বধীর ।
 মিষ্টভাষী শীলা কীর্তনে নেত্রে করে নীর ॥
 তাঁহার নিকটে বগি ভক্তির ব্যাখ্যান ।
 গুনি জুড়াইত হিয়া পুলকিত প্রাণ ॥
- ৫। গোপালমন্ত্র অনুষ্ঠান কার্যের সহায় ।
 ছিলেন আমার এক বন্ধু সদাশয় ॥
 ব্রজবাসী বৈষ্ণব ভিহঁ, নাম মাধব দাস ।
 ভজনে আবিষ্ট চিত্ত গোবিন্দ কুণ্ডে বাস ॥
- ৬। আনোর গ্রামবাসী শ্রীমঙ্গল ব্রজবাসী ।
 দ্বিবাষাঙ্গি প্রহরিতা সায়কটে বসি ॥
- ৭। শ্রীস হরিচরণ দাস গোবিন্দকুণ্ডবাসী ।
 আমার বাড়ল চেহঁয়ার নিকটেতে বসি ॥

- গাণ্ডুর উপায় বত করিত্তা বর্নন ।
 হায় রে ভেমন ভাগ্য হবে কি কখন ।
 শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথি ব্রত সাক্ষ দিনে ।
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি আশা-লতা হৈল উৎপাটনে ।
 নিরাশ-সাগরে মগ্ন হইলু বখন ।
 ভাবিলু ভ্যজিব প্রাণ করি উদ্বখন ।
 ছাত হৈতে লক্ষ দিয়া পড়িলু বখন ।
 সে নিদানসময়ে কে করিলা রক্ষণ ।
 তাঁর শিক্সা-প্রভাবে আর পুরস্চরণ শুণে ।
 ধন্য গুরু রামকৃষ্ণ বন্দিরে চরণে ।
- ৮ । আড়িঃখাগী কৃষ্ণদাস আর রাখাচরণ দাস ।
 এ দৌহার সঙ্গে স্থখে আড়িক্লেতে বাস ।
 শ্রামকুণ্ডে পক্ষ পাণ্ডব ঘাট স্থশোভন ।
 যাহা দাস গৌদাণ্ডির ভজনের স্থান ।
 নিকটেতে কবিরাজ গোস্বামীর স্থান ।
 যঁ হা শ্রীচরিত্তানুভ লিপি সমাপন ।
 চক্রবর্তী বিশ্বনাথ এই স্থানে বসি ।
 ভাগবতের টীকা বর্ণে প্রেমানন্দে ভাষি ।
- ৯ । সেই স্থানে গদাধর চৈতন্য মন্দির ।
 মহান্তের নাম "প্রিয় হুরিদাস" ধীর ।
 মিস্ট্রভাষী স্থবিনয়া তৎপর ভজনে ।
 ব্রত ধার বৈষ্ণব-সেবা পাঠানি কীর্তনে ।
 অভিমানশূন্য গুণগ্রাহী সর্বকাল ।
- ১০ । তক্তি গ্রন্থ পাঠ্য যঁর নীলমনি পাল ।
 কি বলিব কৃষ্ণপ্রীতি চেষ্টা দৌহার ।
 কৃষ্ণগুণ গানে সঙ্গ করে অক্ষয়ধার ।
 কুণ্ডলীরে এ দৌহার নিকটে থাকিয়া ।
 দ্বিবা-লিপি আনন্দেতে "ৎফুল হইয়া" ।

সোণাইতু কাল আর উৎকণ্ঠা বাঢ়িত ।
 কুণ্ডারগো কৃষ্ণ দরশন নিয়ত বাঢ়িত ॥
 কত যে উন্মাদ চেষ্টা করিয়াছি বনে ।
 অঙ্গপ্রায় সে সকল পড়িতেছে মনে ॥
 কার্তিক মাসে নিয়ম সেবা ব্রত উদ্যাপন ।
 নিরশ-সাগরে মন হৈল নিমগন ॥
 কৃষ্ণকৃপা বঞ্চিত দেহ নাশের কারণ ।
 আন জরি অক্ষিৎ চঃখে করিলু সেবন ॥
 স্তম্ভকুণ্ডের রাখাবল্লভ ঘাটেতে যাইয়া ।
 ভগ্ন কুটুরীতে আমি ছিলাম শুইয়া ॥
 আশার নিদানকাল জানি স্থনিশ্চিত ।
 ভক্তনানন্দো বৈষ্ণবের বিচলিত চিত ॥
 নীলমণি পানের মুখে শুনি বিবরণ ।
 পাঠ কীর্তন উপেক্ষা কৈলা আগমন ॥

১১ । দয়ালের শিরোমণি দাস প্রেমানন্দ ।
 অষ্টকালীন লীলা গুণ অরণে আনন্দ ॥
 আমার সম্মুখে আসি গুল ছল ছল অঁাখি ।
 উঠ ব্রহ্মমোহন দাস আদরেতে ডাকি ॥
 বৈষ্ণবের রুত্ব মদ্য লীলাদ কীর্তন ।
 শ্রবণ করতে মোর লালসিত মন ॥
 পূরে আমা হৈতে বাহা করিলে শ্রবণ ।
 অরণ লাছে কি না তাহা বুঝিব এখন ॥
 এই রূপে লীলা কথায় নিশি জাগরণ ।
 আক্ষিপের নেশা তাহে হইল খণ্ডন ॥
 প্রভাতে উঠিয়া শ্রীম প্রেমানন্দ দাস ।
 মুখেতে বলয়ে কথা মৃদু মৃদু হাস ॥
 নিদানসময় তোমার উদ্বীর্ণ হইল ।
 রাধাকৃষ্ণের নিরুপাধি রূপায় কেবল ॥

দিন দুই চারি মধ্যে আমার নির্যাতন ।
 অতএব চল তুমি আশার সদন ॥
 অগ্রহায়ণ শুরু পক্ষের ত্রয়োদশী দিনে ।
 রাধে রাধে বলি দেহ কৈলা সংগোপনে ॥
 কি জানিয়ে বৈষ্ণবের মহিমা কাঁতন ।
 যেক্ষেপে করিলা তিষ্ঠে। লীলা সংবরণ ॥
 শেষ মুহূর্ত্তে সজ্ঞানেতে যে সব কথা মোরে ।
 বসিয়াছিলেন তাহা সদা মনে পড়ে ॥
 তদনন্তর পৌষ শুক্লা একাদশী দিনে ।
 হইল ব্যাকুল প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে ॥
 "রাধাবাস কদম্বখণ্ডা" লগমোহন ভীরে ।
 কদম্বরূক্ষেতে দাড়ি যোজনা কবিত্তে ॥
 সূর্য্য অন্তাচলগামী হইতে দেখিয়া ।
 কৃষ্ণ ভরে তাঁর দেহ উৎসর্গ লাগিয়া ॥
 যেমন উদ্যত ভূপা ব্রজবাসী ভাসি ।
 হাতে ত ধরিয়া নানা নোপ্য কণা ভাসি ॥
 নানা কথা ছলে আশায় করি প্রবেশ দান ।
 ললিতা কুণ্ড সঙ্কম হৈতে হৈলা অসুখান ॥
 যে সব দেখিলু মহা অদ্ভুত সকল ।
 এবে স্বপ্ন তুল্য মনে জাগে অবিরল ॥
 সে আদেশে ব্রজমণ্ডল ভ্রমণ করলু ।
 সে প্রভাবে ব্রজমণ্ডলে শিকার করিলু ॥
 সে প্রভাবে রাধাবৃণ্ডের রাস্তা পরিত্রম ।
 সে প্রভাবে উনিশ দিনে বন পর্যাটন ॥
 প্রথা বাটাইলু ষোল দিনের বদলে ।
 যমুনা সংস্কারের প্রস্তাব তার ফলে ॥
 একদিন শ্চামকুণ্ডের দক্ষিণ ভীরেতে ।
 উগ্রলগ ফেনী স্থপে পড়িলু দৈবতে ॥

- কে রক্ষিল সে সঙ্কটে মনে জাগে ভাই ।
 বশনে দেখিলু কিয়া জাগিয়া ভাই ॥
 নাগ ফেণীর অসংখ্য কাঁটা একো না বিহিল ।
 দেখি ব্রজবাসী সব স্তম্ভিত হইল ॥
 আশ্চর্য্য বারতা; ইহা কে বাবে প্রভীতি ।
 সেই সে বুঝিবে রক্ত কৃষ্ণে যঁায় মতি ॥
- ১২ । আমার পরম মর্ম্মী গোরাচাঁদ দাস ।
 রাখাকুণ্ড দক্ষণ তীরে করিডেন বাস ॥
- ১৩ । পরম বিরক্ত বৈষ্ণব নরহরি দাস ।
 দাস গোস্থামীর কুটুবীর পশ্চিমভেতে বাস ॥
 কুককথা শ্রনক্রেতে এ দৌহার সক্ষে ।
 বহু রাত্রি ব্যতিপাত কারিতাম রক্ষে ॥
- ১৪ । কুসুম সরোবরে পণ্ডিত হরিচরণ দাস ।
- ১৫ । মোবিন্দ কুণ্ডবাসী পণ্ডিত মনোহর দাস ॥
- ১৬ । বৃন্দাবনবাসী পণ্ডিত কৃষ্ণপদ দাস ।
 এ সভার সঙ্গস্থঃ উজনে উজ্জাস ॥
- ১৭ । সেবা কুণ্ডবাসী শ্রীস মগেহ্র নারায়ণ ।
- ১৮ । মনোহর সংহ আদি প্রিয় ভক্তগণ ॥
 এ সভার সঙ্গে থাকি কৃষ্ণকথা রক্ষে ।
 যথে গোড়াইতু কাল আনন্দ প্রসক্ষে ॥
- ১৯ । শ্রীরাধারমণীর পণ্ডিত মধুসূদন দাস ।
- ২০ । রূপাশক্তি বাটের ডুপুসী রাধে দাস ॥
- ২১ । রায় বনমালী রাখাধিনোদ প্রাণ ।
- ২২ । রায় বাহাদুর রামদাস পৌবে জ্ঞানবানু ॥
 এই চারি সক্ষে বসি ব্রহ্মপুত্রের ।
 করিতাম মন্ত্রণা উন্নাত সাধনের ॥
 যে সব মন্ত্রণা করি পাইডেন আনন্দ ।
 এবে স্থগি করিয়া উক্ত মনে ভাগে হন্দ ॥

- ২৩ । গৌর গোপাল সিংহ আর নিত্যানন্দ দাস ।
কুণ্ড পরিক্রমা রাস্তা-সংস্কারে "জাস" ।
এ দৌহার চেষ্টা-ফলে সফল ফলিল ।
রাধাকুণ্ড পরিক্রমা জাস্তা নির্মাণ হৈল ।
- ২৪ । মণিপুরের চুড়াচান্দ সিংহ ভক্ত রাজ ।
ঈার অর্থব্যয়ে পূর্ণ পরিক্রমা কাজ ।
- ২৫ । মধুরার ম্যাজিষ্ট্রেট ডেফিয়্যার সদাশয় ।
রাধাকুণ্ডে প্রতি কার্যেয় প্রধান সহায় ।
- ২৬ । মণীন্দ্র নন্দী ভক্ত কাশীমবাজাররাজ ।
ঈার অর্থে ব্রজদর্পণ সাজ মুদ্রণ কাজ ।
- ২৭ । মধুরায় পাথরওয়াল শ্চামলাল ভক্ত ।
রাধাকুণ্ডের রাস্তা কার্যে বিশেষ অনুরক্ত ।
- ২৮ । রাধাকুণ্ড পরিক্রমার সহায়কারিণী ।
সহোদবা সদৃশা নাম শ্রীনবনলিনী ।
ইহার অর্থে শিবখোর কুণ্ড সংস্কার ।
ব্রজের গ্রন্থাবলী মুদ্রণ অর্থেতে ইহার ।
রুন্দাবন গমনের প্রথম অবস্থান ।
- ২৯ । কাঠিয়া বাবার মঠ ষ্টেশন সন্নিধান ।
নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী সাধু মহা ডেজীয়ান ।
“ব্রজ বিদেহী মহাস্ত” ঈহার আখ্যান ।
ভারাকিশোর চৌধুরীর ইহঁৎ গুরু হন ।
ইহার আদেশে গিয়াছিল নন্দগ্রাম ।
শ্রীনলিতা কুণ্ডতীর পরম নির্জজন ।
রুক্ষ-বলদেবের নিতা গোচারণ-স্থান ।
পূর্ববাহুে সায়াছে ব্রজের যত রাখালগণ ।
ধেনু সঙ্গে মনানন্দে গোষ্ঠেতে গমন ।
স্থললিত বংশীধনি করিত বাদন ।
নিয়তাকুল প্রাণে করিতু রোদন ।

ছায়াবেশী কৃষ্ণে কিসে চিনিব ভখন ।
 না দেখি উপায় সদা করিত নয়ন ॥
 আকুল পরাগে কত কুরিয়া রোদন ।
 মধ্যে মধ্যে অনশনে হয়েছি ত্রিরমাণ ॥
 কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ না হৈত পভন ।
 জানিতাম কপালে আছে বহু বিড়ম্বন ॥
 যে সব করিলু চেষ্টা, থাকি নন্দগ্রামে ।
 স্বপ্ন প্রায় সে সকল পড়িতেছে মনে ॥

৩০ । কাঠিয়া বাবার রূপাণ্ডা দ্বারিক দাস নাম ।

আমার পরম বন্ধু তিহেঁ এক জম ॥
 সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হিত-সম্পাদক ।
 প্রিয় ডাই দ্বারিক দাস ছিল মাত্র এক ॥
 বৃন্দাবনে উৎকলিক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ ।
 দ্বারিক দাসের সাহচর্য্যে পাইলু দর্শন ॥

৩১ । কেশীঘাট টোরাবাসী বৈষ্ণব প্রবীণ ।

বড় ভক্ত বলি তাঁরে জানে সর্বজন ॥
 উৎকলী প্রধান ভক্তির পাত্র এক জন ।
 প্রতিদিন পঞ্চ ক্রোশী করিতা ভ্রমণ ॥
 আকুল পরাগে ইতি উতি নিরীক্ষণ ।
 "হা রাধা গোবিন্দ" বলি করিতা রোদন ॥
 তাঁর সঙ্গে বৃন্দাবনে করিতু ভ্রমণ ।
 তাঁর প্রেম চেষ্টা দেখি জুড়াইত প্রাণ ॥
 উৎকলী বাড়িত সদা কৃষ্ণের কারণ ।
 মধ্যে মধ্যে সেবাকুঞ্জে নিশি জাগরণ ॥
 কত অনশন কতু রাত্তি পরিক্রম ।
 পঞ্চ ক্রোশী বৃন্দাবনে করিতু ভখন ॥
 কৃষ্ণ উপেক্ষিত দেহ না হৈত পভন ।
 জানিতাম কপালে আছে বহু বিড়ম্বন ॥

ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ করিয়া পঠন ।
 উৎকথা বাঢ়িল ব্রজ করিতে জমণ ।
 চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডল করি দরশন ।
 মনে হৈল বৈষ্ণবগণে ক'রিল জ্ঞাপন ।
 ব্রজদর্পণ নামে গ্রন্থ করিল বর্ণন ।
 কানীষক জাররাজ্য জাহা করিল মুগ্ধন ।
 বিশেষ বিশেষ স্থানের চিত্র অঙ্কন কেশু ।
 শ্রী ব্রজ-ভূচিত্রাবলী নাম ইহার রাষণু ।
 ব্রজমণ্ডলবাসী বিজ্ঞ বৈষ্ণব কন্ত জন ।
 গ্রন্থ পড়ি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আছা লান ।
 শ্রীগৌড়মণ্ডলে যাইয়া এই কার্য্য কর ।
 গৌরপ্রিয় পরিকরের কর স্থান প্রচার ।
 ষোল ক্রোশী নবদ্বীপের স্থান নিকূপন ।
 চিত্রাদি সহ গ্রন্থ করহ বর্ণন ।
 বৈষ্ণবের আছার মনে আনন্দ বাঢ়িল ।
 গৌরগণ চরিত্তাবলী গ্রন্থ আরম্ভিল ।
 শ্রীনিবাস আচার্য্য-চরিত্ত করিতে বর্ণন ।
 নবদ্বীপ দরশনে উৎকণ্ঠিত মন ।
 ভের শত ভেইশ সালে বেই ভাদ্রমাস ।
 তার কৃষ্ণ দশমীতে ছাড়ি ব্রজবাস ।
 শ্রীমন্নবদ্বীপধামে করি আগমন ।
 বর্ষা হেতু তিন মাস করিলু বিজ্রাম ।
 এই অবকাশে চরিত্তব্রজাবলী বর্ণিল ।
 পদ্য গদ্য মিলনে গ্রন্থ অস্ত বিস্তার হৈল ।
 মহাজনী পদ্যাবলী সংগ্রহ করিয়া ।
 সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে গ্রন্থ নির্যাস করিয়া ।
 কীর্তনের উপযোগী পদ গিয়োঁজিল ।
 গৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত্ত গ্রন্থ নাম রাখিল ।

অগ্রহারণে নবদ্বীপের স্থান দরশন ।
 করিয়া জানিলু ভাগ্যে আছে বিড়ম্বন ॥
 নবদ্বীপ সমস্তা এই বিষম জটিল ।
 শত শত ঘাত-প্রতিঘাত অবিরল ॥
 বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথর প্রবল ।
 আমার বিরুদ্ধে তীর করিবে কোন্দল ॥
 শ্রীগৌরানুপ্রিয় ধামের সেবার কারণ ।
 সত্য নিকূপণ ব্রত করিলু গ্রহণ ॥
 এ কার্যেতে প্রতিদ্বন্দ্বী হৈল বহু জন ।
 স্বার্থহানি ভয় ইহার প্রধান কারণ ॥
 সাম-দান-ভেদ-দণ্ড নীতি-চতুষ্টয় ।
 আবস্ত হইল আমার করিবারে জয় ॥
 নিরপেক্ষ আন্দোলনে এ ফস ফলিল ।
 বহু কালনিক স্থান বেকত হইল ॥
 প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রাচীন দলিল ।
 বিচারে কল্লিত স্থান হইল বাতিল ॥
 স্মৃচক্রেতে স্থানগুলি করি দরশন ।
 নানা পত্রিকাতে ভাষা করি আন্দোলন ॥
 ক্রমে দুই গ্রন্থ বাহা হইল মুদ্রণ ।
 প্রথম দ্বিতীয় খণ্ড নবদ্বীপ দর্পণ ॥
 নদীয়ার শেষ বিচার মীমাংসা কারণ ।
 দর্পণের তৃতীয় খণ্ড অবশেষ এখন ॥
 নবদ্বীপ সমস্তা এই বিষম জটিল ।
 শত শত ঘাত প্রতিঘাত অবিরল ॥
 বহুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রথর প্রবল ।
 বিচারেতে পরাজয়, খ দুঃখিত কেবল ॥
 যে কোন প্রকারে আমার করিতে সাহস
 পোপনেতে নানা উপায় করি উদ্ভাবন ॥

আমার বিরুদ্ধে ভীত করি আন্দোলন ।
 বৈষ্ণব-সনাজে আমার করিতে কদম্বন ।
 নানা চেষ্টা করি কিছু না হৈল যখন ।
 গবমেণ্টের বিরুদ্ধাচারী করিতে স্থাপন ।
 নানা চেষ্টা করি সত্য করিতে প্রমাণ ।
 গোয়েন্দা পুলিশ উদম্ব হইল প্রবর্তন ।
 শ্রীগুরু বৈষ্ণব আর গৌরাক্ষের উদ্ভী ।
 পুলিশ অনুকূল হৈয়া হৈল মোর সঙ্গী ।
 চারিদিকে বিপদজ্বালে হইয়া জড়িত ।
 বড় দুঃখে নবদ্বীপে হৈয়া অবস্থিত ।
 যেক্ষেপে আরক্ত কার্য্য হতেছে সাধন ।
 জানিছেন একমাত্র শ্রীশচীনন্দন ।
 ধন-জ্ঞান সম্পদ-হীন ভিক্ষুক জীবন ।
 এ বড় আশ্চর্য্য অসম্ভব সংঘটন ।
 বহু আয়াসেও যাহা না মিলে কখন ।
 শ্রীগৌরাক্ষ-প্রসাদেতে সহজলভ্য ধন ।
 কি অদ্ভুত গৌরাক্ষের মহিমা অপার ।
 প্রয়োজনানুরূপ দলিলপত্র নদীয়ার ।
 যথাসময়েতে আসি হইল যোজনা ।
 কি জানি মহিমা গৌরের অপার ককণা ।
 প্রাচীন দলিলাদি আর বৈষ্ণব প্রমাণ ।
 একমত আছে কি না বিচার কারণ ।
 বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণ ।
 মধ্যস্থ হইয়া সবে করি আন্দোলন ।
 সর্ব্বসম্মতিতে ইহা হৈল নিদ্ধারণ ।
 ঐক্য আছে দলিল আর বৈষ্ণব প্রমাণ ।
 নদীয়া কুলিয়া বিচার হইল সমাধান ।
 কালনিক বিভর্তাদি হইল যখন ।

চৌরাশী ত্রোশ ব্রজমণ্ডল স্থান নিকূপণ ।
 করিতে না হইল বিরুদ্ধ আন্দোলন ॥
 কিন্তু বোল ত্রোশা এই নবদ্বীপমণ্ডল ।
 স্থান নিকূপণে প্রাণ হৈল টলমল ॥
 সত্য-নিকূপণ কার্যে যে বিঘ্ন ঘটিল ।
 মহাপ্রভুর কৃপাবলে সকল খণ্ডিল ॥
 ব্রজমণ্ডলের কথা মনেতে পাড়িল ।
 বিষম সঙ্কটে তথায় যে মোরে রক্ষিল ॥
 নবদ্বীপ প্রসঙ্কেতে অনাথ জানি মোরে ।
 সেই অনাথের বন্ধু রক্ষিল আমারে ॥
 স্বীয় কার্য্য সে করায় হেতু মাত্র আমি ।
 কিবা করি কিবা বলি কিছুই না জানি ॥
 যখন যা এ দেহেতে হতেছে ঘটন ।
 ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা মাত্র জানিয়ে কারণ ॥
 জীবনে মরণে মাত্র এই ভিক্ষা চাই ।
 তাঁর অভয় চরণ হৃদে জাগয়ে সদাই ॥
 গৌর-পরিকরগণ দয়া কর মোরে ।
 শ্রীগৌর গোবিন্দ লীল ফুরয়ে অন্তরে ॥
 তোমাদের গুণ-গানে আত্মশুদ্ধ হয় ।
 গৌর-কৃষ্ণ পাদপদ্মে গাঢ় ভক্তি হয় ॥
 এই লোভে মুক্তির পাপী লইহু শরণ ।
 কৃপা করি কর মোর বাঞ্ছিত পূরণ ॥
 সবে মেলি কর দয়া পুরুক মোর আশ ।
 প্রার্থনা করয়ে সদা ব্রজমোহন দাস ॥

প্রহারস্তু ।



জয় জয় গুরু গোস্বামিঃ শ্রীচরণ সার ।
যাঁহার ক্রুপায় তরি এ ভব সংসার ।
অক্ষ পদ শুচিল যঁার করুণা অঙ্গনে ।
অজ্ঞান-ভিমির নাশ কৈলেন খেই জনে ॥
এ হেন গুরুর বাক্য হৃদয়ে ধরিয়ে ।
অনায়াসে যাব ভব-সংসার তরিয়ে ।
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণঃ চৈতন্য নিত্যানন্দ ॥
জয় ঠাকুর ৩ চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গদাধর ৪ জয় শ্রীবাস ৫ ।
জয় স্বরূপ ৬ রামানন্দ ৭ জয় হরিদাস ৮ ।
জয় কৃপা ৯ সনাতন ১০ ভট্ট রঘুনাথ ১১ ।
শ্রীজীব ১২ গোপাল ১৩ ভট্ট দাস রঘুনাথ ১৪ ॥
মুকুন্দ ১৫ শ্রীনরহরি ১৬ শ্রীরঘুনন্দন ১৭ ।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জী১৮ আর সল্যেচন ১৯ ॥
ভূগর্ত ২০ শ্রীলোকনাথ ২১ জয় শ্রীনিবাস ২২ ।
নরোত্তম ২৩ রামচন্দ্র ২৪ গোবিন্দ দাস ২৫ ॥
জয় জয় শ্রামানন্দ ২৬ জয় রসিকানন্দ ২৭ ।
নিধুবনে সেবা করেন পরম আনন্দ ॥
জয় গৌরভক্তবৃন্দ গৌর যঁার প্রাপ ।
ক্রুপা করি দেহ মোরে প্রেমভক্তি দান ॥
দস্তে তুণ পরি মুক্তি কবি নিবেদন ।
ক্রুপা করি কর মোর অস্তিত্ব পূরণ ॥

এই পদ বৈষ্ণবগণ করেন কীর্তন ।
 সপার্বদ গৌরচন্দ্রে বন্দনা কারণ ॥
 নাম শুনি মনে বড় লোভ উপজল ।
 চরিত্র বর্ণনে প্রাণ হইল আকুল ॥
 নির্লঙ্ক হইয়া কৈলু গ্রন্থলিপি কাজ ।
 বাহা শুনি হাসিবেক বৈষ্ণব সমাজ ॥
 যে কোন প্রকারে আশুভির কারণ ।
 গৌর-পরিকরের করি চরিত্র বর্ণন ॥
 গৌরগণ-চরিতাবলী করিয়া পঠন ।
 আনন্দেতে আশ্বহারা হবে সুধী জন ॥
 সকলে শ্রুতিবে মনে করিয়া বিচার ।
 নিখিল নরনারীর বন্ধু গৌর-পরিকর ॥
 তাঁদের চরিত্র স্মৃধা করি আশ্বাদন ।
 হরিপ্রেমে মত্ত হবে ভগবাসী জন ॥
 দুর্লভ মানুষ দেহ করিয়া ধারণ ।
 মনুষ্যত্ব করে বলি কি তার লক্ষণ ॥
 জানিয়া কুডার্থ হৈতে থাকে যদি মন ।
 গৌরগণ-চরিত-স্মৃধা কর আশ্বাদন ॥
 বৈষ্ণব-মহত্ব জীবের হইবেক জ্ঞান ।
 হিংসা কৈতবাদি দোষ হবে অস্বর্গ্যন ॥
 গৌরগণ চরিতাবলী বৃহৎগ্রন্থ হৈল ।
 গৌরগণ সংকীর্ণ চরিত্র দ্বিতীয় রচিল ॥
 পদকর্ত্তাগণের পদ সংগ্রহ করিয়া ।
 সংকীর্ণনামন্দে মগ্ন হবার লাগিয়া ॥
 ভিত্তিভেদে চরিত-স্মৃধা আশ্বাদ কারণ ।
 ভক্তগণে উপহার করিলু প্রদান ॥
 তবে মেলি কর দয়া পুরুক মোর আশ ।
 প্রার্থনা করে সদা ব্রজমোহন দাস ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।
 গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরঐষ্কবৃন্দ ॥
 সর্ব বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন ।
 প্রভুগণ স্বকাহিনী করিয়ে বর্ণন ॥
 প্রতি চরিত বর্ণনের আরম্ভ অংশেতে ।
 আবশ্যকীয় কথা কিছু বর্ণিব ভাষাতে ॥
 তদন্তর মহাজনী পদাবলী দিয়া ।
 তিথিভেদে গুণগণের ক্রম করিয়া ॥
 যঁার যে চরিত্র বর্ণন আসিয়া জুটবে ।
 লঘু গুরু বিচারের ক্রম না ঘটবে ॥
 এই দোষ বৈষ্ণবগণ করিবা মাঙ্কন ।
 দাস ব্রজমোহন ইহা করে নিবেদন ॥

শ্রী শ্রীগৌরানন্দ সেবক

নবম বর্ষ ১৩২৬। ৫ম সংখ্যা (অঃপ্রঃ)

সংক্ষিপ্ত গৌরগণ চরিত্র রত্নাবলী সম্বন্ধীয়

শ্রী শ্রী পদাবলী সংগ্রহ।

শ্রী শ্রী অদ্বৈত প্রভু।

শ্রীমদ্বৈত প্রভু ১৩২৬ শকাব্দের মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীমদ্বৈতের লন্ডন পরগণার নবগ্রামে শ্রীভাদেবীর গর্ভে ও শ্রীকুবেরাচার্যের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৪৮০ শকাব্দের পৌষী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শ্রীপাটী শান্তিপুরে সংকীর্ণনাবেশে শ্রীশ্রীমদনগোপালের মন্দিরে প্রবেশ করেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রকাশের বচন, যথা—

প্রক্রমে সংকীর্ণন-গিফুর তবঙ্গ বাঢ়িলা।

মহাভাবে শ্রীঅদ্বৈত তাহাতে ডুবিলা ॥

হঠাৎ মদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।

প্রাকৃত জনের প্রভু অগোচর হৈলা ॥

সওয়াশত বর্ষ প্রভু রহি পরাপামে।

অনন্ত অর্ধদলীলা কৈলা যথাক্রমে ॥”

(অঃ প্রঃ ষাটশ অঃ)

তাহার পূর্ণনাম ছিল শ্রীমল্লিক। কুবেরাচার্য লন্ডনের রাজা দিব্যানিংহের রাজপুত্র ছিলেন। একদা দীপালীপর্ক উপলক্ষে কমলাঙ্কের ষাটশ বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে তিনি তথায় অদ্বৈত শক্তি বিকাশ-ক্রমে শ্রীশ্রীশ্রীপুুরে আগমন করেন এবং এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রীশ্রীপুুরবাসী বলিয়াই সর্বত্র পরিচিত হই, যথা—

“দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে শান্তিপুুরে গেলা।

ষড়্দর্শন শাস্ত্র ক্রমে পড়িতে লাগিলা ॥”

(অঃ প্রঃ)

শ্রীশ্রীমদ্বৈত প্রভু সম্বন্ধে প্রেমবিলাসের চতুর্দশ বিলাসে একরূপ বর্ণিত আছে,—

৫শ্রীহটে লাউড় দেশে নবগ্রাম হয় ।
 যথি দিব্যসিংহরাজা বসতি করয় ॥
 তাঁর সত্তাপণ্ডিত ভরদ্বাজ মুনিবংশ্য ।
 কুবেরাচার্য্য নাম সদগুণ প্রসংশ্য ॥
 অগ্নিহোত্রী যাজ্ঞিচ ব্রাহ্মণ শুদ্ধমতি ।
 নরসিংহ নাভিন্নাল বংশেতে উৎপত্তি ॥
 সেই গ্রামে মহানন্দ বিপ্র মহাশয় ।
 পরম পণ্ডিত সর্বাগুণের জাতীয় ॥
 তাঁর কন্যা নামা দেবী পরমা সুন্দরী ।
 কুবের আচার্য্য সহ বিয়ে হৈল তাঁরি ॥
 মহানন্দ পুত্রাতিথি একটি ব্রাহ্মণ ।
 নামা দেবী যাবে ভাই হৈলে সর্বাঙ্গণ ॥
 দে বিপ্র সত্যানী হৈল লক্ষ্মীপতি স্থানে ।
 বিজয়পুরী নাম তাঁর সর্বলোকে ভণে ॥
 মাংসেন্দ্র পুত্রীর সর্ভার্থ বিজয়পুরী ।
 সে সময়ে অদ্বৈত প্রভু মান্য করে তাঁরি ।
 নামা দেবী ছয় পুত্র এক কন্যা হৈল ।
 জনম লভিয়া কন্যা স্বর্গে চলি গেল ॥
 শ্রীকান্ত লক্ষ্মীকান্ত হরিহরানন্দ ।
 সদাশিব কুশলদাস তার কাঁড়িচন্দ্র ॥
 এই ছয় পুত্র গেল তাঁর-পর্যটনে ।
 চারিজন মরিল দুই জন এল পিতৃদর্শনে ॥
 পুত্রশোকে নামা দেবী কুবের মহামতি ।
 গঙ্গাতীরে শান্তিপুবে করিলা বসতি ॥
 কিছুদিনে হৈল নামার গর্ভের লক্ষণ ।
 জ্ঞানহ কুবেরাচার্য্য গেল নবগ্রাম ॥
 কপোদিনে নামার দশমাস পূর্ণ হৈলা ।
 মাথা সপ্তমীতে প্রভু প্রকাশ পাইলা ॥

গণক আসিয়া তাঁর নাম রক্ষা কৈল ।
 কমলাকান্ত এক নাম তাঁর হইল ॥
 হরিসহ অভেদ হেতু নাম হৈল অদ্বৈত ।
 অদ্বৈত নামেতে প্রভু হইলা বিখ্যাত ॥
 এথা কমলাকান্ত ব্যাকরণ পড়ি ।
 কিছুদিনে শাস্তিপুরে আইলেন চলি ॥
 মাতাপিতা শাস্তিপুরে কৈলা আনয়ন ।
 সর্বদা সেবয়ে মাতাপিতার চরণ ॥
 পাঠ সমাপিয়া অদ্বৈত গৃহেতে আসিলা ॥
 কিছু দিনে মাতাপিতার অদর্শন হৈলা ॥
 গয়া পিণ্ড দ্বিতে অদ্বৈত করিলা গমন ।
 ক্রমে ক্রমে সর্বতীর্থ করিলা ভ্রমণ ॥
 মাধবেন্দ্র পুরী সহ দক্ষিণে মিলন ।
 ভক্তিতত্ত্ব যত সব করিলা শ্রবণ ॥
 কাশীতে ষ্টিজ্ঞপুত্রীর মহিভ মিলন ।
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে পরে গেলা বৃন্দাবন ॥
 রাত্রিশেষে শ্রীঅদ্বৈত দেখিয়া স্বপন ।
 কুঞ্জ হৈতে তুলিলেন শ্রীমদনমোহন ॥
 স্বপ্ন দেখি সে বিগ্রহ চৌবে হস্তে দিলা ॥
 কোন এক কুঞ্জমধ্যে চিত্রপট পাইলা ॥
 শাস্তিপুরে সেই মূর্তি করিলা স্থাপন ।
 মদনগোপাল নাম হৈল প্রকটন ॥
 অদ্বৈত গোপালপদ চিন্তে শাস্তিপুরী ।
 দৈবে আসিলেন তথা মাধবেন্দ্র পুরী ॥
 দ্বশাকর গোপালমন্ত্র দীক্ষা তাঁর স্থানে ॥
 মাধবেন্দ্র শিষ্য অদ্বৈত সর্বলোকে ভবে ॥
 এথা দিব্যসিংহ পুত্র-হস্তে রাজ্য দিয়া ।
 দিনে শাস্তিপুরে উপস্থিত হৈয়া ॥

অদ্বৈত-চরণে আসি আজ্ঞ সমর্পিল
 শক্তিমন্ত্র ছাড়ি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল ॥
 শ্রী অদ্বৈত খুইল। তাঁর নাম কৃষ্ণদাস ।
 ভাগবত পড়ি কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥
 কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হৈলা ।
 সভার প্রথমে ইহঁে বৃন্দাবনে গেলা ॥
 দিগ্বিজয়ী শ্যামদাস শান্তিপুত্রে আইল ।
 অদ্বৈতের স্থানে তিহঁে কৃষ্ণমন্ত্র নিল ॥
 তব শ্রীম ব্রহ্ম হরিদাস মহাশয় ।
 কোন দিন আইলেন অদ্বৈত আশয় ॥
 বুড়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে ।
 যবন-প্রশস্তি তার যবনান্ন-দোষে ॥
 শৈশবে তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হৈল ।
 যবন আসিয়া তারে নিজ গৃহে নিল ॥
 আশুয়ার অধিকারী মলয়া কাজী নাম ।
 তাহার পালিত হওয়া তার অন্ন খান ॥
 অদ্বৈতের স্থানে তিহঁে হইলা দীক্ষিত ।
 তিন লক্ষ হরি নাম জপে দিবারান্তি ॥
 লক্ষ হরি নাম মনে, লক্ষ কানে শুনে ।
 লক্ষ নাম উচ্চ করি করে সংকীৰ্ত্তনে ॥
 দিগ্বিজয়ী এক পণ্ডিত যদুনন্দন নাম ।
 একদিন চলিলেন হরিদাস স্থান ॥
 ঈশ্বর তত্ত্ব নিয়া বিচার হৈল তার সাথে ।
 যদুনন্দন পরাজিত হৈল সর্বমতে ॥
 জ্ঞানবাদ খণ্ডি কৈলা ভক্তির প্রাধান্ত ।
 যদুনন্দন সেই মত করিলেন নাশ্ত ॥
 শ্রীল যদুনন্দন আচার্য মহাশয় ।
 অদ্বৈতের শিষ্য হওয়া ভাগবত পড়ায় ॥

লগ্ন গ্রামের নিকট নারায়ণ নামে গ্রাম ।
 কুলীন শ্রোত্রিয় নৃসিংহ ভাড়াডী আখ্যান ॥
 তাঁহার দুই কন্যা শ্রীসীতা ঠাকুরাণী ।
 জ্যেষ্ঠ সীতা কনঠা শ্রীঠাকুরাণী ॥
 শুভদিনে নৃসিংহ ভাড়াডী অর্ধেতেরে ।
 কন্যা সম্প্রদান কৈল কুলিয়া নগরে ॥
 সীতাদেবী শ্রীদেবী অর্ধেতের স্থানে ।
 দীক্ষিতা হইলা অতি আনন্দিত মনে ॥
 সীতা দেবীর গর্ভে পঞ্চপুত্র জনমিল ।
 শ্রীদেবীর গর্ভে এক পুত্র হৈল ॥
 অচ্যুতানন্দ কৃষ্ণদাস গোপাল বলরাম ॥
 স্বরূপ জগদীশ এই হয় ছয় জন ॥
 সীতাদেবীর দুই দাসী জঙ্গলী নন্দিনী ।
 কৃষ্ণমস্ত্রে দীক্ষা দলা সীতা ঠাকুরাণী ॥
 নন্দিনী সেবয়ে শ্রীসীতার চরণে ।
 জঙ্গলী ভগম্ভ্যা করিতে গেল এক বনে ॥
 সে স্থানের নাম জঙ্গলী টোটা সন্তে কন ।
 ঈশান নামে এক শিষ্য অর্ধেতের হন ॥

শ্রীমৎস্টমত প্রভু নরসিংহ ও তাঁহার জন্মদীলা বিষয়ে শ্রীভক্তিহরপ্রাকর ষাটখ
 ভাষনে (বহুগমপুত্রের মুদ্রিত গ্রন্থের ২২৭, ২৮ পৃষ্ঠায়) এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

শ্রীঈশানদাস ঠাকুর বর্ণিতছেন,—

“শান্তিপুত্রে অর্ধেতের বাস যে প্রকারে ।
 শুন শ্রী নবাস তাহা কহি যে তোমারে ॥
 অর্ধেতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত ।
 বঙ্গের বাস পূর্বের শান্তিপুত্রে গভায়ত ॥
 বঙ্গদেশে শ্রীহট নিকট নব গ্রাম ।
 ঈশানদাস অর্ধেতচন্দ্রের শিষ্যধাম ॥

দেখিয়া পণ্ডিত অতি, হৈলা হরষিত মতি,
 নয়নে আনন্দধারা বয় ।
 আচম্বিতে জগজনে, আনন্দ পাইল মমে,
 কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে ।
 এ যৈফব দাসে বলে, উজ্জ্বল হইব হেলে,
 পণ্ডিত পাষণ্ডী দীন হীনে ।

পদ (কল্যাণ)

কুবের পণ্ডিত, অতি হরষিত,
 দেখিয়া পুত্রের মুখ ।
 করি জাত-কর্ম, যে আছিল ধর্ম,
 বাড়য়ে মনের সুখ ॥
 লব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন,
 কনক-কমল-শোভা ।
 আজম্বলম্বিত, বাহু স্খলিত,
 জগজন-মনোলোভা ॥
 নাভি স্নগভীর, পরম স্নন্দর,
 নয়ন কমল জিনি ।
 অরুণ চরণ, নখ দরপণ,
 জিমি কত বিধুমণি ॥
 মহা পুরুষের, চিহ্ন মনোহর,
 দেখিয়া বিস্মিত মনে ।
 বুঝি ইহা হৈতে, জগত ভরিবে,
 সবে করে অনুমানে ॥
 যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি,
 আনন্দ-মাগরে ভাসে ।
 না ধরয়ে ছিয়া, পুনঃ পুনঃ গিয়া,
 নিরীখেয়ে অনিমিষে ॥

পদ (ভাটয়ারি)

জয় জয় অষ্টৈত আচার্য্যদয়াময় ।
 অবতীর্ণ হৈলা জীবে হইয়া নদয় ॥
 মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সপ্তমী দিবসে ।
 শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা এক শে ॥ ।
 সকল মহাস্ত্র মাথে আগে আশুয়ান ।
 শিশুকালে খুইলা পিতা কমলাক নাম ॥

কলিকাল-সপে জীবে করিল গরাস ।
 দেখি বিষবৈদ্যরূপে হইলা প্রকাশ ॥
 যাহার ছন্দারে গৌরা অবনী আইলা ।
 শুনিয়া বৈষ্ণবের মনোহুঙ্কার বাহিলা ॥

পদ (দুটী)

জয় জয় অষ্টৈত আচার্য্য দয়াময় ।
 য়ার ছন্দারে গৌর অবতার হয় ॥
 প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা সাগর ।
 য়ার প্রেমরসে আইলা গৌরাঙ্গ-নাথর ।
 যাহারে করুণ করি রূপাদিঠে চায় ।
 প্রেমভরে সে জন চৈতন্য গুণ গায় ॥
 তাহার পদেতে যেন লইল শরণ ।
 সে জন পাইল গৌর-প্রেম মহাধন ॥
 এমন দয়ার নিধি কেন না ভজিহু ।
 লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাতিহু ॥

শ্রীশ্রীমিত্যানন্দ প্রভু ।

শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু ১৩২৫ শকাব্দার মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী ত্রিখিত্ত ভেল্লী
রীরভূমের অন্তর্গত একচাকা নগরীতে পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে ও হাড়াই পণ্ডিতের
পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন । ১৪৬১ শকাব্দায় আশ্বিন কৃষ্ণ ষট্মীতে একচাকার
শ্রীবিষ্ণুদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন ।

শ্রীশ্রীমিত্যানন্দ প্রভুর বংশপরিচয় প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিযত্নাকর ষাদশ তন্ত্রমন্ত্র
(বহরমপুরে মুদ্রিত গ্রন্থের ৯৮৭ পৃষ্ঠায়) বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত হইল । যথা,—

“বিদিত স্কন্দরামল বন্দিনীটী গাঁই ।
যেছে তার করণ নিন্দিত কিছু নাই ॥
শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে ।
তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সবে জানে ॥
তাঁর পুত্র শ্রীমিত্যানন্দ মহাতেজোময় ।
অল্পকালে ভার্য্যাটনে করিলা বিজয় ॥”

(ভ: ২২ ঘা: ত: ৯৮৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীমিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান বর্ণন উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি
খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত আছে যে —

“পূর্বে প্রভু শ্রীমনস্কৃষ্ণচৈতন্য আজ্ঞায় ।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায় ॥
মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশী শুভক্ষণে ।
পদ্মাবতী-গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে ॥”

(চৈ: ভা: আদি ২য় অধ্যায়)

“হাড়োওজা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী ।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি ॥
শিশু হৈতে সৃষ্টির স্রবুদ্ধি গুণবান্ ।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাগণ্যের ধাম ॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব স্রমঙ্গল ।
চূড়িক দারিদ্র্য দোষ ষাণ্ডল সকল ॥”

(চৈ: ভা: আদি ষষ্ঠ অধ্যায়)

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা ।

পদ (শ্রীরাগ)

রাঢ় দেশে নাম, একচক্রা গ্রাম,
 হাড়াই পণ্ডিত ঘর ।
 শুভ মাঘ নামি, শুক্লা ত্রয়োদশী,
 জন্মিলা হৃদয় ॥
 হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত,
 পুত্র-সহোৎসব করে । -
 ধরণী মণ্ডল, করে টলমল,
 আনন্দ নাহক ধরে ॥
 শান্তিপুৰনাথ, মনে হরষিত,
 করি কিছু অশুমান ।
 অন্তরে জামিল, বুঝি জনমিলা,
 কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
 বৈষ্ণবের মন, হইল পরময়,
 আনন্দ-সাগরে ভাসে ।
 এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার,
 কহে দীন কৃষ্ণদাসে ॥

পদ (সূহই)

ভুবন আনন্দ কল, বলরাম নিত্যানন্দ,
 অবতারণ হৈলা কলিকালে ।
 চুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চাঁদমুখ,
 ভাসে লোক আনন্দ হিল্লোলে ॥
 জয় জয় নিত্যানন্দ রাম ।
 কনক চম্পক-কাঁড়, অঙ্কুরী চাঁদের পাঁড়ি,
 রূপে জিতল কোটি কাম ॥

ও মুখমণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি,
 দীঘল নয়ন ডাঙ ৫ নু ।
 আজামুলযিত ভুজ, তল থল-পঙ্কজ,
 কটি ক্ষীণ করি-অরি জমু ॥
 চরণ-কমল-তলে, ভকৃত-স্নমর বুলে,
 আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ ।
 ইহ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইব সবে,
 কহে দীন চুঃখী কৃষ্ণদাস ॥

পদ (ধানশী)

আগে জনমিয়া নিতাই চাঁদ ।
 পাতিয়া অমিয়া করুণা ফাঁদ ॥
 নারীগণ সবে দেখিতে যায় ।
 সবারে করুণ-নয়নে চায় ॥
 দেখিয়া সে ঘরে বাইতে নারে ।
 রূপ হেরি তার নয়ন ঝরে ॥
 দেখি সবে মনে বিচার করে ।
 এই কোন মহাপুরুষ বরে ॥
 দেখিতে দেখিতে বাঢ়য়ে সাধ ।
 ঘরে আসিবারে পড়য়ে বাদ ॥
 মনে করে ইহায় হিয়ায়ু ডারি ।
 নয়নে কাজর করিয়া পরি ॥
 কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা ।
 এ হেন বালক দল্য বিধাতা ॥
 এত কহি কারু নয়ান দিয়া ।
 আনন্দের ধারা পড়ে বহিয়া ॥
 কারু স্তন দিয়া তুফি করে ।
 কেহ যায় ডারে করিতে কোরে ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଗୋବିନ୍ଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚରିତ ସମ୍ଭାବଣୀ ।

ଏକ ସବ ବିକାର ରମଣୀଗଣେ ।

ଶିବରାମ ଆଶା କରନ୍ତେ ମନେ ॥

ପଦ (ଛୁଇଁ)

ରାଠି ମାୟେ ଏକଚାକା ନାମେ ଆଠି ଗ୍ରାମ ।

ଅବତୀର୍ଣ ହୈଳା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଳରାମ ॥

ହାଠାଠା ପଞ୍ଚିତ ନାମ ଶୁକ୍ର ବିପ୍ରରାଜ ।

ସ୍ତ୍ରୀଲେ ସର୍ବପିତା ଭାନେ କୈଳ ପିତା ବ୍ୟାଜ ॥

ମହା ଜୟ ଜୟ ଧନି ପୁଷ୍ପ ବରିଷ୍ଠ ।

ସଞ୍ଜୋପେ ଦେବତାଗଣ କରିଳା ତଧନ ॥

ରୁପାସିନ୍ଧୁ ଭ.କ୍ଷୁଦାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଧାମ ।

ଅବତୀର୍ଣ ହୈଳା ରାଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମ ॥

ସେହି ଦିନ ହୈତେ ରାଠିମଞ୍ଚଳ ସକଳ ।

ପୁନଃ ପୁନଃ ବାଢ଼ିତେ ଲାଗିଲ ଛୁଇଁମଳ ॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଚାନ୍ଦ ଜାନ ।

ରୁନ୍ଦାବନ ଦାସ ତତ୍ତୁ ପଦ ଗୁଣେ ଗାନ ॥

শ্রীশ্রীমম্বহাপ্ৰভু ।

শ্রীশ্রীগৌড়ানন্দেব ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাসমগ্ধে শ্রীশ্রীদেবীৰ গৰ্ভে ও শ্রীজগন্নাথ মিশ্ৰেৰ পুত্ৰৰূপে শ্রীধাম নবদ্বীপে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। ১৪৫৫ শকাব্দের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিৰে প্ৰবেশ কৰেন। পৰ বৎসৰ জ্যৈষ্ঠা অমাবস্তা তিথিতে শ্রীজগন্নাথৰ পণ্ডিত গোস্বামীকে দৰ্শন দিয়া চকিত্বেৰ ন্যায় পুনৰ্দ্ধাৰ টোটা গোপীনাথ-মন্দিৰে প্ৰবেশ কৰেন।

শ্রীমম্বহাপ্ৰভুৰ জন্মগীতা বৰ্ণন প্ৰসঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভাগবত্বেৰ আদি খণ্ডেৰ বিতৌৰ অব্যাহায়ে একুশ বৰ্ণিত আছে যে,—

“নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্ৰবৰ ।
 বসুদেব প্ৰায় তেহেঁ স্বধৰ্ম্মে তৎপৰ ॥
 উদাৰচৰিত্ৰ তেহেঁ ব্ৰহ্মণ্যেৰ সীমা ।
 হেন নাহি যাহ। দিয়া কৰিব উপমা ॥
 কি কৃষ্ণপা, দশৰথ, বসুদেব, নন্দ ।
 সৰ্বময় তহু জগন্নাথ মিশ্ৰচন্দ্র ॥
 তাঁৰ পত্নী শ্ৰী নানু মহা পতিব্ৰতা ।
 মূৰ্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি শ্ৰেই জগন্মাতা ॥
 বহু কণ্ঠা-পুত্ৰেৰ হইল তিরোভাব ।
 লবে এক পুত্ৰ বিশ্বৰূপ মহাভাগ ॥
 বিশ্বৰূপ-মূৰ্ত্তি যেন অৰ্ভিম মদন ।
 দেখি হৰষিত হুই ব্ৰাহ্মণী ব্ৰাহ্মণ ॥
 জন্ম হৈতে বিশ্বৰূপেৰ হইল বিয়ক্তি ।
 শৈশবেই সকল শাস্ত্ৰেতে হৈল ক্ষুৰ্ত্তি ॥
 বিষ্ণুভক্তিগুণ হৈল সকল সংসার ।
 প্ৰথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচাৰ ॥

ধর্ম তিরোক্তাব হৈলে প্রভু অবতরে ।
 ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অস্তরে ॥
 তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ।
 শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈল অধিষ্ঠান ॥
 জয় জয় ধ্যানি হৈল অনন্ত বদনে ।
 স্বপ্ন প্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী গুনে ॥
 মহাতেজমূর্তি হইলেন দুই জনে ।
 তথাপিহ দেখিতে না পারে অশ্রু জনে ॥
 অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া ।
 ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥
 অতি মহা বেদ গোপ্য এ সকল কথা ।
 ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্বথা ॥
 ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের গুণ স্তুতি ।
 যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণের রতিমতি ॥
 “জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার ।
 জয় জয় সংকীর্তন হেতু অবতার ॥
 জয় জয় বেদধর্ম সাধু বিশ্রামাল ।
 জয় জয় অভক্ত দমন মহাকাল ॥
 জয় জয় সর্ব-সত্যময় কলেবর ।
 জয় জয় ইচ্ছাময় মহা মহেশ্বর ॥
 যে তুমি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বাস ।
 সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিল প্রকাশ ॥
 তোমার যে ইচ্ছা কে বুঝিবে তার পাত্র ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥
 সকল সংসার ষাঁর ইচ্ছায় সংহারে ।
 সে কি কংস রাবণ বধিতে বাক্যে নাহে ?
 তথাপিহ দশরথ বসুদেব ঘরে ।
 অবতীর্ণ হইয়া বধিলা তা-সভারে ॥

জ্ঞাতেকে কে বুকে প্রভু তোমার কারণ ।
 আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥
 তোমার আজায় এক সেবকে তোমার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥
 তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতারি ।
 সর্ষধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥
 সর্ভাযুগে তুমি প্রভু শুভ বর্ন ধরি ।
 তপোধর্ম বুঝাও আমনে তপ করি ॥
 কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি ।
 ধর্ম স্থাপ ব্রহ্মচারীক্ৰমে অবতারি ॥
 ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ন ।
 হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম ॥
 শ্রব শ্রব হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া ।
 সভারে লগুয়াও যজ্ঞ যাজিক হইয়া ॥
 দিব্য মেঘ-শ্যাম বর্ন হইয়া ছাপরে ।
 পূজাধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥
 পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি ।
 পূজা কর মহারাজক্ৰমে অবতারি ॥
 কলিযুগে বিপ্রক্ৰমে ধরি পীতবর্ন ।
 বুঝাবারে বেদগোপ্য সংকীর্তন ধর্ম ॥
 কতেকুঁবা তোমার অনন্তুঁ অবতার ।
 কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ॥
 মৎস্যক্ৰমে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর ।
 কুর্মক্ৰমে তুমি সর্ষধীবের আধার ॥
 হয় শ্রীবক্ৰমে কর বেদের উদ্ধার ।
 আদিদৈত্য দুই মধুকৈটভ সংহার ॥
 শ্রীবরাহক্ৰমে কর পৃথিবী উদ্ধার ।
 নরসিংহক্ৰমে কর হিরণ্য বিদার ॥

বলি হল অপূর্ণ বামনরূপ হই ।
 পরশুরামরূপে কর নিঃকাজিয়া মহী ॥
 স্নানচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার ।
 হলধররূপে কর অনন্ত বিহার ॥
 বুদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করই প্রকাশ ।
 কক্ষীরূপে কর স্নেহগুণের বিনাশ ॥
 ধনুস্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান ।
 হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কর তত্ত্বজ্ঞান ॥
 শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি কর গান ।
 ব্যাসরূপে কর নিজ ভক্তের ব্যাখ্যান ॥
 সর্বলীলা সাবণ্য-বৈদ্যধী করি সঞ্জে ।
 রুম্বরূপে গোকুলে কিছর বহু রঞ্জে ॥
 এই অবতারে ভাগবতরূপ ধরি ।
 কীর্তন করিবা সর্বশক্তি পরচারি ॥
 সংকীর্তনে পূর্ণ হৈব সকল সংসার ।
 ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তি পরচার ॥
 কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ ।
 তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সব দাস ॥
 যে তোমার পাদপঞ্জে ধ্যান নিত্য করে ॥
 তা সত্তার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥
 পদতালে ধণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল ।
 দৃষ্টিমাত্রে সর্বদিগ হয় স্তূর্ণিস্তল ॥
 বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ননাশ ।
 হেন যশ হেন নৃত্য হেন তোর দাস ॥
 সে প্রভু আপনে তুমি সাক্ষাৎ হইয়া ।
 করিবা কীর্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
 এ মহিমা প্রভু বলিবারে কার শক্তি ।
 তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য শিখুভক্তি ॥

স্তুতি দিয়া যে স্তুতি রাখই গোপন করি ।
 আমি সব যে নিমিত্তে অভিনাষ করি ॥
 জগতেয়ে প্রভু তুমি দিবা হেন ধম ।
 তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥
 যে তোমার নামে প্রভু সর্বযজ্ঞ পূর্ণ ।
 সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥
 এই রূপ কর প্রভু হইয়া সদর ।
 যেন আমি সন্টার দেখিতে জাগ্য হয় ॥
 এত দিনে গঙ্গার পুরিল মনোরথ ।
 তুমি ক্রীড়া করিবে দেবীর অভিমত ॥
 যে তোমারে যোগেশ্বর সঙ্গে দেখে ধ্যানে ।
 সে তুমি বিদিত হৈয়া নবদ্বীপ গ্রামে ॥
 নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার ।
 শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥
 এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে ।
 গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥
 শচী গর্ভে বৈসে সর্বভূতনের বাস ।
 ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইলা প্রকাশ ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্মরণ ॥
 সেই পূর্ণিমার আসি মিলিয়া সকল ॥
 সংকীর্তন সহিত প্রভুর অবতার ।
 গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
 ঈশ্বরের কৰ্ম বুঝিবার শক্তি কায় ।
 চন্দ্র আচ্ছাদিল রাজ ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
 সর্ব-নবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ ।
 উচ্চিল সঙ্গসধনি শ্রীহরি কীর্তন ॥
 অনন্ত অর্কর সোক গঙ্গাস্নানে যায় ।
 হরীবোল হরীবোল বলি সন্তে ধায় ॥

ছেন হরিধনি হৈল সর্ব-নদীয়ার ।
 ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়। ধনি স্থান নাহি পায় ॥
 অপূর্ব গুনিয়া সব ভাগবতগণ ।
 সন্তে বলে “নিরন্তর হউক গ্রহণ ॥”
 সন্তে বলে আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস ।
 ছেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিল। প্রকাশ ॥
 গঙ্গাস্নানে চলিলেন সকল ভক্তগণ ।
 নিরবধি চতুর্দিকে হরিসংকীর্তন ॥
 কিবা শিশু বৃদ্ধ নারী সজ্জন দুর্জজন ।
 সন্তে হরি হরি বলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
 হরিবোল হরিবোল সবে এই গুনি ।
 সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধনি ॥
 চতুর্দিকে পুষ্পরুষ্টি করে দেবগণ ।
 জয় শব্দে দুন্দুভি বাজে অমুকুণ্ড ॥
 ছেনই সময়ে সর্ব-জগত-জীবন ।
 অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥

(১৫: ভা: আদি ২য় অ:)

শ্রীগৌরঙ্গের জন্মলীলা ।

১ম পদ (ভাটিয়ারি)

ফাক্তন-পূর্ণিমা তিথি স্নেহাগ সকলি ।
 জন্ম লভিবে গোরা পড়ে ছলাছলি ॥
 অম্বরে অমর সবে ডেল উনমুখ ।
 লভিবে জন্ম গোরা বাবে সব দুখ ॥
 শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে ।
 জয়ধনি স্পন্দকুল কুম্বম বরিষে ॥

জগ ভরি হরিশ্রনি উঠে ঘনে ঘন ।
 আবাল-বনিভা আদি নরনারীগণ ॥
 শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা ॥
 সেই কালে চন্দ্রে রাজু করিল গ্রহণ ।
 হরি হরি শ্রনি উঠে ভরিয়া ভুবন ॥
 দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ ।
 দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥

২য় পদ (তুড়ী বা করুণা)

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে ।
 জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে ॥
 ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফল্গুনী ।
 শুভক্ষণে জন্মিলা গোরা দ্বিজমনি ॥
 পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ ।
 দূরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥
 ছাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ-অবতার ।
 যশোদা-উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥
 শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে ।
 কলিযুগে জীব সব নিস্তার করিতে ॥
 বাম্বদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা ।
 গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা ॥

৩য় পদ (কল্যাণ)

নদীয়া-আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গশশী,
 ডাসিল সকলে কুতুহলে ।
 লাজেতে গগনশশী, মাখিল বদনে ঘনী,
 কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥

বামাগল উচ্চস্বরে, জয় জয় ধনি করে,
ঘরে ঘরে বাজে যণ্টা শাঁক ।

দামাদা দগড় কাঁদি, মানাই ভেঁ উর বাঁশী,
তুঁী ভেরী আর জয়ঢাক ॥

মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন,
শচীর স্নেহের সীমা নাই ।

দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসব-তুখ,
অনিমিষে পুত্র-মুখ চাই ॥

গ্রহণের অঙ্ককারে, কেহ না চিনয়ে কাবে,
দেব নরে হৈল মিশামিশি ।

নন্দীরা-নাগরী সজে, দেব-নারী আসে রজে,
হেরিছে পৌরস্বয়ং কপরাশি ॥

পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহাপ্রার্থী,
করে দান দরিদ্র সকলে ।

তুবন অনিন্দময়, গৌর-বিধুর উদয়,
বাসু কহে জীব ভাগ্য-ফলে ॥

৪র্থ পদ (বিতাল বা তুড়ী)

হের দেখসিয়া, নয়ন ভরিয়া, কি আর পুছসি আনে ।

নদীয়া নগরে, শচীর উদরে, চাঁদের উদয় দিনে ॥

কিয়ে লাখবাণ, কবিত্ত কাঞ্চন, কপের নিছনি গোরা ।

শচীর উদর-জলদে নিকষিল, থের বিজুরী পাৱা ॥

কত বিধুর, বদন উজোর, নিশি দিশি সম শোভে ।

ময়ান জমর, অতি-সরোরুহে ধায় মকরন্দ লোভে ॥

অাজানুল্লসিত, ভুজ সুবলিত, নাতি হেম-সরোবর ।

কটি করি-অরি, উরু হেম-গরি, এ লোচন-মনোহর ॥

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ সংক্ষিপ্ত চরিত রচয়িতা ।

৫৭

দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময় ।

ভক্ত-হংস চক্রবাকে, পিব পিব বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হও ।

লীলা-রস-সংকীৰ্তন, বিকসিত পদ্মবন,
জগত ভরিল বার বাসে ।

হুটিল কুমুদ-বন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ।

প্রেমবিলাস গ্রন্থের ষাট্টিং বিলাসে শ্রীশ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীমাধব মিশ্র,
শ্রীবাগ্‌দেব দত্ত ও সুকুম্‌ দত্তের পরিচয় বখ।—

চট্টগ্রামের চক্রশালা গ্রামের জমিদার ।

অতি ধনবান্ হয় অতি শুদ্ধাচার ।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হয় কুলাংশে উত্তম ।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি হয় তার নাম ।

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয় ।

বাহে সদা বিষয়ীর ব্যবহার করয় ।

তাঁর প্রিয়-সখা শ্রীমাধব মিশ্র হয় ।

চট্টগ্রামে বেলেটা গ্রাম তাহার আশয় ।

অতি শুদ্ধাচার ইহঁা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ।

পরিম পণ্ডিত ইহঁে কুলাংশে উত্তম ।

নবদ্বীপে আসি তিহঁে করিলা আশয় ।

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এই মহাশয় ।

মাধবের পত্নী রত্নাবতী কৃষ্ণভক্তা ।

শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তনে সদা হয় অনুরক্তা ।

মাধবের এক পুত্র চট্টগ্রামে হয় ।

জগন্নাথ আর বাণীনাথ তাঁর নাম রাখয় ।

মাধবের ছোট পুত্র নদীয়া মাঝারে ।

বৈশাখের কুহুদিনে জন্ম লাভ করে ।

শ্রীশ্রীগৌরগণ সংক্ষিপ্ত চরিত্ত বর্ণনাবলী ।

রাখিলা তাঁহার নাম শ্রীল গদাধর ।
 তাঁর জ্যেষ্ঠ জগন্নাথচার্য্য বিজ্ঞবর ।
 নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি ।
 তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহানতি ।
 চট্টগ্রাম দেশ চক্রশালা গ্রাম হয় ।
 সস্ত্রান্ত দত্ত অযুষ্ঠ বসতি করয় ।
 সেই বংশে জনমিল; দুই ভাগবত ।
 শ্রীমুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥

ঐ গ্রন্থের চতুর্বিংশ বিলাসে শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র ও ভরতপুর সখ্যে একরূপ
 বর্ণিত আছে যে,—

“গৌরচন্দ্রের প্রিয়পাত্র পণ্ডিত গদাধর ।
 তাঁর ভাই জগন্নাথচার্য্য বিজ্ঞবর ।
 নদীয়ায় জগন্নাথ করিলা বসতি ।
 তাঁর পুত্র নয়নানন্দ মিশ্র মহানতি ।
 ভ্রাতৃপুত্র বলি তারে পুত্র-স্নেহ করে ।
 গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা দিলা নদীয়া নগরে ॥
 নিজ সেবা গোপীনাথ তাহারে অর্পিলা ।
 নয়নানন্দ মিশ্র গোসাঞি হরষিত হৈলা ॥
 পণ্ডিত গোসাঞির তিরোভাব হইবার পরে ।
 নয়ন মিশ্র গেলা রাঢ় দেশ ভরতপুরে ॥”

(প্রে: বি: ২৪ বি:)

শ্রীনবদ্বীপের চাৰ্ণাশাটী গ্রামে বিপ্রবাগীনাথের সেবিত শ্রীশ্রীনিতাই গৌর
 বিগ্রহনয় বিরাজিত আছেন, চাৰ্ণাশাটীতে যে বিপ্রবাগীনাথের গৃহ ছিল, এ সখ্যে
 শ্রীজগন্নাথচন্দ্রের স্বাক্ষরের দ্বারা তথ্যে চাৰ্ণাশাটী বর্ণন প্রসঙ্গে একরূপ আছে যে,—

“এই দেখ বিপ্রবাগীনাথের আলয় ।
 যেহাঁ গৌরচন্দ্রের অতি প্রিয় প্রেমময় ॥”

জ্যৈষ্ঠী অমাবস্তাতে

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোধান সম্বন্ধীয় শোচক

আমারে করুণাবান, অনাথ জনার প্রাণ,
গদাধর পণ্ডিত গৌসাগ্রিণ্ড ।

জগতের চিতচোরা, গোকুল-নাগর গোরা,
বাঁর রসে উল্লাস সদাই ।

বাঁর মুখ নিরখিয়া, তুমে পড়ে মুরছিয়া,
তিলেক ধৈরষ নাহি মানে ।

জলকেলি পাশা সারি, কলুখেলা আদি করি,
কীৰ্ত্তনে নৰ্ত্তনে বাঁর সনে ।

গদাধর প্রভু-শুণে, দিবা নিশি নাহি জানে,
স্বপ্নের সাগরে স্নদা ভাসে ।

প্রভুর মনেতে বাছা, সময় বুঝিয়া তাহা,
যোগায়েন রহি প্রভু পাশে ।

এক দিন চচীশাতা, তাহুল অর্পণে তথা,
দেখি গদাধরর প্রতাপ ।

ধরিয়া গদাইর হাতে, কহয়ে নিমাত্রির সাথে,
সভত রহিবে মোর বাপ ।

শ্রীগোরাঙ্ক যায়'বথা, গদাধর চলে তথা,
তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্ক ।

শ্রীবাস অধৈত মনে, কত সুর স্রুণে স্রুণে,
দেখি গোরা গদাধর রঙ্ক ।

গদাই গোরাঙ্ক-অঙ্কে, চন্দন লেপিয়া স্রুঙ্কে,
মালতীর মালা দিয়া গলে ।

না জানি কি করে ছিয়া, প্রাণনাথে নিরখিয়া,
ভাসে ছুটি নয়নের জলে ।

প্রভুর শরন-ঘরে, শর্য্যার রচহু কবে,

শয়ন করিলে গৌরা রয়ি ।
 গদাই সমীপে শুইয়া, পূর্বকথা শুধা দিয়া,
 কত ভাব উৎসাহ হিয়ার ॥
 গৌরাক্ষ গোকুলশশী, এ হেন আনন্দে ভাসি,
 নবদ্বীপে করিয়া বিহার ।
 জানাইয়া গদাধরে, পুরুষ প্রেমের ভরে,
 করিল সম্যাস অঙ্গীকার ।
 শ্রীকেশের অদর্শনে, বে হৈল গদাইর মনে,
 তাহা কে কহিবে এক মুখে ।
 নীলাচলে প্রভু মহ, গিরা গোপীনাথ,
 গৃহ, বাস নিয়মিত সেবা শুখে ।
 তথা প্রভু মহাশুখে, পণ্ডিত গৌসাজিওকমুখে,
 শুনেন শ্রীভাগবত কথা ।
 সে কথা অমৃত পানে, ধারা বহে ছু নরনে,
 কিথা সে অদ্ভুত প্রেমগাথা ।
 প্রভু নীলাচলে হৈতে, শ্রীগৌড়মণ্ডল পথে,
 গমন করিতে বৃন্দাবনে ।
 গদাইর নির্বাক বাহা, সেই কণে ছারি তাহা,
 চলে নিজ প্রাণনাথ সনে ।
 গৌর-গদাধর দৌছে, সে সময়ে বাহা কহে,
 তাহা, শুনি কে বা ধৈর্য ধরে ।
 কত না শপথ দিয়া, গদাধরে ফিরাইয়া,
 চলে প্রভু কাতর অন্তরে ।
 গদাই গৌরাক্ষ বলি, কান্দে ছুই বাহু তুলি,
 ভূমে পড়ে মুচ্ছিত হইয়া ।
 স্বর্কভৌম আদি বত, গদাধরে কহি কত,
 যত্নে চলে নীলাচলে লৈয়ো ॥

শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ গদ্যকিত্ত চরিত বহুবলী ।

গদ্যাইর ব্যাকুল প্রাণ, নাহি তার ভোজন পান,
বহে বাসি নরনবুগলে ।

কে বুকে এ প্রেমধারা, কতক দিবসে গোরা,
আসিয়া মিলিয়া নীলাচলে ।

পরাণনাথেরে পাঞা, গদ্যাইর আনন্দ,
ছিন্না বিচ্ছেদ বেদন গেল দুরে ।

আহা দার দরি ভাই, ভুবনে উপমা নাই,
গদ্যাইর গুণে কে না করে ।

প্রভু নিভ্যানন্দ ভালে, যঁর লাগি নীলাচলে,
আনিল্য ভণ্ডুল গৌড় হৈতে ।

গদ্যধর পাক কৈল, ভোজনে বে স্মৃৎহৈল,
ভাষার ভুলনা নাহি দিতে ।

নিভ্যানন্দ বিমুখেরে, গদ্য ইন্দেধিতে নারে,
সে না দেখে গদ্যাই বিমুখে ।

কহে দাস নরহরি, গাও গাও মুখ ভরি,
হেন গদ্যাইর গুণ অখে ।

দয়ার ঠাকুর মোর পণ্ডিত গোসাত্ৰিঃ ।

তোমার চরণ বিনা মোর আর কিছু নাই ।

গৌরাক্ষের সঙ্কে রঙ্কে অবতার করি ।

নিজ নাম প্রকাশিয়া জগৎ নিস্তার ।

কলিযুগের জীব যন্ত মলিন দেখিয়া ।

নিজ রাখানাম দিলা জগৎ ভারতা ।

সেই রাখা গদ্যধর গৌরাক্ষের কোলে ।

সেই কৃষ্ণ চৈতন্য সর্বশাস্ত্রে বলে ।

রাধা রাখা বলি গৌরাক্ষ পণ্ডিতেরে ডাকে ।

সেই এই বুদ্ধাবনে সখী লাখে লাখে ।

পণ্ডিত গোস্বামিপ্রিয় প্রেমে ভাসিল মংগারে ।
 বৃন্দাবনে তিন ঠাকুর নমস্করণ তাঁরে ।
 তিন দেবক দিরা পণ্ডিত তিন ঠাকুরে সেবে ।
 পণ্ডিত গোস্বামিপ্রিয় ক্রুপা মেয়ে হবে ।
 পণ্ডিত গোস্বামিপ্রিয় আশার জগতের প্রাণ ।
 মরনানন্দে মনে নাহি জানে আন ।

হার এ কি বৈল !!

গৌরাজের সহচর, শ্রীবাগদি গদাধর,
 নরহরি মুকুন্দ মুগারি ।
 শ্রীব্রজপ দামোদর, হরিদাস বক্রেশ্বর,
 এ সব প্রেমের অধিকারী ।
 করিলা যে সব লীলা, গুনিতে গলরে শিলা,
 তাহা মুক্তি না পাইনু দেখিতে ।
 তখন নছিল অঙ্গ, বুকিহু সে না মর্শ্ব,
 এ না শেল রহি গেল চিতে ।
 প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টভুগ,
 ভূগর্ত শ্রীজীব লোকনাথ ।
 এ সকল প্রভু মেলি, কৈল যে মধুর কেলি,
 বৃন্দাবনে তুঙ্গগণ সখ ।
 সবে হৈল অদর্শন, শূভ ভেল জিভুবন;
 আঁখল হইল এ না আঁখি ।
 কাহারে কহিব হুখ, না দেখাও হার মুখ,
 আছি যেন মরা শুক পাখী ।
 আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, আছিহু বাঁহার পাশ,
 কথা গুনি জুড়াইত প্রাণ ।
 হেঁহ মোর ছারি গেল, রামাজ্ঞ না আইল,

চুঃখে জীন্ত করে আনুহাস্ ॥

বে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা,

এ ছার জীবনে নাহি আশ ।

অম জল বিষ খাট, মরিয়া নাহিক যাই,

ধিক ধিক মরোত্তম দাস ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ দেব ।

উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেশ্বর নামক গ্রামে ললোাপৎশীঘ্রী শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল বাস করিতেন। তাঁহার জীব নাম ছিল চুখিকা। তাঁহাদের পুত্ররূপে চুঃখী কৃষ্ণদাস ১৪০৮ শকাব্দার চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীহরচৈতন্ত ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। শ্রীমদাবনে নিকুঞ্জবনের মর্জ্জনাদি কাৰ্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার কালে চুঃখী কৃষ্ণদাসের নাম "শ্রীশ্যামানন্দ" হইয়াছিল। তিনি বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীমদেবমণ দাস ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীমদাবনবাসী গোবামিগণের অল্পযতি লাভ করিয়া, ভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত নৌভ্রমণে আগমন করেন এবং সমস্ত উৎকল বেশ ভজিবজ্ঞার প্রাণিত করিয়া দেশবাসিগণকে শ্রীহরিভক্তিরূপে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এইরূপে উৎকল দেশে ভক্তি প্রচার করিতে করিতে শ্রীশ্যামানন্দ দেব ১৫৫২ শকাব্দার আষাঢ়ী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে নৃসিংহপুর গ্রামে শ্রীসংকীৰ্ত্তনমধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। (দেবশ্যামানন্দ পূর্ণিমা শেবে। কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথি আষাঢ় প্রবেশে। হেনই সময়ে প্রভু হৈল অন্তর্ধান। (বঃ ঘঃ) ইতি) মদুরভজের সমাধার পরগণার কানপুর গ্রামে শ্যামানন্দ দেবের সমাধিস্থান দৃষ্টিগোচরে। শ্রীশ্যামানন্দ দেব সবন্ধে যে কয়েকটা গান পাওয়া গেল, তাহা এই—

স্বহই

জর শ্রীম চুঃখী, কৃষ্ণদাস-পুত্র, কহিতে শক্তি কার ।

ছন্দর-চৈতন্ত-পদাবুজ্ঞে সদা, চিত্ত মধুকর ব্যার ॥

বৃন্দাবনে বন নিকুঞ্জে রাইর, চুপূর পাইল যোঁ ।

শ্যামানন্দ নাম, বিদিত ভথায়, চরিত বুঝিবে কে ।

মহামুচ্যতি, উৎকলেতে যার, না ছিল ভাণ্ডি-লেশ ।
 গৌরাজ্জ বিধুর বিরহ গৌরাজ্জ বিধুর বিরহ অনলে ॥
 ভাপিত উৎকল দেশ গৌর-প্রেমরস অমৃত সিঞ্চনে
 নাশিল সবার ক্লেশ
 গৌর প্রেমরসে, ভাসাইল সস, সফল করিল দেশ ॥
 পররূপে দুঃখী, শ্যামা নন্দ মোর, রমিকানন্দের প্রভু ।
 কি কব করুণা, যৈঃহা নরহরি, দীনে না ছাড়েন কভু ॥

বেশাবলী

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ ।
 অমিরত পৌর-প্রেমরসে নিমগন, বস কত তনু,
 নব পুলক আনন্দ ॥ ক্র ॥
 শ্যামর গৌর, চরিতয়ে বিলপত,
 বদন সুমাধুরী হয়য়ে পলাণ ।
 নিরুপম পঁছ পরিকর-গুণ শুনইতে,
 বর বর বরই সুকমল নয়ান ॥
 উমড়ই হিয়া, অনিবার চুয়ত ঘন,
 শ্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর ।
 অপরূপ নৃত্য, মধুবতর কীর্তন,
 তুলসীমাল উড়ে, চঞ্চল খোর ॥
 সুমধুর গীত, ধুনত অনুমোদনে,
 ভুজ্জভঙ্গিম করু তরুণ ললাম ।
 পদতলে তাল, ধরত কত ভাতিক,
 মরি মরি নিছনি দশ ঘনশ্রম ॥

আবাটী কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে

শ্রীশ্যামানন্দ দেবের শৌচক ।

ওমোর পরাণ-বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিদ্ধু,

মদাই নিহ্নপ গোরা গুণে ।

গৃহ পরিহরি দুরে, আনন্দে অক্ষিপাপুরে,

আইলেন প্রভুর ভবনে ॥

হৃদয়চৈতন্য দেখি, আনন্দের করয়ে আঁখি,

ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া ।

শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্মসমর্পণ,

একচিত্তে রহে দাঁড়াইয়া ।

দেখি শ্যামানন্দ রীতি, ঠাকুর করিয়া প্রীতি,

নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল ।

করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি-রীতি,

নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল ॥

কতক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,

শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইল ।

প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,

৬ বাত্রাকালে আজ্ঞা-মালা দিল ।

শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,

সোণরিয়া প্রভুর স্তম্ভগণ ।

একাধী কতক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাধনে,

বহু তাঁর্থ করিয়া ভ্রমণ ।

দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মনিয়ে ধন্য,

আনন্দে ধবিত্তে নারে পেহা ।

সিদ্ধ হৈয় নেত্র-জলে, লোটার ধরণীভঙ্গে,

বিপুল পুলকময় দেহা ।

গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈলা যা আছিল মনে,

শ্রীরাধাকৃষ্ণের তটে আসি ।

কে যোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া ।
 কার সঙ্কে দেশে দেশে বুলিব জন্মিতা ।
 কার সঙ্কে করিব আর তীর্থ পর্যটন ।
 কে যোরে লইয়া যাবে শ্রীমুকাম্বন ।
 আর কি দেখিব সেই চরণ চুখানি ।
 এত বলি রসিকানন্দ জুটার ধরণী ।
 মুসিকের অনুরাগ শুনি পাবান বিলস ।
 যার অনুরাগের কথা কহা নাহি যায় ।
 যোরে দয়া কর প্রভু স্তামানন্দ রায় ।
 দয়ার ঠাকুর তুমি ভুবনেতে পায় ।

শ্রীরসিকানন্দ দেব

উড়িষ্যা'র সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ "রথী নগরের" অধিপতি "শিষ্টকরণ-বংশীর" রাজা অচ্যুতানন্দ দেবের পুত্ররূপে ও ভবানী ঠাকুরাণীর গর্ভে ১৪৮৫ শকাব্দার কার্তিক শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শ্রীরসিকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীশ্রীস্তামানন্দ দেবের অতি প্রিয় ও প্রাণম শিষ্য ছিলেন : শ্রীরসিকানন্দ অত্যন্ত অদ্বৈত প্রতিভাশালী ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচার কার্যের পরিচালক ছিলেন। শ্রীস্তামানন্দের অচ্যুতানন্দ অচ্যুতানন্দ ইনি উৎকলবাসী জনসাধারণকে কৃষ্ণপ্রসঙ্গে উদ্বৃত্ত করিয়া ভক্তির প্রাধান্য স্থাপন করেন। বহু-লক্ষ্যক মুসলমান রসিকানন্দের গুণে শিষ্ট হইয়া বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করিলে, দিল্লীর বাবশাহের প্রতি-পি, যোগলক্ষ্মীর সুবাসীর অহমদ শা বা অহমদী বেগ রসিকানন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সময় ঐ অঞ্চলে এতদী বক্ত হস্তী বিশেষ উৎসব করিতেছিল। সুবাসীর ইচ্ছা অহমদের সঙ্গীত লোক সেই ভয়ংকর স্থানের উপর দিয়া রসিকানন্দকে লইয়া আসিতেছিল। দৈবক্রমে ঐ বক্ত হস্তী সেই স্থান দিয়া আসিতে আসিতে, ঘেই রাজ রসিকের দর্শন পাইল,

শ্রীশ্রীমৌর্যমণ্ডল সংকলিত চরিত বঙ্গাবলী ।

প্রবল প্রভাপ, পুণ্য পরমাকৃত,
ভক্তি প্রকাশক, সুবদ সুধীর ।
উগমগ প্রেম, হেম মন উজ্জ্বল,
ফলকত অতিশয় সুবদ শরীর ।
শ্রীশ্রীমানন্দ, চরণ চিত্ত চিস্তন,
অমুগুন সঙ্কীর্তন রস পান ।
যাকর সরবস, গৌরচন্দ্র বিশ
কি হব হপনে, না জানয়ে জান ॥
অপরূপ কীর্তি, লসত ত্রিজগত মণি,
কবির কব্যা, বিদিত অমুপাম ।
নিপট উদার, চরিত চাকু নছু,
সমুখি না, শকতি পতিত, ঘনশ্যাম ॥
ধরিব কেমনে প্রাণ ধরিব কেমনে ।
দিবসে অধার হৈল শ্রীমুরারি যিনে ॥
ছরি গুরু বৈষ্ণব সেবায় হৈল বাদ ।
আর কি রসিকানন্দ পুরাইবে মাধ ॥
একে সে রসিকানন্দ রমের তরঙ্গ ।
বদিল রসিকানন্দ কীর চোরা মঙ্গ ।
কান্দিতে কান্দিতে হিয়া বিদরে ছতাশে ।
দশ দিক শূন্য হৈল শ্যামপ্রিয়া ভাষে ।

(এঃ জ্ঞানেন্দ্র শ্রীশ্রীরসিকানন্দের পত্নী)

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী

শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী নবজন্ম প্ৰথম-বিলাস প্ৰবেশ অঘোৰিংগ বিলাসে প্ৰৱৰ্ত্তন
বৰ্ণিত আছে যে,—

দাক্ষিণাত্য তৈদিক শ্ৰী ব্ৰাহ্মণ ।

যজুৰ্কাণ্ডী তঃস্বাজ গোজ্জোক্তব হন ।

যুক্ৰন্দেবেৰ পুত্ৰ -নাম শ্ৰীকুমার ।

গঙ্গাতীৰে নৈহাটীতে ছিল বাটী বাৰ ।

মৰুণেৰ ভৱে কুমার নৈহাটী ছাড়িলা ।

কিছু দিন বজ্ৰে চন্দ্ৰবীৰে বাস কৈলা ।

তাঁৰ পুত্ৰ মধ্যে তিন পণ্ডিত প্ৰধান ।

সনাতন ৰূপ অক্ষি শ্ৰী স্তম্ভ নাম ।

যবনব্ৰাহ্মণেৰ শ্ৰিত্ৰ মাত্ৰ তাঁরা হৈল ।

স্বামকেলি গ্ৰামে আসি বসতি কৰিল ॥

সনাতনেৰ ছিল পূৰ্বে হৰিৰাম নাম ।

সাকৰ মল্লিক শ্ৰীকপেৰ পূৰ্ণ নাম ।

২৪ত্বেৰ অক্ষ নাম হয় অহুপম ।

তাঁৰ পুত্ৰ জীব গোস্বামীও পণ্ডিত মহোত্তম ॥

স্বামকেলি গ্ৰামে যবে চৈতন্ত আইল ।

সনাতন ৰূপ স্বাম প্ৰকাশ পাইল ।

ইহা ব'ৰা যুতিত প'ৰা যায়, শ্রীশ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীকপ গোস্বামীৰ প্ৰতিভামহ
যুক্ৰন্দেব স্বীয় অস্থান দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে বাল্যলয় আসিয়া গঙ্গাতীৰে
টৈ হামি (স্বামটপুৰেৰ সম্ৰটগাটী স্থানগিণেশ) নামক প্ৰসিদ্ধ স্থানে বাস
করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য তৈদিক ছিলেন। ইংহাৰই 'পুত্ৰ কুমারদেব' বাকলা
বীৰে বাস করেন, ইংহাৰ পুত্ৰেৰ নাম শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামী। সনাতন ১৪০৪
শকাব্দৰ বাকলাচন্দ্ৰবীৰে জন্ম পৰিগ্ৰহ করেন। শ্রীশ্রীসনাতন গৌড়ৰাজ হসেন
শাহৰ প্ৰধান মন্ত্ৰী ছিলেন। শ্রীশ্রীসনাতনৰ জন্ম নৰ্বকতৰ পৰ বিষ্ণুকাৰ্ণে
বীতন্ত্ৰ হইয়া শ্রীশ্রীকপ ও অহুপম গোপনে গোপনে শ্রীশ্রীসনাতন-পথে গমন কৰিলে
পৰ, সনাতন স্বামকাৰ্য্য নিৰ্বাহে অনিচ্ছা প্ৰকাশ করেন। তাহাতে গৌড়েশ্বৰ

উঁহার মনের গতি পরিবর্তন করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও বিফল-
মনোরথ হইয়া, বাহাতে তিনি পলায়ন করিতে না পারেন, সেই অভিপ্রায়ে প্রিয়
মন্ত্রী সনাতনকে কোন বিশেষ স্থানে বন্দিরূপে বন্ধা করেন। শ্রীসনাতনের
“দবিরখান” নামে রাজদত্ত উপাধি ছিল। যখন ছলেন শাহ যুদ্ধোপলক্ষে
উৎকল দেশে গমন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে শ্রীসনাতন কারাখান্দ সেখ
হনুকে সপ্ত সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া, রাজ্যে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, শ্রীবৃন্দাবন
অভিমুখে আকুল-প্রাণে ধাবিত হইয়াছিলেন। পথক্রমে তিনি শ্রীশ্রীবার পদী
পূর্বীতে শ্রীমদ্ভাগবতের দর্শন লাভ করিয়া, এই স্থানে দুই মাস-পরিমিত সময়
অবস্থান করেন এবং শ্রীশ্রীগৌরগণস্বন্দরের নিকটে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যাবতীয়
উপদেশ লাভ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনে পমন করেন। মহাপ্রমুখ আজ্ঞারূপে তিনি
শ্রীভ্রমরগুণের লুপ্ত তীর্থদার এবং ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহু বহু গ্রন্থ রচনা
করেন। শ্রীসনাতন, শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের নিমিত্ত উৎকল-চিত্ত হইয়া শ্রীভ্রমরগুণে
ভ্রমণ করিতে করিতে একদা অত্যন্ত ব্যাকুল প্রাণে শ্রীমদ শবের উত্তর দ্বাগবর্তী
পাবন সরোবর-তীরে নাগফেনীর জঙ্গলে তিন দিবস-পরিমিত সময় অনশনে
পড়িয়া থাকিলে, ভক্তাধীন শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশে এক গোপশিশুরূপে হৃদয় সন্মর্শন
করেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ নিজ প্রিয় সনাতনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া
শ্রীমধুরার চোবে ব্রাহ্মণীয় নিকট হইতে শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য তীর্থে
আগমন করেন। সনাতনের প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদনমোহন জীউ
স্বয়ং আপনার ভোগরাগের ও মন্দির নির্মাণের ব্যবস্থা, পঞ্জাবের অমৃতসহরের
কোন ভাগ্যবান ভক্তদ্বারা সুসম্পাদন করাইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিলে
আহ্লাদে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীসনাতন বৃদ্ধ বয়সে শ্রীশ্রীগিরি-
গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীমদনমোহন
ছদ্মবেশী ব্রহ্মবালকের রূপে, প্রিয় সনাতনের প্রমোদনোদনের অস্ত, স্বীয়
উত্তরীয় বসন দ্বারা ব্যঞ্জন করিয়া, শ্রীগোবর্দ্ধনগিরি হইতে শ্রীশ্রীচরণ চিহ্ন-
সমলঙ্কৃত শ্রীশিলাখণ্ড সনাতনের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই শ্রীশিলাখণ্ড
প্রত্যহ পরিক্রমা করিবার অমৃত দান করিয়া উঁহার (সনাতনের) সম্মুখে
চকিতের ছায় ঐ ছদ্মবেশী বালক অস্তর্ধান হইয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব
(শ্রীগোবর্দ্ধনের) চাকলেখন নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ও শ্রীবৃন্দাবনে বনওড়ী নামক
স্থানে দুই বার শ্রীসনাতনকে বিশেষ অতুগ্রহ করিয়াছিলেন। দিল্লীখর আকবর
শাহ, শ্রীসনাতন গোস্বামীর গুণে আকৃষ্ট হইয়া, দিল্লী হইতে ক্রমে দুই তিনবার
শ্রীবৃন্দাবন আসিয়াছিলেন। শ্রীভ্রজবাসিগণ গোসাক্রি শ্রীসনাতনকে পয়ম

শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তিনি ১৪৮৬ শকাব্দায় আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণাবনে তিরোহিত হইয়াছিলেন। ব্রজবাসিগণ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, ঐ তিথিতে বিশেষ অ'ড়স্বরে গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা করিয়া থাকেন এবং সেই হইতেই আষাঢ়ী পূর্ণিমা'র নাম ব্রজবাসিগণ "মুচ্চিচী পূর্ণিমা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণাবনে ষাটশ আদিত্যটালার নিকটে শ্রীশ্রীসনাতন গোবামীর সমাধিমন্দির বর্তমান রহিয়াছে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা উপলক্ষে

শ্রীশ্রীসনাতন গোবামীর শোচক ।

রূপের বৈরাগ্য-কালে, সনাতন বন্দীশালে,
 বিবাদ ভাবয়ে মনে মনে ।
 রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি,
 মো অধমে না কৈলা স্মরণে ॥
 মোর কর্ম দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ৈ গলে বাঁধে,
 রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি ।
 আপনি করুণা-পাশে, দূঢ় করি ধরি কেশে,
 চরণ নিকটে লেহ তুলি ॥
 পশ্চাতে অগাধ জল, ছুই পাশ্বে দাবানল,
 সম্মুখে পাতিস ব্যাধ বাণ ।
 কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিবম পাকে,
 এইবার কর পরিত্রাণ ॥
 জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেব অজামিলে,
 অনায়াসে করিলা উদ্ধার ।
 এ দুঃখ-সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করয়ে মোরে,
 ভোমা বিনা না হৈ হেন আর ।
 হেম কালে একজনে, অলখিতে সনাতনে,
 পত্র দিল রূপের লিখন ।
 এ রাখাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
 পত্র পড়ি করিলা গোপন ॥

শ্রীকৃপের বড় ভাই, সনাতন গৌসাত্তি,
পাংশায় উজীর হৈয়াছিল।

শ্রীরূপের পত্নী পাঞা, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাক্ষে ভেটলা ।

ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাখে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে ।

গলে ছিন্ন কস্থা করি, দস্তে ভৃগুশুষ্ক ধরি,
পড়িলা গৌরাক্ষ-পদতলে ।

দঃবেশ রূপ দেখি, প্রভুর সজল অঁাখি,
বাহু পসারিয়া আসে ধাইয়া ।

সনাতন করি কোলে, কাতরে গৌসাত্তি বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগয়া ॥

অস্পৃশ্য পামর দীন, ছুরাচার মতি-হীন,
নীচ লক্ষে নীচ ব্যবহার ।

এ হেল পাখর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহি তোমা স্পার্শবার ॥

ভোট কয়ল দেখি গার, প্রভু পুনঃ পুনঃ চার,
লজ্জিত হইলা সনাতন ।

গৌড়ীরারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এফ কস্থা লৈয়া,
প্রভু স্থানে পুনঃ আগমন ॥

গৌরাক্ষ করুণা করি, রাখা-কৃষ্ণ-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে ।

প্রভু কহে রূপ সমে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিল গমনে ।

কভু কাঁদে কভু হাসে, কভু প্রেমমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস ।

ছেঁড়া কাঁথা মুড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাঁপ,
পরিধান ছেঁড়া বহির্কাস ॥

গিয়া গৌসাত্রেণ সনাতন, প্রবেশিল বৃন্দাবন,
 রূপ সজে হইল মিলন ।
 স্বপ্ন অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদ ধরে,
 কহে রূপ গদগদ বচন ।
 গৌরাক্ষের বসত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
 হা নাথ হা বলি ডাকে ।
 ব্রজপুরে ধরে ধরে, মাধুকরি ভিক্ষা করে,
 এইরূপে কত দিন থাকে ।
 তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
 ফল মূল করয়ে ডক্ষণ ।
 ঐশ্বরে আর্তানাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কীদে,
 এইরূপে থাকে কতদিন ।
 গৌর-পদপ্রান্তে মন, ছাপান্ন দণ্ড ভাবন,
 চারি দণ্ড নিজা বৃন্দভলে ।
 স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে,
 অবসর নাহি এক তিলে ।
 কখন বনের শাক, অলবণে পরিপাক,
 মুখে মেন ছুই এক গ্রাস ।
 ছাড়ি ভোগ বিদ্যান, তরুভলে কৈলা বাস,
 এক ছুই দিন উপবাস ।
 সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে পায়, খুলায় খুলর কায়,
 বটকে বাধরে কড় পাশ ।
 এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অস্তিলাষ,
 কবে হব তাঁর দাসের দাস ।

শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে

শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শোচক

আরে নোর প্রেমালয়, পরম করুণায়,
 শ্রীগোপাল ভট্ট যে আশার ।
 সকল সদগুণ-ধন, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
 শ্রীবেঙ্কট ভট্টের কুমার ॥
 গৌরাক্ষের প্রিয় অতি, অদ্বৈত ভজন-রীতি,
 জগতে বিদিত কীৰ্ত্তি যার ।
 অল্প কালে মহা ভক্ত, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
 সদা কৃষ্ণ রসে মতি যার ॥
 দক্ষিণ ভ্রমণ ছলে, প্রভু চারি মাস কালে,
 ত্রিমল্ল বেঙ্কট গৃহে স্থিতি ।
 তথানিঙ্গ নাথে পাঞা, পবন আনন্দ হৈয়া,
 পিতার আচ্ছন্ন সেবে নিতি ॥
 শচীসুত গৌরহরি, পরম করুণা করি,
 প্রিয় ভক্ত গোপালের তরে ।
 প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
 ভাসাইলা আনন্দ-সাগরে ॥
 পুনঃ প্রভু পৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি,
 কহে কিছু মধুর বচন ।
 তুয়া প্রেমধীন আমি, শীঘ্র করি বাবে তুমি,
 তাহা পাবে রূপ সনাতন ॥
 শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইল জানি,
 হিলেক মৈরজ নাহি বাঞ্ছা ।
 মুখে নাহি সরে কথা, সদাই অহুরে ব্যথা,
 শ্রীরাঙ্গা চরণে পড়ি কান্দে ॥

প্রভুঃ প্রভু গৌর হরি,
 শ্রী তটে কোলে করি,
 সিঞ্চিলেন নয়নের জলে ।
 কতদ্রুপে প্রবেধিয়া,
 ভট্ট মুখ পানে চাইয়া,
 কীতর অন্তরে প্রভু বোলে ॥
 শ্রীবেঙ্কট ত্রিমুর্তিরে,
 আশ্বাসিয়া বারে বাধে,
 দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা ।
 হেথা কত দিন পরে,
 গৃহ স্থখ ত্যাগ করে,
 শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা ॥
 প্রভু আসি পুরুষোত্তমে,
 যবে গেলা বৃন্দাবনে,
 তথা হইতে আসিবার কালে ।
 পথে রূপ সনাতনে,
 শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
 তবে প্রভু গেলা নীলাচলে ॥
 রূপ আর সনাতন,
 যবে আইল বৃন্দাবনে,
 ভট্ট গোপালিঞ মিলিল সভায় ।
 প্রভু প্রিয় লোকনাথ,
 মিলিয়া লবার লাপ,
 যবে মিলি গৌরপ্তা গায় ॥
 নীলাচলে শ্রীমৌরাজ,
 বিহরে ভকত-সঙ্গ,
 গুনিয়া শ্রী ভট্ট ব্রজে গেলা ।
 মহাপ্রভু প্রেমভরে,
 শ্রীগোপাল ভট্টেবে,
 ডোর বহির্কাস পাঠাইলা ॥
 লবা সহ সনাতন,
 ডোর বহির্কাস ধন,
 পাইয়া আনন্দ উখিল ।
 কেহ নাচে কেহ গায়,
 কেহ প্রেমে গড়ি যায়,
 চারি দিকে ক্রন্দন উঠিল ।
 কতকণ্ঠে স্থির হৈয়া,
 ডোর বহির্কাস লৈয়া,
 সমর্পিয়া গোপাল ভট্টেবে ।
 ডোর বহির্কাস ধন,
 পাইয়া আনন্দধন,
 নিয়ম করিয়া সেবা বধে ॥

পদতল রাতুল, পঙ্কজ নহ তুল,
 পদ-নখ ইন্দু পরকাশে ।
 সে পদ রজনী দিনে, শয়ন স্বপন মনে,
 রায়শেখর করু আশে ॥

খানসী

একট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
 ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি ।
 গেলা কোন কার্যাস্তরে, সেবা করিবার তরে,
 শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি ॥
 ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা, যজ্ঞ করি খাণ্ডয়াইবা,
 এত বলি মুকুন্দ চলিলা ।
 পিতার আদেশ পাইয়া, সেবার স্বামণী লইয়া,
 গোপীনাথের নিকটে আইলা ॥
 শ্রীরঘুনন্দন আতি, নমঃ ক্রম শিশুমতি,
 খাও বলে কাঁদিতে কাঁদিতে ।
 কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
 সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥
 আসিয়া মুকুন্দ দাস, কহে বালকের পাশে,
 প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি ।
 শিশু কহে বাপু শুন, সকলি খাইল পুন,
 অবশেষ কিছুই না রাখি ॥
 শুনি অপকৃপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
 আর দিন বালকে করিয়া ।
 সেবা অল্পমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
 পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া ॥

শ্রীরঘুনন্দন অভি, হৈয়া হরষিত - তি,
 গোপীনাথে লাভু নিয়া করে ।
 ঋণ ঋণ বলে ঘন, অর্জুণ ঋণিতে হেন,
 সময়ে মুকুন্দ দেখি হারে ॥
 যে খাইল রহে তেন, আর যা খাইল পুনঃ,
 দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে জোর ।
 নন্দন করিয়া কোণে, গদগদ স্বরে বলে,
 নয়ন বরিখে ঘন লোর ॥
 অদ্যপি শ্রীখণ্ডপুরে, তর্কি লাভু আছে করে,
 দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে ।
 অভিজ্ঞ-মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
 এ উকল দাস রস ভণে ॥

ধান্দী

পূর্বে শ্রীদাস, এবে অভিরাম,
 মহাভেজঃপুঞ্জর শি ।
 বাণী বাজাইতে, ত্রিভিতে ত্রিভিতে,
 শ্রীখণ্ড গানেতে আসি ॥
 দেখিয়া মুকুন্দে, কহয়ে মানন্দে,
 কোণায় কে রঘুনন্দন ?
 তাহারে দেখিতে, আইলাম এখানে,
 আনি দেহ দরশন ॥
 জনি ভয় পাঞা, রাখে জুকাইয়া,
 গৃহেতে ছুর দিয়া ।
 তেহো নাহি ঘরে, বলি শুভি করে,
 অভিরাম গেলা যা পোঁগয়া ॥

ষড়ভাঙ্গা নামে, স্বান নিরঙ্কনে,
নৈরাশ হইয়া বসি ।

বুঝি তাঁর মন, শ্রীরঘুনন্দন,
অলখিতে মিলে আসি ॥

দেখিয়া ত. হারে, দণ্ড ২ করে,
দুই চারি পাঁচ গা:ত ।

শ্রী যুনন্দনে, করি আলিঙ্গন,
আনন্দ আবেশে মাতে ॥

তবে দুই মিলি, নাচে কুতূহলী,
নিজ পঁছ-শুণ গাইয়া ।

চরণ ঝাড়িতে, নৃপূর পাড়িল,
আকাই হাটেতে গিয়া ॥

অভিরাম মনে, শ্রীরঘুনন্দন,
মিলন হইল শুনি ।

সগণে মুকুন্দ, হই নিরানন্দ,
কীদে গিরে কর হানি ॥

পদ্মার সহিতে, বিষাদিত চিত্তে,
আইলা দোহার পাশ ।

দুহু নুতা গাঁত, দেখি হরষিত,
ডুয়ে উজ্জ্বল দাস ॥

অনন্তর “হায় কি হইল” ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনীয় ।

শ্রী কীর্ত্তন গোষ্ঠী ।

ইনি শ্রীমদ'ভন গোষ্ঠীর কনিষ্ঠ সংহোদর । জন্ম ১৭০৭ শকাব্দায় বাক-
চন্দ্রবীণে । শ্রীকীর্ত্তন “পাকর মল্লিক” নামে রাজসভা উপাধি ছিল । ইনি
গৌড়েশ্বর হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন । বিষ্ণুকোষে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ১০৩০
শকাব্দায় শ্রীকীর্ত্তন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা অহুপদকে সঙ্গে করিয়া গৌড়রাজধানী হইতে
দোণানে শ্রীকীর্ত্তন যাত্রা করেন । পরজন্মে অসংগে শ্রীকীর্ত্তন হইয়া চলে যাত্রা-

স্বপ্নপূর্বক তদীয় শ্রীযুখে শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণস্বামী স্বাভাবিক উপলক্ষে লোক কবিচরিত্র
শ্রীযুগ্মাবনে পঠন করেন । তদীয় বিদিত্ত্ব কল্পিত্ব প্রথমতঃ লুপ্ত তীর্থ উচ্চারণ
কাণ্ডে অগ্রসর সনাতন গোবামীর অস্তিত্ব করেন । তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
শ্রীশ্রীবাণিকা কণ্ঠে ছন্দায়েণে হইবার চর্চন নিষাঙ্কলন । অসংখ্য শ্রীযুগ্মাবনের
যোগপীঠ "গমাটীলা" হইতে শ্রীশ্রীগৌঃগণ শ্রীট প্রকট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোবামীর
সেবা অক্ষীক্য করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীস্বয়ম্বাক রামেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ গোবামীর গুণে
বিমুক্ত হইয়া স্বকমণ্ডলে বিচার্য নিবারণ করিয়াছিলেন । সনাতন গোবামীর
তিরোধানের ২৭ দিবস ১৭৫২ ২৪৮৮ শতাব্দীর আশ্বী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে
শ্রীকৃষ্ণ গোবামী শ্রীশ্রীবাণী নামোদয় জীউর মন্দিরে শ্রীযুগ্মাবনে অপ্রকট হইয়া
ছিলেন । বাণী-নামোদয়ের মন্দিরের নিকটে তাঁহার সমাধি মন্দির বর্তমান রহি-
য়াছে, শ্রীকৃষ্ণ গোবামীর মহিমা স্মরণীয় দুইটি পদ । ২৭। -

বিভাগিকা

বড় কনি, কৃষ্ণ শরীর, না ধরিত ।

ভক্ত ব্রজপ্রেম-মহানিধি কুহুরিকে কোন কপাটে উপাধিত ॥

নীল কীর হংসন,

পান বিধায়ন,

কোন পৃথক করি পারিত ।

কো সব ভাজি,

ভক্তি বৃন্দাবন,

কো সব গাঙ্গু বিরচিত ॥

যশ পাত্ত বনকুল,

ফলত নানানিধ,

মনোরাজি অরবিন্দ ।

সো মধুচর বিষ্ণু,

পান কোন জানত,

দিয়মান কবিরুদ্ধ ॥

কো জানত,

মধুরা বৃন্দাবন,

কে জানত রাখা-মাধন রতি ।

কো জানত,

ব্রজ-ভাব সব,

কো জানত নিগূঢ় পিরীতি ॥

যাকর চরণ-

প্রসাদে-সব জান,

কই গাঙুরাই স্থখ পায়িত ।

ডাहा উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
 জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥
 রাখা কৃষ্ণ রস কেলি, নাট্য-গীত পদাবলী,
 শুদ্ধ পরকীয়া মড করি ।
 চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা কিত্তি,
 আশ্বাদিয়া ডাহার মাধুরী ।
 চৈতন্য বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
 তাহে যত প্রসাপ বিলাপ ।
 সৌন্দর্য কহিতে ভাই, মেহে প্রাণ রহে নাই,
 এ রাখাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥

অনন্তর “হায় কি হইল !!” ইত্যাদি পদ কীর্তনীয় ।

শ্রী শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর ।

জেলা বর্ধমানের অধিকা-কালনায় ১৪০৭ শকাব্দার শেষ ভাগে শ্রীশ্রীগৌরী-দাস পণ্ডিত “মুখুটা” বৃন্দোদয় কংসারি মিশ্রের পুত্ররূপে ও শ্রীকমলদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল ; পূর্বাবতারে শ্রীকৃষ্ণ নামে পরিকীর্তিত । ইহার ছয় সহোদর ছিলেন । নাম যথা,— (১) দামোদর পণ্ডিত, (২) জগন্নাথ, (৩) সূর্য্যদাস পণ্ডিত, (৪) পণ্ডিত গৌরীদাস, (৫) কৃষ্ণদাস ও (৬) নৃসিংহ চৈতন্য । শ্রীদয়িত্যানন্দ প্রভুর দুই পত্নী (শ্রীবসন্তা ও শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণীবর) শ্রীল সূর্য্যদাস পণ্ডিতেরই বনজ কন্যা বলিয়া সর্বত্র পরিবীর্ণিতা ।

পণ্ডিত গৌরীদাস শুদ্ধ সখা-প্রেম-প্রভাবে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগোবিন্দ দেবকে বশীভূত করিয়াছিলেন । ১৪৩১ শকাব্দায় শ্রী শ্রীগৌরীদাস ব মনোরথ সনা পূর্ণ করিবার জন্ত নিতাই গৌর দুই জাতা ডাহাদের বিত্তীয় বিগ্রহ (শ্রীমূর্তি) রূপে সেবা অঙ্গীকার করিয়া এবং শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের সন্তোষোৎপাদনের নিমিত্ত তদীয় হস্ত বন্ধন করাইয়া একজ্ঞে চারি প্রভু অন্ন ভোজন করিয়াছিলেন । বিদায় সময়ে গৌরীদাস পণ্ডিত আপনার ইচ্ছানুসারে দুই প্রভুকে রাখিয়া, পরম

শ্রীশ্রীতে নিতাই-গৌরের সেবা দ্বারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন । (এই অপূর্ণ কথা শ্রবণে মন অত্যন্ত বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকে ।) অনন্তর কিছু সময় পরে পণ্ডিত শ্রীশ্রী গৌরীদাস, শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গৌর স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ্রী হনুমানন্দ ঠাকুরকে আগনার শিষ্য করিয়াছিলেন । এক দিবস ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে হনুমানন্দের মহিমার বিষয় বিশেষ উপকারি করিতে পারিয়া, শ্রীশ্রী গৌরীদাস পণ্ডিত, শিষ্য হনুমানন্দকে “হৃদয় চৈতন্য” নামে ঘোষণা করিয়া, সেই দিবস হইতেই সম্বন্ধাঙ্ক:করণে স্বীয় প্রাণ প্রিয়তম শ্রীশ্রীনিতা -গৌরাক্ষ সেবা-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন । পণ্ডিত শ্রীশ্রীগৌরীদাস ১৪৮১ শকাব্দার শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী ত্রয়োদশী তিথিতে (শ্রীঅম্বিকায়) শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর বিগ্রহ যুগলের সম্মুখে শ্রীসংকীৰ্ত্তনমধ্যে অন্তর্ধান হইয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রী গুরা ত্রয়োদশী তিথি উ লক্ষে

শ্রী শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শোচক ।

শ্রীহৃন্দাবন নাম যত্ন চিন্তামণির ধাম,

তাহে হরি বলরাম পাশ ।

স্ববলচক্র নাম ছিল এবে গৌরীদাস হৈল,

অম্বিকা নগরে যার বাস ॥

নিতাই চৈতন্য যার, সেবা কৈলা অক্ষীকার,

চারি মূর্ত্তে ভোজন করিল ।

পূর্বে স্ববল জনু, বশ কৈল রাম কানু,

পরতেক এখানে রহিল ॥

নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,

কে কহিবে প্রেমের বড়াই ।

সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,

নিতাই চৈতন্য দুই ভাই ॥

প্রেমে লক্ষ বন্দ্য যার, পুলকিত হৃদয়কার,

কণেক রোদন কণে হাস ।

কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য চরণে আশ,
 ছুই ভাই রহিল তথায় ।
 ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা ছুই জনে,
 ডকতবৎসল তেত্রিঃ গায় ॥

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌরী ধীরে ধীরে,
 আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঞি ॥
 নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
 রহিলাম বন্দী ছুই ভাই ॥
 এতেক প্রবোধ দিয়া ছুই মূর্তি মূর্তি লইয়া,
 আইল পণ্ডিত বিদ্যমান ।
 চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
 ভাবে অশ্রু ঝরয়ে নয়ান ॥
 পুনঃ প্রভু কহে তাঁরে, তোরে ইচ্ছা হয় যাঁরে,
 সেই ছুই রাখ নিজ ঘরে ।
 তোমার প্রভীত লাগি, তোরে ঠাঞি খাব মাগি,
 সত্য স্বত্য জানিহ অন্তরে ॥
 গুনিয়া পণ্ডিতরাজ, করিলা রক্তম কাজ,
 চারি জনে ভোজন করিল ।
 পুষ্পমালা বস্ত্র দিয়া, ভাষুলাদি সমর্পিয়া,
 সর্ব অঙ্গে চন্দন লেপিল ॥
 নানা মতে পরভীত, করাইয়া ফিরাইলা চিত্ত,
 দোহারে রাখিলা নিজ ঘরে ।
 পণ্ডিতের প্রেম লাগি, ছুই ভাই খাই মাগি,
 কোঁছে গেল নীলাচল পুরে ॥
 পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
 সেই মত করয়ে বিলাস ।

হেন প্রভু গৌরীদাস, তাঁর পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

ভাঙ্গ গুণ চতুর্দশী তিথিতে

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোধান-তিথি উপলক্ষ্যে শোচক ।

“জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস ।
যে করিল হরিনামের মহিমা প্রকাশ ॥
গৌরভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য ।
যাঁর গুণ গাই কাম্বে আপনি চৈতন্য ॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর যিহেঁ, প্রেমসীমা ।
তিহেঁ সে জানেন হরিদাসের মহিমা ॥
নিভ্যানন্দচন্দ যাঁর প্রাণ সম জানে ।
চরণ পরশে মহী ধন্য করি মানে ॥
হরে কৃষ্ণ হরিনাম কে শুনাবে আর ।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণ ষাঁচাভার ॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি ।
তিহেঁ বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী ॥
জয় হরিদাস বলি কর হরিধনি ।
এত বলি মহাপ্রভু নাচরে আপনি ॥
সবে গাও জয় জয় জয় হরিদাস ।
নামের মহিমা যিহেঁ করিলা প্রকাশ ॥”

শ্রী শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণসময়ে তদীয় অমৃতমতি লাভ করিয়া, শ্রীল তপন মিশ্র শ্রীশ্রীকানীধামে সঙ্কীর্ণ বাস করিতেছিলেন। তিনি জেলা শ্রীহট্টের লাউচ পয়গণার নবগ্রামবাসী ছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী কানী পুরীতে ১৪২৭ শকাব্দায় শ্রীতপন মিশ্রের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবন গমন-গমনসময়ে ১৪৩৬ শকাব্দায় যখন শ্রীমহাপ্রভু বারাণসীক্ষেত্রে বাস করিয়াছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ পরম শ্রীতিতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চরণসেবা করিয়া-ছিলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যখন শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধীয় বাবচীহ টিপ্পেন্দ সিদ্ধান্ত দিতেছিলেন, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট নিকটে বসিয়া তাহাও শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। রঘুনাথ ভট্ট শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। পিতামাতার অপ্রকটের পর তিনি শ্রীনীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন এবং তদীয় অমৃতমতি লাভ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তিনি প্রত্যহ শ্রীযমুনা-পুলিনে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পরম শ্রীতিতে পাঠ করিতেন। গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রবারি প্রবাহিত হইত। তাঁহার ভজন-পরিপাটি ও বৈষ্ণবে অসাধারণ শ্রীতি পর্যালোচনা করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ বিশেষ আনন্দ অকুণ্ঠিত করিতেন। অন্নপূর্বের রাজা মানসিংহ শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর গুণে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার বিয়া হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের অর্থব্যয়ে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীপ্রীগৌরবিষ্ণু জট্টের প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ১৪৮৫ শকাব্দায় আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হইয়াছিলেন। তথায় চৌষট্টি মহাস্তব সমাপ্তবাড়ীতে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর সবাধি-মন্দির বর্তমান রহিয়াছে।

আশ্বিন শুক্লা, দ্বাদশীতে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শোচন। যথা,—

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোস্বামিঃ ।

রাধা কৃষ্ণসীমা গুণে, দিবা নিশি নাহি জানে,

তুলনা দিবারে নাহি ঠাঞি ॥

চৈতন্যের প্রেমপাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,

বারাণসী ছিল যার বাস ।

নিজ গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুই মাস ॥

শ্রীচৈতন্য-নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে ।

তাঁর অপ্রকট হৈলে, আদি পুনঃ নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥

মহাপ্রভু রূপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিল বৃন্দাবনে ।

প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি, আদি বৃন্দাবন-ভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতনে ॥

দুই গোসাঞি তাঁরে পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া,
রাধারুঞ্চপ্রেমরসে ডাসে ।

অক্ষ পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশে অক্ষ,
সদা রুঞ্চাথার উল্লাসে ॥

সকল বৈষ্ণব সঙ্কে, যমুনা-পুলিনে রঞ্জে,
একত্র হইয়া প্রেম স্মখে ।

শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যার মুখে ॥

পরম বৈরাগ্যসীমা, স্ননির্মল রুঞ্চপ্রেমা,
স্বস্বর অমৃতময় বাণী ।

পশু পক্ষী পুলকিত, যার মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষণ হয় পানি ॥

শ্রীরূপ সনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভক্ত রঘুনাথ ।

এ রাধানন্দ বলে, পঙ্কজ বিষম ভোলে,
রূপা করি কর আরাধণে ॥

শ্রী হ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

কেন্দ্র হর্গণের সপ্তম বর্ষের জমিদার কাঞ্চন-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীগৌরবর্জন দাস মজুমদারের পুত্ররূপে শ্রী রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪২০ শকাব্দায় কৃষ্ণপুর-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হাঁহাদের জমিদারী সংক্রান্ত বাৎসরিক আদায় ছিল দ্বাদশ লক্ষ টাকা। শ্রী রঘুনাথ দাস বাল্যকালে বিদ্যা অধ্যয়নের নিমিত্ত যখন কলিকতায় আসেন তখন ১৪২৮ শকাব্দায় ঠাকুর শ্রীহরিন্দ্রাজ ভক্তগৃহে পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রী বলরাম অ'চার্যের গৃহে গমন করিতেন, তখন ১৪২৮ শকাব্দায় ঠাকুর শ্রীহরিন্দ্রাজ ভক্তগৃহে পরিভ্রমণ-প্রসঙ্গে শ্রী বলরাম অ'চার্যের গৃহে আগমন করিয়া কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহা হইতে সঙ্গ-প্রভাবে শ্রী রঘুনাথ দাস শৈশবকাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি-পরাধন হইয়াছিলেন। রঘুনাথের পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই শ্রীহরিভক্তি পরাধন ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহাদের সভায় প্রত্যহ স্নেহ ভ্রাতৃত্ব আদর্শিতও ভক্ত সমাগম হইত। উভয় ভ্রাতাই সমাগত পণ্ডিত ও ভক্তগণের মুখে শ্রীশ্রীগৌরঙ্গ দেবের অলৌকিক মহিমার কথা শ্রবণ করিতেন। ভক্তগণের কথা আভাসে একরূপ বিষয়ও পরিব্যক্ত হইয়াছিল যে, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র, কলতে জীবগণের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, ভক্তভাব প্রকাশ্য করিয়া প্রজ্ঞানবেশে শ্রীমদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরঙ্গরূপে প্রকট বিহার করিতেছেন। সঙ্গপ্রাণ রঘুনাথ আর স্থির থাকিতে না পারিয়া শ্রীগৌরঙ্গ দর্শনে গমন করিতে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীমদ্বীপে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'শ্রীনীলাচলে' গমন করিয়াছেন। এদিকে রঘুনাথের পিতাম তা পুত্রকে সংসারবিরক্ত দেখিয়া, বিশেষ চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে সংসারোন্মুগী করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনমধ্যে পরমা সুন্দরী কন্যা দেবিনী রঘুনাথের শুভ বিবাহ-বাধা সুসম্পন্ন করিলেন। কিন্তু অ'চার্যের বিষয় এই যে, রঘুনাথের সংসার-বৈরাগ্য ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঙ্গ সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীগৌরঙ্গের দর্শন-প্রত্যাশী হওয়া ব্যর্থতার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া, শ্রীনীলাচলে গমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পলায়নপন পুত্রকে অহুসঙ্কানক্রমে গৃহে আনিয়া তাহার গতি পর্যবেক্ষণের জন্ত হাতাশিতা প্রহরী নিযুক্ত করিতে, শ্রী রঘুনাথ দাস মনে মনে অস্বস্তি ছাড়াই ও হতাশ হইয়া পড়লেন। এদিকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেব ১৪৩৫ শকাব্দায় শ্রীন্দ্রাবন দর্শন করিবার জন্য যখন শ্রীগৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া শ্রীপাট শাস্ত্রপুরে শ্রী শ্রীমদ্বৈত অ'চার্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,

এ সংবাদ অবাচ হইয়া শ্রীমদ্বৈষ্ণব, মাতাপিতার অহুমতি লাভ করিয়া, শ্রীগৌরঙ্গ-দর্শনে যাত্রা করিলেন। চিরব হিত প্রভুর দর্শন লাভ করিয়া, সমস্ত দুঃখ সন্তাপ বিস্মৃত হইয়া, শ্রীদঘুনাথ পাঁচ সাত দিবস পদমিতি সময় শাস্তিপুরে বিশ্রাম করিলেন। অনন্তর গৃহে গমন করিবার সময় তিনি শ্রীমদ্বৈষ্ণব প্রভুর চরণ-তলে পতিত হইয়া, যখন যোজন করিতে করিতে আপন নিষ্কৃতির উপায় নিবেদন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া দয়ালশিরোমণি শ্রীগৌরঙ্গসুন্দর তাঁহাকে যে সছপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক, তিনি সংসারে অন্যাসক্তচিত্তে গৃহকার্যে নিযুক্ত হইলেন। পুত্রকে গৃহকার্যে উদ্ধৃখী দেখিয়া মাতাপিতার মন প্রসন্ন হইল বটে, কিন্তু যখন প্রতি মুহূর্ত্তেই পল'য়নের অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, তিন্ত কোন সুযোগ বািল না! দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইল। অনন্তর ১৪১৯ শকাব্দ যখন শ্রীশ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু শ্রীহরিনাম প্রণয় করিতে করিতে ৌড়মণ্ডলে গঙ্গার তীরে তীরে পরিভ্রমণ করিয়া, পানিহাটী গ্রামে শ্রীল বাঘব পণ্ডিতের গৃহে (লেবুপুকে কদম্ব-পুষ্প শ্রঙ্ক টিত করান প্রভৃতি) অঙ্কিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিলেন, লোকমুখে তাহা অবগত হইয়া শ্রীদঘুনাথ দাস মাতাপিতার অহুমতি লাভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীপটপাহিহাসী গ্রামে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর) চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। পরম কোহুণী নিতাইটান, শ্রীর যখন দেখিয়া মাত্র সহাস্র-বৎসে আপন নিকটে আনাইয়া স্নেহভরে প্রণত করিয়া যখন দাসের মস্তকে স্তম্ভিত চরণ স্পর্শ করাইয়া বসিলেন,—“তোমা, তোমাকে এত দিনে নিকটে পাইয়াছি। অদ্য তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে। তুমি আমার শ্রিয়পার্বদ-পথকে দখি-চিড়া ভোজন করাও।” আপনার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের এতাবৃদ্ধী রূপা উৎসর্গ করিতে পারিয়া শ্রীদঘুনাথের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিলেন, যাহা “চিড়া-মহোৎসব” নামে বৈষ্ণব সনাত্তে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদনন্তর শ্রীদঘুনাথ দাস শ্রীল বাঘব পণ্ডিত হা। আপনার বন্ধন-মোচনের ও শ্রীশ্রীগৌরঙ্গচরণ লাভের অহুমতি প্রার্থনা করিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরম সঙ্কটচিত্তে তাঁহাকে শ্রীশ্রীলাল গঙ্গনের সম্মতি দান করিলেন এবং যেরূপে শ্রীদঘুনাথ দাস তথায় শ্রীশ্রীমদ্বৈষ্ণব রূপা লাভ করিতে সক্ষম হইবেন, তাহার আভাসও প্ৰতিবাক্ত করিলেন। অনন্তর শ্রীদঘুনাথ দাস গৃহে প্রত্যাগর্ত্তন করিয়া, বারি বাটিতে শ্রীচণ্ডী মণ্ডলে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি আপনার নিষ্কৃতির স্তত মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিয়া পরম উৎকর্ষের কাণথ পব করিতে ছেন এমন সময়ে ঐ গুরু শ্রীল যদুন্দানাচ'র্য

শেষ রাত্রিতে রঘুনাথের নিকট "আশ্রয়ন করিয়া, কোন কথাশ্রমকে তাঁহাকে আপন সঙ্গে করিয়া বাটীর বাহিরে গমন করিলেন। প্রহরীগণ নিদ্রিত থাকার কেহ তাঁহার সঙ্গে ছিল না। অতএব পলায়ন করিবার উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া, তিনি ১৪৪০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীশ্রীগৌরাক্ষর গর্ষণ ও আত্মসর্পণের নিমিত্ত ধাবিত হইয়া দ্বাদশ দিবসে অক্লান্ত পরিশ্রমে পদত্রয়ে শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। (বর্ষিও দ্বাদশ দিবসব্যাপী ভ্রমণের পথে কেবল মাত্র তিন দিন দুগ্ধ ও মাঠা মাত্র পান করিয়াছিলেন!) অনন্তর শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোবামী শ্রীশ্রীনীলাচলক্ষেত্রে ও শ্রীব্রজমণ্ডলে বাঁধা বাঁধা অস্থান করিয়াছিলেন তাহা তদীয় শোচক বর্ণন-শ্রমকে পদকর্ষা শ্রীরাধাবল্লভ দাস ঠাকুর-বিবচিত পদ দ্বারা নিম্নে দিগ্গদর্শন করা যাইবে।

শ্রীমদাস গোবামী গৃহশ্রমে ১২ বৎসর, শ্রীনীলাচলক্ষেত্রে ১৫ বৎসর এবং শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ৪৪ বৎসর বাস করিয়া, ১৫০৮ শকাব্দার আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে ৮৮ বৎসর বয়সে সঞ্জনে শ্রীকুণ্ডতীরে অপ্রকট হইলেন। শ্রী রঘুনাথ দাস গোবামীজীউর সময় শ্রীশ্রীরাধা-শ্রামকুণ্ড যুগলের সংস্কার ও পঙ্ক উদ্ধার কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পঙ্ক উদ্ধার সময়ে শ্রীকুণ্ডমধ্য হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রকট হইয়াছিলেন। তিনি ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য শ্রীরাধাকুণ্ডের কোন ব্রজবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ঐ শ্রীবিগ্রহ শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম ভাগে "শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণজীউ" নামে সুবিখ্যাত। শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোবামী বিবচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) স্তবাবলী, (২) দানচরিত ও (৩) মুক্তাচরিত গ্রন্থত্রয় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

শ্রী শ্রীশ্রামকুণ্ডের পঞ্চপাণ্ডব ঘাটের উত্তরে শ্রীমদাস গোবামীর ভজন-কুটার ও তদীয় "চিতা-সমাজ" বর্তমান রহিয়াছে।

আখিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর শোচক ।

শ্রীচৈতন্য-রূপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিলে,
পরম বৈরাগ্য উপজ্বিলা ।
দ্বারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজ্বিলা ॥
পুরশ্চর্যা রুক্ষ নামে. গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাজ্ঞের পদযুগ সেবে ।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর কবে হবে ॥
গৌরাজ্ঞ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুণ্ডা হারে ।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাঁহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিড়ি করে'
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ।
দেহত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
ছুই গৌসাজিও তাঁহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন, রাখিলা তাঁর জীবন,
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা ।
ছুই গৌসাজিওর আজ্ঞা পাঞা, রাধাকুণ্ড তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কস্থল পরিধান, ব্রজ ফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার ।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্তন করি,
রাধাপদ ভজন য়াহার ॥
ছাশ্বাস দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ গুণ গানে,
স্মরণেতে সদাই গোড়ায় ।

চারিদণ্ড স্তুতি থাকে, স্বপ্নে রাখা-কৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥

গৌরাজ্ঞের পদাস্বপ্নে, রাখে মনোভৃঙ্করাজ্ঞে,
স্বকপেরে সদাই ধেরায় ।

অভেদ শ্রীকৃপসনে, গতি ঝাঁর সনাতনে,
ভট্টযুগপ্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীকৃপেরগণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য ঝাঁর জীব ।

মেই আর্তনাদ করি, কাঁদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে ॥

হে রাখার বলভ, গান্ধার্বিকা বাজব,
রাধিকা-রমণ রাখানাথ ।

হে বৃন্দাবনেশ্বর, হাহা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আশ্রমাথ ॥

শ্রীকৃপ সনাতন যবে হৈল; অদর্শন,
অক্র হৈল এ দুই নয়ান ।

বুখা আঁখি কাঁহা দেখি, বুখা প্রাণ কাঁহে রাখি,
এত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥

শ্রীটীচতন্য শচীসুত, তাঁর পণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম ।

গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট প্রভ বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরগাম ॥

রাধা-কৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়ি গু সকল ভোগে,
সুখা কুখা অন্ন মাত্র সার ।

গৌরাজ্ঞের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার ॥

সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি মেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান ।

সাধন ভজনক ভেদ বাতাওয়ে, ভাবাস্বধিক ভেলা ।
 যৈছে গুরু হরিদাসজীউ, তৈছে রঘুনাথ চেলা ।
 ধন দৌলত কোঠা ইমারত, সবছ' সম্পদ ছোড়ি ।
 ভরা যৌবনে রঘুনাথ দাস, ভৈগেল ভিখারী ।
 দেশদেশান্তর ঘুমি ঘুমি, বৃন্দাবন চলে শেষ ।
 কঠোর সাধন কয়ল কত, অস্থি চর্ম্ম শেষ ।
 রাখাকৃষ্ণ উজি ভজি, দেহ কয়ল পাত ।
 রাখাবল্লভ সো পদ লল, সনাই ধরত মাথ ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অস্থর্ত্ত কায়াটপুর গ্রামে ১৪১৮ শকাব্দায় বৈদ্যবংশে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার পিতার নাম শ্রীশ্রীগৌর এবং মাতার নাম শ্রীসুনন্দা । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম শ্রীশ্রামদাস । উভয় ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণব ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র ছিলেন । শ্রীশ্রামদাসের শ্রীমন্নাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ছিল, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরদেবের অভিন্নক শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি ভক্তির আভাস মাত্র ছিল । একদা কায়াটপুর গ্রামে শ্রীল কৃষ্ণদাসের বাড়ীতে কোন মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীবৈষ্ণবসমাগম হইলে, কথাপ্রসঙ্গে শ্রামদাসের সহিত পঃমপ্রভাবী শ্রীশ্রী মীনকেতন রাঘবদাসের মতানৈক্য ঘটে । যেহেতু শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে, শ্রামদাসকে শ্রীগৌরদেব অঙ্ক এবং শ্রীনিত্যানন্দে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে দেখিয়া মীনকেতন রানদাসের ক্রোধের আর সীমা রহিল না । তিনি শ্রামদাসের এই বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া ক্ষণমাত্র ঐ স্থানে না থাকিয়া, স্বয়ং হস্তস্থিত বংশী উল্ল কয়িয়া অত্র দিকে গমন করিলেন । ভ্রাতার ব্যবহারে শ্রীল কৃষ্ণদাসঅত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, যাহা বলিয়া ভাইকে ভবননা করিয়াছিলেন ও ভ্রাতার পরিণাম কল যাহা ঘটয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতমুক্ত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে,—

“ই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ ।
 নিত্যানন্দ মান তোমার হবে সর্বনাশ ।
 একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান ।
 অঙ্ককুকুটীর প্রায় তোমার প্রমাণ ।

কিয়া ছুই না মানিয়া হওত পাষণ্ড ।
 একে মানি আরে না মানি এই মত্ত ভণ্ড ॥
 ক্রুদ্ধ হয়ে বংশী ভাঙ্গি চলে রাম দাস ।
 তৎকালে আশার ভ্রাতার হৈল সর্বনাশ ॥

—১৫: চ:, আ:, ৫ম প:

ঐ দিবস রাতে শ্রীকৃষ্ণদাস এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করেন । যেন শ্রীমদ্ভক্তানন্দ প্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া বিবেচনা করিয়া বলিলেন —

“অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয় ।”

বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব লভ্য হয় ॥” -১৫ঃ চঃ ।

ঐ স্বপ্ন দর্শন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণদাস আর কণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন এং শ্রীশ্রীমদ্ভক্তানন্দ প্রভুর কৃপাশ্রমে যাহা লাভ করিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং এক্ষণে বর্ণন করিবারেছেন, যথা—

“সই ক্ষণে বৃন্দাবনে কারি নু গমন ।

প্রভুর কৃপাতে স্মৃতে আইনু বৃন্দাবন ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রাম ।

যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন ধাম ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ।

যাঁহা হৈতে পাইনু কৃপ সনাতনাশ্রয় ॥

যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয় ।

যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বকৃপ আশ্রয় ॥

সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।

।শ্রীকৃপ কৃপায় পাইনু ভক্তিরস প্রাস্ত ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চরণার বিন্দ ।

যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

হেন সে গোবিন্দ প্রভু পাইনু যাহা হৈতে ।

তাঁহার চণকৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥

বৃন্দাবনে বৈসে যত ঐ ষড়মঙ্গল ।

কৃষ্ণানন্দপরায়ণ পরম মঙ্গল ॥

যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য ।
 রাধাকৃষ্ণভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥
 সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ ছায়া ।
 মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া ॥
 “তঁাহা সর্ব সভ্য হই” প্রভুর বচন ।
 সেই সূত্র এই তার কৈল বিবরণ ॥-১৫ঃ ৫ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণাবনবাসী ঠে স্বাপন প্রত্যাহ শ্রী গোবিন্দ ঘন্বির শ্রীকৃষ্ণাবন দাস ঠাকুর
 দ্বিতীচৈতন্য মঙ্গল (পরমার্থী নাম ‘ শ্রীচৈতন্যভাগবত ’) গ্রন্থ প্রবণ করিছেন ।
 ঐ গ্রন্থে শ্রীমদ্রহস্যভূর যে সমস্ত লীলা চরিত্র বর্ণিত আছে, তদ্ব্যতীত
 শ্রীনীলাল কেশব সম্পর্কীয় শ্রীমদ্রহস্যভূর অন্যান্য বিশেষ বিশেষ লীলা
 বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য উপরোক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ
 গোস্বামীকে “ শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ” গ্রন্থ বর্ণন করিতে অহুমতি প্রদান করিলেন
 কবিরাজ গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচনা
 দুইটা বিশেষ কারণ ছিল । যেহেতু ইতিপূর্বে তিনি শ্রী শ্রীগোবিন্দলীলমৃত গ্রন্থ
 রচনা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণমৃত গ্রন্থের টাকা লিপিবদ্ধ করিয়া শ্রীচৈতন্যগণের পরম
 সন্তোষোৎপাদন করিয়াছিলেন । অতএব উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া,
 শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণনের
 কার্যভার অর্পণ করিলেন । যে সমস্ত শ্রীবৈষ্ণব তাঁহাকে এই কার্যে অহুমতি
 দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এই,—

“পণ্ডিত গৌসাত্তির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য ।

কৃষ্ণপ্রেমময় তনু পণ্ডিত মহা আর্ষ্য ॥

তঁাহার অনন্ত গুণ কে বরু প্রকাশ ।

তঁার প্রিয় শিষ্য হন পণ্ডিত হরিদাস ॥

তঁেহো বড় কৃপা করি আজ্ঞা কৈল মোরে ।

গৌরাজ্ঞের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে ॥

কাশীশ্বর গৌসাত্তির শিষ্য গোবিন্দ গৌসাত্তির ।

গোবিন্দের প্রিয় সেবক তঁার সম নাই ॥

শাদবাচার্য্য গৌসাত্তির শ্রীবর্গের সঙ্গী ।

চৈতন্য-চিহ্নে তঁেহা অভি বড় রঙ্গী

পণ্ডিত গৌসাত্ৰিওঁৰ শিষ্য ভুগৰ্ভ গৌসাত্ৰিওঁ ।
 গৌৰ কথা বিনা আৰ মুখে অন্য নাই ॥
 তাঁৰ শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্ত দাস ।
 মুকুন্দানন্দ চক্ৰবৰ্ত্তী প্ৰেমী কৃষ্ণদাস ॥
 আচৰ্য্য গৌসাত্ৰিওঁৰ শিষ্য চক্ৰবৰ্ত্তী শিবানন্দ ।
 নিরবধি তাঁৰ চিত্ত চৈতন্ত নিত্যানন্দ ॥
 আৰ যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ ।
 শেষ লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥
 মোহে আজ্ঞা কৰিলা সবে কৰুণা কৰিয়া ।
 তা সভাৰ রোলে লিখি নিৰ্ভঙ্ক হইয়া ॥
 বৈষ্ণৱেৰ আজ্ঞা পাঞা চিস্তিত অন্তরে ।
 মদনগোপালে গেলাম আজ্ঞা মাগিবাৰে ॥
 দৰ্শন কৰিয়া কৈহু চরণ বন্দন ।
 গৌসাত্ৰিওঁদাস পূজাৰী কৰেন চরণ সেৱন ॥
 প্ৰভুৰ চরণে যদি আজ্ঞা সে মাগিল ।
 প্ৰভুকণ্ঠ হৈতে মালা খদিয়া পড়িল ॥
 সৰ্ব্ব বৈষ্ণৱগণ দেখি হৰিধনি দিল ।
 গৌসাত্ৰিওঁদাস আনি মালা মোৰ গলে দিল ॥
 আজ্ঞামালা পাঞা মোৰ হইল আনন্দ ।
 তাঁহাই কৰিনু এই গ্ৰন্থেৰ আৰম্ভ ॥
 এই গ্ৰন্থ সেখায় মোৰে মদনমোহন ।
 আমাৰ লিখন যৈছে শুকেৰ পঠন ॥”

— চৈঃ চঃ, আঃ, ৯ পঃ ।

শ্ৰীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৫০৩ শকাব্দায় শ্ৰীশ্ৰীচৈতন্ত চৰিতাঙ্কত
 গ্ৰন্থ রচনা কৰিয়া শ্ৰীবৈষ্ণৱ সমাজে চিত্ৰস্মরণীয় হইয়াছেন । এই সিদ্ধান্তপূৰ্ণ
 গ্ৰন্থেৰ বহুত উদ্ধৃতি কৰিতে হইলে শ্ৰীগোস্বামী গণেৰ বিৰচিত সমস্ত ভক্তি-
 শাস্ত্ৰেৰ সাহায্য গ্ৰহণ কৰিতে হয় । শ্ৰীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সম্বন্ধে
 পদকৰ্ত্তা শ্ৰী উদ্ধবদাস ঠাকুৰ বাহা বৰ্ণনা কৰিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।

তিনি ১৫১০ শকাব্দায় আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধা হুণ্ড তীর্থে সজ্ঞানে
অপ্রকট হইয়াছিলেন ।

আশ্বিন শুক্লা দ্বাদশীতে

শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামীর শোচক ।

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ মহাশয়,
স্বকবি পণ্ডিত অগ্রগণ্য ।
ভক্তিশাস্ত্রে স্ননিপুণ, অপার অসীম গুণ,
সবে যারে করে ধ্বু ধ্বু ॥
শ্রীগৌরাজ-লীলাগণ, বর্ণিলেন কৃন্দাবন,
অবশেষ যে সব রহিল ।
সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন স্প্রকাশ
জগমাবে ধ্যাপিত হইল ॥
কবিরাজের পন্নর, ভাবের সমুদ্র সার,
অল্প লোকে বুঝিবারে পারে ।
কাব্য নাটক কভ, পুরাণাদি শত শত,
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে ॥
চৈতন্য-চরিতাবুচ, শাস্ত্রসিদ্ধি মথি কভ,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস ।
পাষণ্ড নাস্তিকাস্বর, লভয়ে ভক্তি প্রচর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ ॥
শাস্ত্রের প্রমাণ যার, লোকে মানে চমৎকার,
মূলমার্গে সবে হরি মানে ।
উদ্ধব মুঢ় কুমতি, কি হবে তাহার গতি,
কবিরাজ রাখই চরণে ॥

শ্রীশ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়,

জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত শ্রীপাট খেতরী গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কাম্বুস্থ কুলো-
 উব, দত্তবংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ বাস করিতেন । তাঁহার ঔরসে ও শ্রীনারায়ণীর
 গর্ভে ১৪৬৮ শকাব্দার মাঘী পূর্ণিমাতে শ্রীমন্নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন । তিনি
 শৈশবকাল হইতে শ্রীবৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ অসুহৃৎ ছিলেন । খেতরী গ্রামে
 শ্রীকৃষ্ণদাস নামে এক পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি প্রত্যহ
 শ্রীনরোত্তমের নিকটে গমন করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর ও তদীয় প্রিয় পার্শ্ব গণের
 সুনির্মল চরিতাবলী বর্ণন করিতেন । অংশেষে তিনি কথা শ্রবণে শ্রীনিবাস
 আচার্য্যের শ্রীবৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, শ্রীনরোত্তম জাগ্রত দাঁতের
 সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইয়া মধ্য রাত্রে হইতে কোনরূপ সুবিধা করিতে
 পারিয়া ১৪৮৬ শকাব্দায় শ্রীবৃন্দাবন অতিমুখে পলায়ন করেন । শ্রীনরোত্তমের
 বিষয় বৈরাগ্য ও শ্রীবৃন্দাবন গমন বৃত্তান্ত শ্রীদেবদাস গোস্বামীর চরিতেই অঙ্কুর
 ছিল । শ্রীনরোত্তম বৃন্দাবন গমন করিয়া এক বৎসর পরিমিত সময় নানা প্রকার
 সেবা পরিচর্যা দ্বারা শ্রীশ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর কৃপালাভে সক্ষম হইয়া
 শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় গুরু ভক্তি
 নিষ্ঠা দর্শন করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণ পরম বিমুগ্ধ চিত্ত ও শ্রদ্ধা হইয়াছিলেন ।
 শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর অমৃতভিলাষ করিয়া শ্রীলজীব গোস্বামীর নিকট নরোত্তম
 ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অতি অল্পদিন মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া
 ছিলেন । শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু শ্রিয় নরোত্তমকে পাইয়া পরম আনন্দিত হইয়া
 ছিলেন । তাঁহারা আপনাদের গুণে শ্রীবৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব গণের বিশেষ
 অসুখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শ্রীলজীব গোস্বামী শ্রীবৈষ্ণবগণের সম্পত্তি
 অসুখেরে শ্রীনরোত্তমকে “শ্রীঠাকুর মহাশয়” আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন ।
 অনন্তর শ্রীলজীব গোস্বামী - দ্বাব্দ পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল দর্শন ও পরিক্রমণ করাইলেন । অল্প সময়
 মধ্যে অধিকানগরীর শ্রীলজয় চৈতন্য ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য হুঃখী কৃষ্ণদাস
 ‘শ্রীকৃষ্ণ’ অসুখতি অসুখেরে শ্রীবৃন্দাবন আগমন করিয়া শ্রীলজীব গোস্বামীর
 নিফট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরম সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ও শ্রীলজীব গোস্বা-
 মীর উপদেশানুসারে প্রত্যহ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীনিবৃঞ্জবনেব সেবা
 সংস্থার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীশ্রীললিতা জীউর কৃপাগুণে শ্রীশ্রীমানন্দ নামে
 সুপরিচিত হইলেন । শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্রীমানন্দ পরস্পর একত্র প্ৰীতি হরে

আবদ্ধ ছিলেন যে, একে অস্ত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না । এইরূপ তাঁহার শ্রীভক্তমণ্ডলে পরম কৃতিত্বের সহিত ভক্তিশাস্ত্র সুনিপুণ এবং শ্রীবৈষ্ণব গণের প্রসন্নতা লাভ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীগৌরমণ্ডলে ভক্তি প্রচার করিবার নিমিত্ত ১৪২৬ শকাব্দার অগ্রহায়ণ শুক্লাপক্ৰমীতে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ পরিপূর্ণ ৭ খানি প ড়ী সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিলেন । রাজা বীর হাছিরের রাজ্য বনবিষ্ণুপুরের অন্তর্ভুক্ত গোপালপুর গ্রাম হইতে দস্যুগণ ধনলোভে গ্রন্থপূর্ণ পাড়ী অপহরণ করিতে, তাঁহার অভ্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া রোদন করিতে লগিলেন । ধনস্তর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অ দেশাত্মসারে নিতান্ত অনিচ্ছাসম্বন্ধে শ্রীনরোত্তম ও শ্রামানন্দ—শ্রীখেতরী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । রাজার কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও নারায়ণী পুত্ররত্ন নরোত্তমকে পাঠাইয়া পূর্বদুঃখ বিস্মৃত হইলেন । এ দিকে শ্রীনরোত্তম প্রত্যহ তিন বেলায় স্নান, স্বহস্তে রন্ধন ও হবিষ্যন্ন গ্রহণ এবং কঠোর সাধন ও ভাব দ্বারা সকলের নিঃসংযোৎপাদন করিতে লাগিলেন । অল্প দিবস পরে গ্রন্থ প্রাপ্তিস্বয়ং সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনরোত্তম শ্রামানন্দকে দেশে পাঠাইয়া স্বয়ং শ্রীগোড় ও নীলচল ভ্রমণে বাহির হইলেন । অনন্তর শ্রীখেতরী গ্রামে আসিয়া ১৫০৪ শকাব্দার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি উপলক্ষে “শ্রীখেতরী মহোৎসব” নামে শ্রীবৈষ্ণবগণের চিব স্বরণীয় মহোৎসবের আয়োজন করিয়া শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ছয়টি বিগ্রহ সেবা স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহাদের নাম যথা,—

“গৌরাদ বনভীকান্ত শ্রীভক্তমোহন ।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকান্ত শ্রীরাধারমণ ।”

এই মহোৎসব সাত দিবস নিয়মে অস্থগীত হইয়াছিল । এই মহোৎসব দর্শন করিতে আসিয়া সাতশত চোর দস্যু ও ছুক্রিয়াসক্ত সেবক শ্রীশ্রীহরিভক্তিপরায়ন হইয়াছিল । শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয় ছিল । তাঁহাদের অদ্ভুত প্রত্যাব ও মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বহু সংখ্যক খ্যাত নামা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও রাজা নৃসিংহ প্রমুখ বহু সংখ্যক হিন্দুরাজা তাঁহাদের অঙ্গুত প্রত্যাব শিষ্য হইয়াছিলেন । সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় প্রমুখ বহু সংখ্যক দস্যু ও অসংখ্যাবলস্বী লোক শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া পরম বৈষ্ণব ও শান্তিপ্রিয় হইয়া সাধু সঙ্ঘের মহিমা জগন্ প্রচার করিয়াছিলেন । সর্ব গুণেব খনি শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয় অল্প কথায় বর্ণন হইবার নহে । তাঁহার বিস্মৃত বিবরণ শ্রীশ্রীগৌরগণ চরিত রত্নাবলী গ্রন্থে শ্রীবৈষ্ণব প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ।

১৫৩৩ শকের কার্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীলনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় শালোগ্রামনীলা ভ্রমে গঙ্গাজে উপবেশন এবং দুই প্রায় গঙ্গাজে বিশ্রাম করিলেন ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় সম্বন্ধীয় পদ বৎ,—

জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
- প্রেম ভকতি মহারাজ ।
যাঁকো মন্ত্রী, অভিমকবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥
শ্রেম মুকুট মসি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গ হি অঙ্গ বিরাজ ।
নূপ আসন, মেতুরী মাহা বৈঠত,
সাজ হি ভকত সমাজ ॥
সনাতন-রূপ-রূত, গ্রন্থ ভাগবত,
অমুনি করত বিচার ।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জল রস,
পরমানন্দ স্থখ সার ।
শ্রীসঙ্কীর্তন, বিষয় রস উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জ্ঞান ।
যোগ জ্ঞান ব্রত, আদি সার ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান ॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন,
ভার গৌরব করু আপ ।
মাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ ॥
অভকত চোর, দুরহি ভাসি রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ ।
দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস ॥

হেন দিন শুভ পরভাবত ।

শ্রীনরোত্তম নাম, পছঁ মোর গুণ ধাম,
বারে এক স্মৃতি হয় যাতে ।

যাহার মঙ্গলি কাম, শ্রীল কবিরাজ নাম,
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর ॥

ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস, খেতুরী করিলা বাস,
প্রাণ সমতুল কসেবর ॥

নিভ্যানন্দ ঘরগী, শ্রীআছী ঠাকুরাগী,
ত্রিভুবনে পূজিত চরণ ।

যাহার কীর্তন কালে, কধির পুলক মুসে,
দেখি কৈল চৈতন্য স্মরণ ॥

ভাব দেখি আপনি, আছী ঠাকুরাগী,
নাম ধুইলা ঠাকুর মহাশয় ।

পতিত পাবন নাম ধর, ব্রহ্মভে উদ্ধার কর,
তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥

ভুবন মঙ্গল গোরা, গুণে লোক নাথ ভোরা,
হুখে নরাধমে দয়া করি ।

রাধাকৃষ্ণ দীপা গুণ, নিজ শক্তি আরোপণ,
পিয়াইল গৌরাক্ষ মাধুরী ॥

অনুকণ গোরারঞ্জে, বিহরে বৈষ্ণব সঙ্কে,
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গী লৈয়া ।

শ্রীভাগবত আদি, গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি,
নিজ গ্রন্থ গুণ আত্মাদিয়া ॥

জয় জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার ।

জগজন রঞ্জন, কনক বঞ্জ রুচি,
জন্তু মকরন্দ বরিষে অনিবার ॥

ঝলমল বিপুল, পুলক কুল মণ্ডিত,
নিরুপম বদনে নিয়তমুহ হাস ।

টলমল নয়ন, করুণ রস রঞ্জিত,
ছরই শ্রবণ মন বচন বিলাস ॥

নিরুপম তিলক, ললাট মধুর তর,
তুলসী মাল কুল কণ্ঠ উজ্জোর ।

সুবলনি বাহু, ললিত কর পল্লব,
পরিসর উর উপমা নহ ঘোর ॥

কটি তট ক্ষীণ, নীল নব অম্বর,
পীন শ্রবর উরু গঢ়ল স্ফঠার ।

কোমল চরণ, যুগল অতি শীতল,
বিলসিত নরহরি হৃদয় মাঝার ॥

কার্তিক কৃষ্ণা পঞ্চমীতে

শ্রীমন্নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের শোচক ।

ও মোহ করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মুরতি ।।

কিহা সে কোমল তনু, শিরীষ কুমুম জন্তু,
জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি ॥

অলপ বয়স তয়, কোন স্থখ নাহি ভায়,
গোরা গুণ শুনি সদা বুঝে ।

রাজভোগ ভোগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া,
গমন করিলা ব্রজ পুরে ॥

প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে,
 লোক নাথে আসন্ন সমাধিল্য ।
 রূপাকর লোকনাথ, করিলেন আসন্ন সাথ,
 রাখকৃষ্ণ মস্ত্র দীক্ষা দিলা ॥
 নরত্তম চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে স্থবী,
 প্রাণের সমান করে স্নেহ ।
 শ্রীনিবাস আচার্য্য মনে, যে ধর্ম তা কেবা জানে,
 প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ ॥
 শ্রীরাধা বিনোদ দেখি, সদাই জুড়াই আঁখি,
 প্রভু লোকনাথ সেবারত ।
 ভক্তি শাস্ত্র অধ্যায়নে, মহানন্দ বাড়ে মনে,
 পূর্ণ হৈল অভিসাম যত ॥
 প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজ-মণ্ডল হৈতে,
 শ্রীগোড় মণ্ডলে প্রবেশীলা ।
 প্রভু অমুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে,
 তরু গৃহে ভ্রমণ করিলা ॥
 কি বা সে মধুর রীতি, খেতরী গ্রামেতে স্থিতি,
 সেবে গৌর শ্রীরাধা রমণ ।
 শ্রীহলধী কান্তনাম, রাখা কান্ত রমধাম,
 রাখা কৃষ্ণ শ্রীব্রজ মোহন ॥
 এ ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরে হেন,
 শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে ।
 প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্কে, নরোত্তম মহা রঙ্কে,
 ভাসে সদা আনন্দ হিল্লোলে ॥
 নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত,
 প্রেম বৃষ্টি যার সংকীর্ণনে ।
 শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌর চন্দ্র,
 নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে ॥

গৌর গণ প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
 বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্যানি ।
 কি অদ্ভুত দয়াবান্, করে বা না করে দান,
 নির্মল ভক্তি চিন্তামণি ॥
 পাষণ্ডী অসুর গণে, মাতাইলা গৌরা গুণে,
 বিহ্বল হইয়া প্রেম রসে ॥
 আলোকিক ক্রিয়া যাঁর, হেন কি হইবে আর,
 সে না বশ ঘোষে দেশে দেশে ॥
 কহে নর হরি হীন, হবে কি এমন দিন,
 নরোত্তম পদে বিকাইব ।
 সধনে ঢুবাছ তুলি, এতু নরোত্তম বলি,
 কাঁদিয়া ধুলায় লোটাঁইব ॥

শ্রীশ্রীদাস গদাধর ।

খেলা ২৪ পরগণার এড়িঘাট গ্রামে ১৪০৮ কিষ্কা ২ শকে কাৰ্ত্তিকে শুক্লাষ্টমী
 দিনে শ্রীদাস গদাধর জন্ম-গ্রহণ করেন । যিনি শ্রীশ্রীগৌরাদ্ ও নিত্যানন্দ
 প্রভুর শাখাশ্রেণী ভূক্ত ও অভ্যস্ত প্রভাবি গুণ বিশিষ্ট ছিলেন । তাঁহার সঙ্গ গুণে
 বহু সংখ্যক লোক এমন কি মুগলমান ও শ্রীহরি ভক্তি পরায়ণ হইয়াছিলেন ।
 শ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর প্রচারিত ভক্তি প্রচার কার্যে তিনি অভ্যস্ত যত্নশীল ছিলেন ।
 শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়কে তিনি ভক্তি প্রচার কার্যে
 বিশেষ উৎসাহ ও উপদেশ দান করিয়াছিলেন । তিনি শ্রীশ্রীমদ্ব্যহা প্রভু ও
 নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট হইতে আসিয়া শ্রীনবদীপে শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর
 নিকটে বাস করিতে ছিলেন । তদনন্তর কাটোয়াতে (শ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর সন্ন্যাস
 ভূমিতে) আসিয়া শ্রীমদ্ব্যহা প্রভুর সেবা স্থাপন পূর্বক বাস করিতে ছিলেন ।
 কিন্তু সেই সময় তিনি সপার্বদ শ্রীগৌরাদেবর বিচ্ছেদ জনিত দুঃখে অভ্যস্ত
 অর্দ্ধব্রত চিন্ত হইয়া নির্জনেই বাস করিতেন । অনন্তর ১৫০৩শকাব্দে কাৰ্ত্তিক
 কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীগৌরাদেবর সম্মুখে হঠাৎ অদর্শন হইয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীগদাধর দাস সখস্বীয় পদ যথা,—

সুন্দর সুখর গদাধর দাস ।

গুণমণি গৌর সমীপ বিলসত, জন্ম চন্দ্র নিকহি চন্দ্রপরকাশ ॥ ৫৬ ॥
 মৃত্যুর দেহ লেহময় মধুরিম, মাধুরী করু চম্পক-মদ-ধীন ।
 ধৃতি ভয় ভঞ্জনকারী, ভঙ্গীভুবরঞ্জন, কঞ্জ চরণ গতিহীন ॥
 আলস যুত যুথ নেত্র রুচির তর, তরল কিঞ্চিদপি নিমিষ বিডঙ্ক ।
 নিরমল গণ্ডযুগ ঝল কত ললিত, হাস সহ অধর সুরঙ্গ ॥
 অনুভব ন হোই নিরন্তর অন্তর, উপজত পূরব ভাব বহু ভাঁতি ।
 গুপত করত কত, যতন ন গোপন, নরহরি হেরি হসত সুখে মাতি ॥

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ।

অগ্রজ শ্রীল নলিন শ্রীবাস পণ্ডিতের কথা নারায়ণী ঠাকুরাণী সঘন্থে শ্রেম
 বিলাসের ত্রয়োবিংশ বিলাসে এরূপ বর্ণিত আছে যে,—

শ্রীহট, নিবাসী বৈদিক জলধর পণ্ডিত ।
 নবদ্বীপে বাস করে হইয়া সস্ত্রীক ॥
 তাঁর পাঁচ পুত্র হৈল পরম বিদ্বান ।
 রূপেগুণে শীলে ধর্ম্মে অতি গুণবান ॥
 সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ নলিন পণ্ডিত মহাশয় ।
 যাঁহার কন্যার নাম নারায়ণী হয় ॥
 শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত ।
 শ্রীপতি পণ্ডিত আর শ্রীকান্ত পণ্ডিত ॥
 শ্রীকান্তের অম্ব নাম শ্রীনিধি হয় ।
 চারি সহোদর কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয় ॥
 নারায়ণী যবে এক বৎসরের হৈল ।
 মাতা পিতা তাঁর পরলোকে চলি গেল ॥
 শ্রীবাসের পত্নী তাঁরে করেন পালন ।
 নারায়ণী হৈল প্রভুর উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥
 কুমার হট, বাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যেনে ॥
 তাঁর সহিত নারায়ণীর হইল বিবাহ ॥

তাঁর গর্ভে জন্মিলে বৃন্দাবন দাস ।
 তি হৌ হন শ্রীল বেদ ব্যাসের প্রকাশ ॥
 বৃন্দাবন দাস যবে আছিলে নু গর্ভে ।
 তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলি গেল স্বর্গে ॥
 ভ্রাতৃকন্যা গর্ভবতী পতি হীনা দেখি ।
 আনিয়া শ্রীবাস নিজ গৃহে দিল রাখি ॥
 পঞ্চ বৎসরের শিশু বৃন্দাবন দাস ।
 মাতাসহ মামগাছি করিলা নিবাস ॥
 বাসুদেব দত্ত শ্রুতুর কুপার ভাজন ।
 মাতা সহ বৃন্দাবনে করেন ভরণ পোষণ ॥
 বাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাড়ীতে বাস কৈল ।
 নানা শাস্ত্র বৃন্দাবন পড়িতে লাগিল ॥
 নানা শাস্ত্র পড়ি হৈল পরম পণ্ডিত ।
 চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ যাঁহার রচিত ॥
 ভাগবতের অমুরূপ চৈতন্য মঙ্গল ।
 দেখিয়া বৃন্দাবন বাসী ভকত সকল ॥
 শ্রীচৈতন্য ভাগবত নাম দিল তাঁর ।
 বাহা পাঠ করি ভক্তের আনন্দ অপার ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন । এ সম্বন্ধে তিনি
 স্বয়ং যাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন । তাহা এইরূপ, যথা,—

সর্ব শেবে ভূত শ্রুতুর বৃন্দাবন দাস ।
 অবচে ৫ ব পাত্র নারায়ণী গর্ভজাত ॥
 আদ্যাপিত্ত বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধনি ।
 চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্তঃ পঞ্চঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে সমস্ত গ্রন্থ বচনা করিয়াছেন, “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল
 গ্রন্থ” সর্ব আদি এবং বৈকুণ্ঠগণের পক্ষে প্রামাণিক পূজনীয় এবং অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ
 শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীলক্ষ্মণ দাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীবৃন্দাবন
 দাস ঠাকুরের সহিমা এক্ষণে বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

অরে মুঢ় লোক । শুন চৈতন্য মঙ্গল ।
 চৈতন্য মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥
 কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদ ব্যাস ।
 চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস ॥
 বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল ।
 যাহার শ্রবণে নাসে সর্ব অমঙ্গল ॥
 চৈতন্য নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ॥
 যাতে জানি কৃষ্ণ ভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা ॥
 ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার ।
 লিখিয়াছেন ইহা জানি করিয়া উদ্ধার ॥
 চৈতন্য মঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন ।
 সেই মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
 মনুষ্যে রচিত্তে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
 বৃন্দাবন দাস-মুখে বলা শ্রীচৈতন্য ॥
 বৃন্দাবন দাস পদে কোটি নমস্কার ।
 ঐছে গ্রন্থে করি তেহেঁ তারিল সংসার ॥
 নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন ।
 তাঁর গর্ভে জনমিলা দাস বৃন্দাবন ॥
 তাঁর অঙ্ক ত চৈতন্য চরিত বর্ণন ।
 যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥
 অভএব ভজলোক চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
 খণ্ডিবে সংসার দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ ॥
 বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্য মঙ্গল ।
 তাহাতে চৈতন্য লীলা বর্ণিল সকল ॥
 সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন ।
 পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ ॥
 চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার ।
 বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥

বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।
 সূত্রপূত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
 নিত্যানন্দ লীলা বর্ণনে হইল আবেশ ।
 চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
 সেই সব লীলার গুণিতে বিবরণ ।
 বৃন্দাবন বাসী ভক্তের উৎকর্ষিত মন ॥
 মোরে আজ্ঞা করিল সতে করুণা করিয়া ।
 তা সত্তার বোলে লিখি নিলজ্জ হইয়া ॥
 এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন ।
 আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥
 কুলারি দেবতা মোর মদন মোহনে ।
 যার সেবক রঘুনাথ রূপ সনাতন ॥
 বৃন্দাবন দাসের পাদ পদ্ম করি ধ্যান ।
 তার আজ্ঞা লগ্নে লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮মঃ পঃ)

শ্রীবৃন্দাবন দাস বিরচিত গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল” ছিল, কিন্তু শ্রীলোচন দাস ঠাকুর শ্রী নরহরি সরকার ঠাকুরের অসুখাতক্রেমে শ্রীগৌরানন্দ দেবের চরিত্র বর্ণন করিয়া এই গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল” রাখিয়াছিলেন। শ্রীসরকার ঠাকুর লোচন দাসকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার পূর্বে শ্রীবৃন্দাবন দাসের অসুখমতি গ্রহণের নিমিত্ত পাঠাইলে, শ্রীবৃন্দাবন, লোচনদাস কৃত গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল” রাখিয়া, নিজ কৃত গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্য ভাগবত” আখ্যা প্রদান করেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীবৃন্দাবন বাসী গোস্বামীগণ ও এই গ্রন্থের নাম “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল নামের পরিবর্তে “শ্রীচৈতন্য ভাগবত আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। যথা,—

“ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ চৈতন্য মঙ্গল ” ছিল ।

বৃন্দাবনে গোস্বামীগণ চৈতন্য ভাগবত খুইল ॥

(প্রেম বিলাস)

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর ১৫১৮ শকাব্দার কার্তিকী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে দেবদুর্গ গ্রামে শ্রীমহাপ্রভুর মন্দির সম্মুখে অশ্রুপট হইয়াছিলেন ।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর সম্বন্ধে আত্ম শোধনের জন্য স্বচিত্ত দুইটা পদ
যোজনা করিলাম। শ্রীবৈষ্ণবগণ আমার ক্রটী মার্জনাও শোধন করিবেন।

পদ।

জয় নারায়ণী সূত বৃন্দাবন দাস ।
যাহা হৈতে নিতাই গৌরের মহিমা প্রকাশ ॥
চৈতন্য মঙ্গল নামে গ্রন্থ প্রকাশিলা ।
যাহা বৈষ্ণব গণ মহা স্মৃখী হৈলা ॥
শ্রীল কবিরাজ গৌসাগ্রিও যাঁর গুণ গায় ।
যাঁর গুণে বৈষ্ণবের চিত্ত দ্রব হয় ॥
ধন্য গ্রন্থ বিরচিলা দাস বৃন্দাবন ।
যাহা শুনি বৈষ্ণব হয় স্নেহু যবন ॥
বৃন্দাবন কুহ গ্রন্থ চৈতন্য মঙ্গল ছিল ।
শ্রীলোচন দাস হেতু “ভাগবত” আখ্যা হৈল ।
হেন গুণ নিধি ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ।
এ ব্রজ মোহন দাসে কর নিজ দাস ॥

শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শোচক ।

ও মোরে করুণাবান, ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন,
বেদ ব্যাস বলি যাঁর ধ্যান ।
চৈতন্য-নিতাইর গুণ, যে করিলা বর্ণন,
শুনি জুড়ায় বৈষ্ণব পরাণী ॥
কৈলা শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, নাশে সর্ব অমঙ্গল,
সেরা পদে রতি উপজায় ।
নাস্তিক প্যষণ্ডীগণ, কিবা স্নেহু যবন,
যে শুনে তার চিত্ত দ্রব হয় ॥
ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন, যে করিলা বর্ণন,
চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থ নামে ।

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ।

জেলা বর্মানের (বর্তমানে ঐ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) চাকম্পী গ্রামে ১৪৪২ শকাব্দার বৈশাখী পূর্ণিমাতে শ্রীচৈতন্য দাস বিপ্রেয় পুত্ররূপে শ্রীনিবাস জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি নৈশব কাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন । ভক্তগণের মুখে শ্রীপৌরাণদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া ১৪৫৫ শকাব্দায় শ্রীনীলাচলে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমহাশত্রুর দর্শন না পাওয়াতে মনে নিদারুণ ব্যথা পাইয়া শ্রীগে শ্রীনরংরি সরকার ঠাকুরের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন । অনন্তর শ্রীনবদীপে শ্রীশ্রীবিক্রমপ্রয়াঠাকুর গীর নিকট কয়েক বৎসর বাস করিয়া তদীয় আদেশানুসারে খড়মহ শান্তিপুত্র জয়গ ও খানাকুল কৃষ্ণমগরে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের নিকটে গমন করেন । শ্রীঅভিরাম শ্রীনিবাসকে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে শ্রীনরংরি সরকার ঠাকুরের নিকটে প্রেরণ করিলেন । অনন্তর ১৪৮৫ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে জননীর অসুস্থতি লইয়া শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন । তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার অল্পদিন পূর্বে শ্রীনাতন ও শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী অপ্রকট হইয়াছিলেন । অনন্তর শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীব পোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ও অল্প দিনের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া 'শ্রীআচার্য্য' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ক্রমে ক্রমে শ্রীমন্নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সঙ্গে মিলিত ও ভক্তিশাস্ত্রে বিশেষ সুপণ্ডিত হওয়াতে শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণ তাঁহাদিগকে ভক্তি প্রচারার্থ ১৫২৬ শকাব্দার অগ্রহায়ণ মাসে গ্রন্থপূর্ণ গাড়ী সঙ্গে শ্রীগোচরমণ্ডলে প্রেরণ করেন । ধনলেভে দস্যোগণ ঐ গ্রন্থপূর্ণ গাড়ী অপহরণ করিয়া বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাখীর নিকট অর্পণ করে । জয়ান্তরায় সুরকৃতির ফলে প্রাজ্ঞ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সঙ্গলাভ করেন এবং পূর্ব হ্রঃষভ ব বিস্মৃত হইয়া সপরিবারে শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ-পূর্বক তদীয় মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন । সেই সময় হইতে শ্রীগোড় ও উৎকল দেশে শ্রীকৃষ্ণভক্তির প্রেরণার প্রাবিত হইতে লাগিল । শ্রীনিবাস—নরোত্তম ও শ্রামা নন্দের মহিমাশ্রুতে হিন্দু-স্মাধ ভিন্ন বহু সংখ্যক সন্ন্যাস্ত মুসলমান পর্যন্ত হ্রীবৈষ্ণব ধর্মের আত্মকুল্য বিধান করিতেছিলেন । কত সংখ্যক চোর দস্যু ও পার্শ্বভ্য লোক শ্রীবৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া পরম শান্তিপ্রিয় হইয়াছিল, তাহার কথা স্মৃতিপথে উন্নয় হইলেও মনে এক অনির্কচনীয় আনন্দের উদয় হইয়া থাকে । বৃদ্ধবয়সে শ্রীআচার্য্য প্রভু প্রিয় শিষ্য বাচস্পিকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন ।

মল্ল ভূপতি আদি, হরিরসে উনমাди,
 ভেল ঘাঁর করুণা কিরণে ॥
 যত্ন করিয়া অতি, রসলীলাগ্রহ ভতি,
 বৃন্দাবন ভূমি সঞেঃ আনি ।
 রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা, দেশে দেশে প্রচারিলা,
 আশ্বাদন করিয়া আপনি ॥
 এমন দয়াল পছঁ, চক্ষু ভরি না দেখিলুঁ,
 হৃদয়ে রহস শোল ফুটি ।
 এ রাধাবল্লভ দাস, করে মনে অভিসাষ,
 কবে সে দেখিব পদ দুটি ॥

পদ । পাহিড়া ।

জয় প্রেমভক্তিদাতা সদয়-হৃদয় ।
 জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময় ॥
 শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুণ ।
 অসীম করুণাসিঙ্খু পতিতপাবন ॥
 দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর ।
 বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর ॥
 গৌরান্ধ-লীলা যত করে আশ্বাদন ।
 গৌর গৌর গৌর বলি হয় অচেতন ।
 পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে স্মরণিতে নারে
 দুই জনার কণ্ঠ ধরি স্মরণ করে ॥
 এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে ।
 শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে ॥

রাধাপদ স্মধারাম্বি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরা-পদে বাঁবি দিলা চিত ।

শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জ গেহ,
বুঝাইলা যুগল পীরিত ॥

যমুনার কুলে বাই, তাঁর সখী ধাওয়া ধাই,
রাইকানু বিলসই স্মখে ।

এ বীর হাঙ্গীর হিয়া, ব্রজভূমে সদা ধোঁয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥

কাঞ্চিক শুক্লাষ্টমী তিথিতে—

শ্রী শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শোচক ।

(বাটোয়ার শ্রীচীন পদাবলী দৃষ্টে)

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবানু,
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস ।

জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ ॥

চিত্র কহিব কত, চৈতন্যের ভক্ত বত,
তা সস্তার রূপার ভাজন ।

পরম উদার চিত্ত, প্রেমভাবে সদা মত্ত,
চিস্তিত রহয়ে অনুক্ষণ ॥

একদিন রাত্রিশেষে, মহাপ্রভু প্রেমাবেশে,
প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে লঞা ।

শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস-মুখ চাঞা ॥

তুয়া প্রেমে বশ আনি, বিলম্ব না কর তুমি,
শীঘ্র করি যাও বৃন্দাবনে ।

পরম আনন্দ হঞা, আশ্রয় করহ গিয়া,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে ॥

মোর আজ্ঞায় বৃন্দাবনে, শ্রীৰূপ আর সনাতনে,
বর্ণিলেন গ্রন্থ রসসার ।

শুনি তৃপ্ত কর্ণমন, সে সব অমূল্য ধন,
তোমাছারে করিব প্রচার ।

এঁছে রহি কত কণ, হৈলা প্রভু অদর্শন,
শ্রীনিবাস কান্দিয়া উঠিলা ।

দুই প্রভুর আজ্ঞা পাঞা, সর্বত্র বিদায় হৈয়া,
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥

বিচ্ছেদের দুঃখ যত, তাহা বা কহিব কত,
কত দিনে মথুরাতে গেলা ।

শ্রীৰূপাপ্রকটকথা, শুনিতে পাইয়া তথা,
ভূমে পড়ি মুচ্ছিত হইলা ॥

পুন সে চেতন পাঞা, কন্দে ভুঞ্জ উঠাইয়া,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন ।

কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি প্রভুর লীলা,
কি লাগিয়া আছয়ে জীবন ॥

করি এত বিলাপনে, পুন নিজ দেশ পানে,
চলিলেন কান্দিতে কান্দিতে ।

ধৈর্য নাহিক মনে, যার দুঃখ সেই জানে,
অন্য কেহ না পারে বুঝিতে ॥

মহাদুঃখে রাত্রি গেল, শেষে কিছু নিদ্রা হৈল,
আইলেন রূপ সনাতন ।

প্রেমে গরগর অতি, স্নেহে শ্রীনিবাস প্রতি,
কহে অতি মধুর বচন ॥

প্রভুর করুণা তোরে, মহাস্বপ্ন দিলে মোরে,
আর দুঃখ না ভাবিহ মনে ।

শীঘ্র যাও বৃন্দাবন, কর আত্ম-সমর্পণ,
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে ॥

এত বলি অদর্শন, হৈলা রূপ সনাতন,
সেই ক্ষণে আচার্য্য উঠিয়া ।

গেলেন শ্রীহৃন্দাবনে, প্রেমধারা ছনয়নে,
যমুনার তরঙ্গ দেখিয়া ॥

গোবিন্দের শ্রীমন্দিরে, প্রবেশিলা প্রেমভরে,
রূপ দেখি অট্টেভল্য হৈলা ।

শ্রীজীব গোসাত্রিও যত্নে, লইয়া আচার্য্য-রত্নে,
নিজ স্থানে আনিয়া রাখিলা ॥

শ্রীগোপাল ভট্টের পাশে, লৈয়া গেলা শ্রীনিবাসে,
মহাসুখে দীক্ষা করাইলা ।

আচার্য্যের গুরু-ভক্তি, বর্ণিতে নাহিক শক্তি,
সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ হৈলা ॥

এত অনুরাগ যার, কি কব ভজন তার,
গৌর-প্রেমে মত্ত অক্ষুক্ষণ ।

গৌর-প্রেমে সদা ভোরা, ছনয়নে প্রেমধারা,
কাম্পে সদা স্থির নহে মন ॥

প্রিয় নরোত্তম বিনে, সদা চিন্তি রহে মনে,
তিহোঁ আসি আচার্য্যে মিলিলা ।

দৌহার অদ্ভুত লেহ, প্রাণ এক ভিন্ন দেহ,
ভাহে পাঞা আনন্দে ডাসিলা ॥

গোস্বামীর গ্রন্থ যত, আশ্বাদিয়া অবিরত,
অত্যন্ত লম্পট সংকীর্ণনে ।

রাধাকৃষ্ণ-নামগানে, দিবানিশি নাহি জানে,
যাঁর নিষ্ঠা না যায় বর্ণনে ॥

নরোত্তমে লঞা সঙ্গ, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গ,
গোবিন্দের অঙ্গা-মালা পাঞা ।

গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়-মণ্ডলে স্থির হঞা ॥

আচার্য্য আপন গুণে, উদ্ধারিলা তাপীজনে,
 জগ ভরি মহিমা প্রচার ।
 * নরহরি দীনহীনে, না জানি বঞ্চিত কেনে,
 তোম, বিনে কে আছে আমার ॥*

কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে

শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর শোচক । (অক্ষপ্রকার)

কামোদ ।

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবান্,
 আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস ।
 জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
 শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ ॥
 চৈতন্যের প্রিয় যত, করে স্নেহ অবিরত,
 বহিতে কি জানি গুণগণ ।
 অল্প বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুণ চিত্তে,
 চিস্তে সদা চৈতন্য-চরণ ॥
 একদিন রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে,
 নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লঞা ।
 শ্রীনিবাস-পাশে আসি, স্বপ্নহলে হাসি হাসি,
 কহে শ্রীনিবাস মুখ চাঞা ॥
 যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন,
 রচিল বিচিত্র গন্থগণ ।
 তিরিব তোমা দ্বারে, এত কহি বারে বারে
 তিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ ॥
 ছেন কালে শূন্য ভঙ্গ, ধরিতে নায়ে অঙ্গ,
 শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা ।

* উনি প্রভুকে ১৩ কণ ও নরোত্তম-লিঙ্গ গ্রন্থ রচয়িতা ।

নীলাচল গোড় দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে,
 বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥
 কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অল্প দিনে
 মথুরা নগরে প্রবেশিলা ।
 শ্রীকৃপ শ্রীসনাতন, এ দৌহার অদর্শন,
 শুনি তথা মুচ্ছিত হইলা ॥
 কাঁদয়ে চেতন পাঞা, কহে ভূমি লোটাইয়া,
 হা হা প্রভু রূপ সনাতন ।
 কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা,
 কি লাগিয়া রাখিলা জীবন ॥
 ঐছে খেদ যুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন,
 স্বপ্ন ছলে আসি প্রেমাবেশে ।
 শ্রীনিবাসে কোলে লঞা, নেত্র বারি নিবারিয়া
 কহে অতি স্নমুধুর ভাষে ॥
 শীত্ৰ গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্ম সমর্পণ,
 শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে ।
 না ভাবিবে কোন চুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
 ঐছে দেখা দিব ছুইজনে ॥
 এত কহি অদর্শন, হৈলা রূপ সনাতন,
 শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া ।
 প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেম ধরা ছনয়নে,
 বৃন্দাবন শোভা নিরখিয়া ॥
 শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে,
 গোস্বামী গণেরে মিলাইলা ।
 শ্রীকৃপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে,
 শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥
 শ্রীজীব গৌসাত্তির যত, স্নেহ কে কহিবে কত,
 করাইলা শাস্ত্রে বিচক্ষণ ।

কর্ণপুর পরিপূর্ণ, প্রেম রস রসিক,
অনন্ত হরিষ দিন রাতি ।

সুঘড় নৃসিংহ, সিংহ সম বিক্রম,
ভাব প্রবল অবিরত বহু মাতি ॥

শ্রীভগবান্ ভাব ভর ভূষিত,
চতুর শিরোমণি চরিত গভীর ।

গুণ মনি গোকুল গৌর চন্দ্র গুণ,
কৌর্ভনে অনুখন হোত অদীর ॥

শ্রীবল্লভী কান্ত, করুনার্ণব ভক্তি,
প্রচারক অধিক উদার ।

গোপীরমণ, নৃত্য গীত শ্রিয়,
পূজ্য প্রচণ্ড প্রতাপ অপার ॥

দ্বিজ কুল উচ্ছল কারী চক্রবর্তী,
শ্রীশ্যাম দাসাখ্য রূপাল ।

কো সমুৎসব তছু চরিত সুধাময়,
ত্রিভুবন বিদিত স্মকীর্তি বিশাল ॥

রাম চরণ চিত চোর চতুর বর,
পণ্ডিত পরম রূপালয় ঘীর ।

গৌর নিতাই নাম শুনইতে যছু,
বর বর নয়ন যুগলে বরু নীর ॥

শ্রীমদ্যাস বিদিত বিদগধ অতি,
সঘনে জপ তহি স্মধুর হরি নাম ।

রোয়ত খনে খনে কম্প পুলক তহু
লোটত ক্ষিতি নহি হোত বিরাম ॥

শ্রীগোবিন্দ গৌর গুণ লম্পট
ভাসত প্রেম সমুদ্র মাঝার ।

শ্রীশ্রীদাস রসিক জন জীবন,
দীন বন্ধু বশা বিশদ বিথার ॥

বলরাম কহে পুঁছ, দোহার সমান দুহুঁ,
তার মোরে আমিত কাঙ্কাল ॥

শ্রীবলরাম দাস ঠাকুরের বর্ণিত পদ দুইটাকে উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত শ্রীল-
প্রেম দাস ঠাকুর মহাশয় আরো একটা পদ রচনা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের গোড়
গম্বুজ বৃত্তান্ত বাহা বর্ণন করিয়াছিলেন, তাহা ও উঠাইয়া দেওয়া গেল যথা.—

পদ । মঙ্গল ।

চৈতন্য আদেশ পাঞা, নিতাই বিদায় হৈয়া,
আইলেন শ্রীগোড় মণ্ডলে ।

সঙ্কে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্তন বিহার কুতূহলে ॥

রামাই স্মন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্তন রসে ভোলা ।

পানিহাট গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সনে মেলা ॥

সকল ঠকত লৈয়া, গৌর প্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় ।

খাতিত দুর্গত দেখি, হইয়া করুণ অঁখি,
প্রেমরত্ন জগতে বিলায় ॥

হরি নাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈলধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল ।

পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে,
প্রেম দাস বধিত হইল ॥

শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দের প্রীতিউৎপাদন করিয়া নদীয়া কৃষ্ণ
নগরের সন্নিকটবর্ত্তী দোগাছিয়া গ্রামে বাস করেন । তথায় নিত্যানন্দ শ্রীভূৎ

শ্রীশ্রীগৌরগণ বর্তমান রহিয়াছে । শ্রীবলরাম দাস ঠাকুর ২০ বৎসরে ১৫০৭ শকাব্দার অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে দোণাছিয়া গ্রামে অশ্রবট হইয়া-
ছিলেন । (তথায় তাঁহার বংশায়গণ বাস করিতেছেন ।)

শ্রী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ।

জেলা বর্দ্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীখণ্ড গ্রামে ১৪০৩ শকে শ্রীনরহরি বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা কাষ্যানর্বাহ করিতেন । শ্রীমহাপ্রভুর সম্মান গ্রহণের পর শ্রীনরহরি শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস পূর্বক ভক্তি প্রচার কার্যে সর্ব বিষয়ে আত্মকুল্য বিধান করিতেন । সর্ব সাধারণ নিকট তিনি, সরকার ঠাকুর, নামে সুপরিচিত ছিলেন । তিনি লব্ধ সাধারণের বোধগম্য হেতু সরল ভাষায় শ্রীবৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন । শ্রীনিবাস'চাণ্ড্য প্রভুকে এই শ্রীসরকার ঠাকুর নানা প্রকার উপদেশ দানে ভবিষ্যতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার কার্যের দিগ্दर्শন করিয়াছিলেন । ১৫০৩ শকের অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে তিনি শ্রীখণ্ডে গৌর ও গোপীনাথ জীউর সন্মুখ হইতে হঠাৎ অদর্শন হইয়া ছিলেন ।

অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে—

শ্রী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শোচক ।

পদ । ধানন্দী ।

ভুখণ্ড মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাহে পরকাশ ।
ঠাকুর গৌরাজ্ঞ সনে, বিলসয়ে রাত্রি দিনে,
নাম ধরে নরহরি দাস ॥
শ্রীরাধিকার সহচরী, কাপে গুণে আগোণী,
মধুর মধুরী অম্বুপান ।
অবনীতে অবতরি, পুরুষ আনুতি ধয়ি,
পূর্নকৈল চেতন্যের কাম ॥
মধুমতী মধুদানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে,
নু কৈল গৌরাজ্ঞ নাগরে ।

মাভিল সে নিত্যানন্দ, আর সাব ভক্তবৃন্দ,
বেদবিধি পড়িল কাঁফরে ॥
যোগপথ করি নাশ, ভক্ততির পরকাশ,
করিল মুকুন্দ সহোদর ।
পাপিরা শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়,
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥

গোড়দেশে রাত ভুমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে,
মধুমতী প্রকাশ যাহায় ।
শ্রীকুমুদ দাস সঙ্কে, শ্রীরঘুনন্দন রঞ্জে,
ভক্তিহু জগতে লওয়ার ॥
শুনি মধুমতী নাম, নিত্যানন্দ বলরাম,
সপার্বদে দিলা দরশন ।
দেখি অবধৌত চন্দ্র, হইলা পরমানন্দ,
নতি করি বন্দিল চরণ ॥
কহে নিত্যানন্দ রাম, শুনি মধুমতী নাম,
আসিআছি তৃষিত হইয়া ।
এও শুনি নরহরি, নিকাটেতে জল হেরি,
সেই জল শুভ্রনে ডরিয়া ॥
আনিয়া খরিল আগে, মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে,
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় তত্ত্বরণে,
পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥
মধুমতী মগদান, সপার্বদে করি পান,
উনমত্ত অবধৌত রায় ।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভুমে গড়াগড়ি যায়,
এ উদ্ধব দাস রস গায় ॥

নরহরি স্খচতুর কুলরাজ ।
 মাধব তনয়ক, নিয়ড়ে বিরাজত,
 ভঙ্গী স্খসদৃশ অদৃশ জগ মাঝ ॥ ধ্রু ॥
 গৌর বদন বিধু, মধুর হাস যুত,
 তহি যুগল নয়ন সপি বহু রঙ্গ ।
 নাসাতনু সৌরভে, স্খকর্ণ বচনামৃত,
 শ্রবণে চাহ নহু ভঙ্গ ॥
 পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল ঘন,
 নিরখত হিয় মধি অধিক উল্লাস ।
 প্রেমক গতি অতি, চিত্রন অনুভব,
 মানি পূরব ব্রজ বিপিন বিলাস ॥
 ধৈর্য ধরইতে, করত যতন কত,
 রহত ন ধিরজ অধির অবিরাম ।
 মূহুরত দেহ, নেহ ভরে গর গর,
 নিক্রপম চরিত নিছনি ঘনশ্যাম ॥

শ্রীশ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত ।

পণ্ডিত দেবানন্দ শ্রীনবদ্বীপে বাস করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেন ।
 শ্রীগৌরানন্দ দেব অবতীর্ণ হইবার বহু পূর্বে একদা শ্রীবাংস পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ
 নিকটে উপস্থিত হইয়া শ্রীভাগবত পাঠ শ্রবণে প্রেমে অর্ধৈর্ধ্য চিত্ত হইয়া বোধন
 করিতে ছিলেন । শ্রোতাগণ কৃষ্ণ প্রেমের বিকার বৃদ্ধিতে না পারিয়া শ্রীবাংসের
 প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে টানিয়া বাড়ীর বহিঃ করিয়া ছিল । সম্মুখে একপ
 গর্হিত কার্য হইতেছে দেখিয়া ও শ্রীদেবানন্দ এই অজ্ঞায় কার্যের প্রতিবাদ না
 করিতে ভক্ত ও ভক্তি উভয় স্থানে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ হইয়াছিল ।
 তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে একা বর্ণিত আছে যে,—

নবদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ।
 পরম স্খশান্ত দিপ্র মোক্ষ অভিলাস ॥

জ্ঞানবন্ত উপন্বী আজন্ম উদাসীন ।
 ভাগবত পড়ান তথাপি ভক্তি হীন ।
 ভাগবতে মহা অধ্যাপক লোকে ঘোষে ।
 মৰ্ম্ম অৰ্থ না জ্ঞানেন ভক্তিহীন দোষে ॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ একবিংশ অধ্যায়)

শ্রীমহাপ্রভু ৮৭শাধাম হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীনবদ্বীপে সঘৎসর পরিমিত সময় যে সমস্ত আলৌকিত নীলা বিনোদ দ্বারা ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়াও শ্রীমহাপ্রভুতে পণ্ডিত দেবানন্দের বিশ্বাস স্থাপন না হওয়াতে, তিনি শ্রীগৌরাদেবের সঙ্গে শ্রীমৎকীর্তন কার্যে যোগ দান করেন নাই । একদা শ্রীমহাপ্রভু স্বীয় শ্রিয় পরিকর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে বিশারদের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । এই সময় দেবানন্দ পণ্ডিতকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতে দেখিয়া শ্রীমহাপ্রভু বাহা করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে, যথা,—

এক দিন প্রভু করে নগর ভ্রমণ ।
 চারি দিকে যত আগ্র ভাগবত গণ ।
 সার্কর্ভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর ।
 তাহার আশ্রমে গেল প্রভু বিখণ্ডর ।
 সেই খানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ।
 পরম সুশাস্ত বিশ্র মোক্ষ অভিলাষ ।
 নৈবে প্রভু ভক্ত সঙ্গে সেই পথে যায় ।
 যেখানে তাহার ব্যাখ্যা শুনিবায়ে পার ।
 সৰ্ব্ব ভূত হৃদয় জানয়ে সব ত্ব ।
 না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তি যোগের মহত্ব ।
 কোপে যগে প্রভু বেটা কি অর্থ বাথানে ।
 ভাগবত অর্থ কোন জন্মে ও না জানে ॥

* * * * *

কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ ।
 মহা ক্রোধে কিছু তারে কহে গৌর চন্দ্র ।
 অহে অহে দেবানন্দ বলিযে ভোঁমায়ে ।
 তুমি এবে ভাগবত পড়াও শ্বায়ে ॥

যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ ।
 হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥
 কোন অপরাধে তারে শিষ্য হাখাইয়া ।
 বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥
 শুনিয়া বচন দেবানন্দ বিজয়র ।
 লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর ॥
 ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বস্তর ॥
 ছুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজঘর ।

(১৫: ভা: ম: ২১ অ:)

অনন্ত । শ্রীমহাপ্রভু সম্মান করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করিলে পর, একদা শ্রীবক্রেত্বর পণ্ডিত শ্রীনবদীপে আগমন পূর্বক পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে পণ্ডিত দেবানন্দ বৃষ্টিতে পারিয়া ছিলেন যে, “শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই ব্রহ্মস্মনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহ নহেন।”

এদিকে শ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিদ্যানগরে বিদ্যা বাচস্পতি-গৃহে থাকিয়া তদনন্তর যখন নদীয়া নগরের সাড়ে চারি মাইল দক্ষিণ দিকে, হাটডাঙ্গা গ্রামের অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে ও বিদ্যা নগরের অল্পদূর ছয় মাইল অগ্রিকোণে প্রাচীন গঙ্গার দক্ষিণ তীরসংলগ্ন কুলিয়ায় (সপ্ততি সাত কুলিয়া নামে প্রসিদ্ধ) শ্রীমাধব দাস বিশ্র (ন'মান্তর ছকড়ি চটে, পাখায়) গৃহে সাত দিবস অবস্থিত ছিলেন, তথায় পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব অপরাধ হইতে নিমুক্তি লাভ করিয়া শ্রীমহাপ্রভু পাঠে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৪৩৫ শকাব্দার পৌষ মাসের তৃতীয় একাদশী তিথিতে সংঘটিত হইয়া ছিল। * শ্রীমহাপ্রভু কুলিয়াতে সাত দিবস বাস করিয়া ছিলেন গতিকে পরবর্তী সময়ে এই স্থান “সাত কুলিয়া” নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থানের অপরাধ “কুলিয়া প'হাড়া” ছিল। শ্রীমাধব দাস বিশ্রের পুত্র শ্রীবংশীবন্দন এই স্থানে ১৪১৬ শকাব্দার চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঘনা পাড়ার বর্তমান গোস্থায়ী গণ শ্রীবংশীবন্দনের বংশধর বলিয়া পরিচিত। শ্রীবংশীবন্দন শ্রীনবদীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরানীর সেবা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কাঁচড়া পাড়ার নিকট বর্তী “কুলে” নামক স্থানে পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জনর পাট নামে বাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চিরস্থির

রাখিতে হইলে, শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণিত প্রমাণটী সৰ্ব্ব প্রথমে প্রমাণীত করা উচিত যে, শ্রীভাগিরথী দ্বারা নদীয়া নগর বিহা “নদীয়া জেলার” কোন সীমা নিরূপিত আছে কি না ।

“সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায় ।”

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩য়ঃ অধ্যায়)

এই কথা টি যদি বর্ণিত ও নির্নিত না থাকিত, ভাঙ্গা হইলে কুলিয়ার স্থিতি নির্ণয় সম্বন্ধে এত আলোচনা করিবার আশঙ্কক হইত না । বিশেষতঃ যে কুলিয়াতে গণিত কুষ্ঠরোগী গোপাল চাণাল ও কুলবধুগণ প্রভৃতি সকলেই শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, সেই কুলিয়া যে নদীয়া নগরের সন্নিকটবর্তী অথচ বিদ্যানগরের একতীরবর্তী স্থান না হইয়া নবদ্বীপ হইতে ৩৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত ছিল, এই কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব ।

কুলিয়া ও দেবানন্দ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে যাহা বর্ণিত আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত উঠাইয়া পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল, যথা,—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র নীলাচল হইতে ।

গোড় দেশে আসিয়া হইলা উপনীতে ॥

গোঁড়ে আসিয়া শ্রীম প্রভু গৌররায় ।

প্রথমে রাঘবের ঘরে পানিহাটী যায় ॥

সেথা হৈতে কুমার হটে করিলা গমন ।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা নিরীহন ॥

তথা হৈতে বাসুদেব শিবানন্দ ঘরে ।

অবস্থিতি করি প্রভু গেলা শান্তিপুরে ॥

অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে ভিক্ষা নিরীহণ ॥

সেথা হৈতে কুলিয়ায় করিলা গমন ॥

মাধব আচার্য্য গৃহে হৈলা উপস্থিতি ।

সাত দিন তাঁর গৃহে করিলা বসতি ॥

সাত দিন ভরি যত নবদ্বীপ বাসী ।

গৌরাজ্ঞে দেখয়ে আনন্দ সায়েরেতে ভাসি ॥

* প্রেম বিলাস গ্রন্থে চতুর্বিংশ বিলাসে শ্রীমহাপ্রভুর কুলিয়া আগমনের ক্রম এতদূর বর্ণিত আছে যে,—

নবদ্বীপ আদি সর্ব্ব দিকে হৈল ধ্বনি ।
 বাচস্পতি ঘরে আসিলেন স্নানসীমণি ॥
 কনেকে আইল সব লোক খেয়া ঘাটে ।
 খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥
 সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয় ।
 করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥
 হেন মতে গঙ্গাপার হই সর্ব্ব জন ।
 সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥
 সবালই আইলেন আপন মন্দিরে ।
 লক্ষ কোটি লোক মহা হরিধ্বনি করে ॥
 হরি ধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে ।
 হইলেন বাহির পরম ভাগ্য বশে ॥
 ঐযৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রাতি ।
 আশীর্বাদ করেন কৃষ্ণেতে হটক মতি ॥
 ভজ কৃষ্ণ জপকৃষ্ণ লও কৃষ্ণ নাম ।
 কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥
 দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্র বদন ।
 হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন ॥
 নানা দিক থাকি লোক আইসে সদায় ।
 শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘবে নাহি যায় ॥
 নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর ।
 লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর ॥
 বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া ।
 কান্দিতে লাগিল উর্দ্ধ বদন করিয়া ॥
 হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
 বাচস্পতি কর্ণ মূলে কহিলা বচন ॥
 চৈতন্য গোসাঞিও গেলা কুলিয়া নগর ।
 এবে যে জুযায় তাহা করহ সঙ্গর ॥

সর্বলোক হরি বলি বাচস্পতি সঙ্গে ।

সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারঙ্গে ॥

কুঙ্গিয়া নগরে আইলেন স্মাসীননি ।

সেই ক্ষণে সর্ব দিকে হৈল মহাধনি ॥

সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুঙ্গিয়ায় ।

শুনি মাত্র সর্বলোক মহানন্দে ধায় ॥

গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি ।

কোলাকুলি করিয়া করেন হরিধনি ॥

অনন্ত অর্ক্ষুদ লোক করে হরিধনি ।

বাহির না হয় গুপ্তে আছে ন্যাসী মনি ॥

ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি ।

ডিহোঁ নাহি পায়েন শ্রভুর কোথা স্থিতি ॥

কতক্ষণে তখি বাচস্পতি একেশ্বর ।

ডাকিয়া আনিল শ্রভু গৌরাক্ষ-নন্দন ॥

যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা ।

দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা ॥

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।

দৃঢ় করি ধরিলেন শ্রভুর চরণ ॥

দ্বিজবলে শ্রভু মোর এক নিবেদন ।

আছে তাহা কহি যদি ক্ষণে দেহ মন ॥

ভক্তির প্রভাব মুক্তিও পাপী না জানিয়া ।

বৈষ্ণব করিলু নিন্দা আপনা খাইয়া ॥

শুনি শ্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন ।

হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচী-নন্দন ॥

যে মুখে করিল তুমি বৈষ্ণব নিন্দন ।

সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব বন্দন ॥

বিপ্রেরে করিতে শ্রভু তত্ত্ব উপদেশ ।

ক্ষণেকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥

গৃহ বাসে যখন আছিল গৌরচন্দ্র ।
 তখনে যতে চ করিলেন পরানন্দ ।
 সেই সময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে ।
 নহিল বিশ্বাস না দেখিল তে কারণে ॥
 সম্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিল ।
 তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিল ॥
 দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগ্যবশে ।
 রহিলেন তাঁহার আশ্রমে প্রেমরসে ।
 তাঁর সঙ্গে থাকি তান শুনিয়া প্রকাশ ।
 তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস ॥
 বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভাবে ।
 গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিল অনুরাগে ॥
 বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ।
 দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিদ্যমান ॥
 প্রভু ও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা ।
 বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিল ॥
 পূর্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ ।
 সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিল প্রসাদ ॥
 কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
 হেন নাহি ধারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য স্তবীয় অঃ)

কবি জয়ানন্দ কৃত চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীদেবানন্দ নবদ্বীপ বাসী ভক্তগণের সঙ্গে কুলিয়ায় আসিয়াছিলেন, যথা,—

রাজ পণ্ডিত সনাতন আচার্য্য পুরন্দর ।
 শ্রীগর্ভ পণ্ডিত কাশীনাথ শুক্লায়র ॥
 নন্দন আচার্য্য দেবানন্দ আচার্য্য । ইত্যাদি ।

বর্ণিত বচনগুলি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে (১) দেবানন্দ পণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপবাসী ছিলেন । (২) কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপের সমীপে গঙ্গার পর পায়ে

ছিল। (১) দেওয়ানস্ব পণ্ডিতের সঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মান গ্রহণের পূর্বে কোন সংস্রব ছিল না। (২) শ্রীনবদ্বীপ হইতে শ্রীদেওয়ানস্ব কুলিয়া গ্রামে শ্রীমহাপ্রভু নিকট আসিয়া ছিলেন। (৩) বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ ও কুলিয়া গঙ্গার এক তীরে ছিল। (৪) কুলিয়া ও বাচস্পতির গৃহ অধিক ব্যবধানে ছিল না। যদি বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া ৩৮ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপ বাসী সমাগত লোক সকলকে এক সঙ্গে করিয়া কুলিয়া গমনের চেষ্টা করিতেন না এবং ক্ষণমাত্রে পৌছিতে পারিতেন না। (৫) গঙ্গা বিদ্যানগরের নিকট দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। নতুবা শ্রীবাচস্পতি মহাশয় নৌকাসমূহ করিতেন না।

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বচন ষথা,—

“কুলিয়া গ্রামে কৈলা দেওয়ানস্বেরে প্রসাদ ।

গোপাল বিপ্রেয় কুমাইলা অপরাধ ॥

মাধব দাস গৃহে তথা শচীর নন্দন ।

লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দরশন ॥

সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা ।

সব অপরাধীগণে প্রকারে তারিলা ॥”

(চৈঃ চঃ)

শ্রীমহাপ্রভুর সাত দিবসের বিশ্রাম স্থান বলিয়া, এই স্থান শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তগণ দ্বারা “সাত কুলিয়া” নামে প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বর্ণন করিয়াছেন যে,—

“গঙ্গান্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া ।

পথ ক্রমে উত্তরিল নগরকুলিয়া ॥

প্রভু আগমন শুনি নবদ্বীপ লোক ।

পুনঃ নেউটিয়া পাসরিল দুঃখ শোক ॥

হাহা গৌরচন্দ্র বলি অনুরাগে ধায় ।

কুলবতী ধায় তারা পাছু নাহি চায় ॥

বিহ্বল চেতনে শচী ধায় উর্দ্ধ মুখে ।

আলুইল কেশ বস্ত্র নাহি রয় বৃকে ॥

প্রভুরে দেখিয়া বলে শুনরে নিমাত্ৰিঃ ।
 ঘরে আইস বাপু সন্ন্যাসে কাজ নাই ॥
 মায়ের বচনে প্রভু আস্ত ব্যস্ত হৈয়া ।
 মায়েরে জিনিতে নারি উভরয়ে দয়া ॥
 ময়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ ।
 বার কোণা ঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ ॥
 শুক্রায়ব ব্রহ্মচারী ঘরে ভিক্ষা কৈল ।
 মায়ে প্রণমিয়া প্রভু প্রভাতে চলিল ॥*

(চৈঃ মঃ)

কুলিয়া সম্বন্ধে শ্রীভক্তি বহাববের প্রমাণ, যথা,—

“গঙ্গার পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ।
 দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখ ক্ষয় ॥
 পূর্বে অন্তর্দ্বীপ সীমান্ত দ্বীপ হয় ।
 গোদ্রুম দ্বীপ মধ্যদ্বীপ এ চতুষ্ঠয় ॥
 কোল, ঋতু জহু দ্বীপ, মোদক্রম আর ।
 রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥*

(ভ: ব: বা: ভ:)

অতএব কোলদ্বীপ বা কুলিয়া, গঙ্গার পশ্চিমতীরে একটা দ্বীপ বিশেষ । এই স্থান হাটডাঙ্গা গ্রামের অর্ধ মাইল দক্ষিণ ভাগে গঙ্গার পয় পারবর্তী গ্রাম বিশেষ । উহা পাহাড় পুর নামেও বিখ্যাত ছিল । যথা,—

“হাট ডাঙ্গা হৈতে ঈশান লইয়া শ্রীনিবাসে ।
 কুলিয়া পাহাড় পুর গ্রামেতে প্রবেশে ॥
 পূর্বে কোল দ্বীপ পর্বতাখ্য এ প্রচার ।
 এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার ॥
 পর্বত প্রমাণ কোল বিশ্রে দেখা দিল ।
 এই হেতু কোলদ্বীপ পর্বতাখ্য হৈল ॥*

(ভঃ রঃ)

অতএব যে কারণে কুলিয়া “পার্কতাখা” প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার ও প্রাণ পাওয়া গেল। এই স্থানে শ্রীবংশীবন্দনের জন্য উপলক্ষে প্রেম দাস বিবর্তিত পদের এক অংশ উঠাইয়া দেওয়া গেল। যথা,—

“নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাভেজা কুলীন সম্বান।”

আবার বংশীবিকাশ নামক বাঘনাপাড়ার গ্রামে বর্ণিত আছে যে,—

“নবদ্বীপ সম্মিথানে সজ্জন সেবিত।
কুলিয়া নামেতে গ্রাম সদা সুশোভিত।
তথায় মাধব নামে ছিল দ্বিজবর।
ছকড়ি বলিয়া তাঁরে জানে সব নর।”

শ্রীচৈতন্য চরিত'মৃত গ্রন্থে ষাঠ্যকে “শ্রীমাধব দাস” নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকেই শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী “মাধব দাস বিপ্রস্ব বাট্যাং” বলিয়া শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার এই “সাতকুলিয়া” গ্রামে যে শ্রীবংশীবন্দন জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা বাঘনা পাহাড়ার চৌজিশ জন গোস্বামীর নাম স্বাক্ষরিত পত্রী দ্বারা ও (নবদ্বীপ দর্পণগ্রন্থে) প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব পণ্ডিত শ্রীদেবানন্দ যে এই “সাত কুলিয়া” গ্রামে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিত এই কুলিয়াতে অপরাধ বিমুক্ত হওয়ার, এই স্থানই প্রকৃত পক্ষে অশ্রাদ্ধ ভঙ্গনের পাট”। এই স্থানেই শ্রীদেবানন্দ পৌষ কৃষ্ণা একাদশীতে ১৪৬৫ শকে তিরোধান হইয়া ছিলেন।

শ্রীবান্ধবের সর্বভৌম ও বিদ্যাভাচম্পতি এই দুই ভ্রাতা শ্রীশমস্বরের বিশারদের পুত্র ছিলেন। শ্রীনীলাশ্বর চক্রবর্তী ও বিশারদ মহাশয় পরম্পর সহযোগী

ছিলেন। শ্রীমদেখর বিনায়ক মহাশয় নবদ্বীপবাসী (অর্থাৎ বোম কোমি নবদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত “বিদ্যানগর” নামক প্রসিদ্ধ স্থান বাসী) ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণে করিয়া নীলাম্বর শ্রীসার্কভোম নিকট উপস্থিত হইলে, শ্রীগোপীনাথচার্য্য ও সার্কভোমে যে আলাপ প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত্তে এক্ষণ বর্ণিত আছে। বখা,--

“গোপীনাথ আচার্য্যে কহে সার্কভোম ।
 গোপীনাথের জানিতে চাই কাহা পূর্বাশ্রম ॥
 গোপীনাথচার্য্য কহে নন্দীপে ঘর ।
 জগন্নাথ নাম পদবী মিশ্র পুরন্দর ॥
 বিশ্বস্তর নাম ইহার তাঁর ইহেঁ পুত্র ।
 নীলাম্বর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥
 সার্কভোম কহে নীলাম্বর চক্রবর্তী ।
 বিশ্বাসদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি ॥
 মিশ্র পুরন্দর তাঁর সন্ত হেন জানি ।
 পিতার সম্বন্ধে দোহা পৃথ্য হেন মানি ॥
 নদীয়া সম্বন্ধে সার্কভোম তুষ্ঠ হৈলা ॥”

(টেঃ চঃ মঃ যষ্ঠ পঃ)

শ্রীবাসুদেব সার্কভোম যে বিদ্যানগর বাসী ছিলেন, সে সম্বন্ধে শ্রীমদেখর প্রকাশের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, (শ্রীমদেখর প্রভু নিকটে শ্রীগৌরগণ ও শ্রীগোপীনাথ বলিতেছেন,) “গৌর কহে শুন গুরু বেদ পঞ্চানন । বিদ্যানগর হইতে আইহ্ন তোমার সদন ॥ স্মদর্শন স্থানে ষড়্দর্শন পড়ি দুই বর্ষে । তবে গৌরগণ বাসুদেব সার্কভোম পাশে ॥ তাঁর স্থানে তর্কশাস্ত্র পড়ি দ্বিবৎসরে । এবে তুমি পাশে আইলাম বেদ পড়িবারে ॥” (অঃ প্রঃ ১১৮ গৃষ্ঠা দ্বাদশ অধ্যায় ।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী । *

শ্রীরূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা “অনুপম” নামান্তর শ্রী-ললভের পুত্র শ্রীজীব ১৪২৮ শকাব্দার রামকেশী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । শ্রীজীব বাল্য কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ ছিঃসন ও শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মূর্তি সঙ্গে লইয়া খেলা করিতেন । তাঁহার এই সমস্ত অপূর্ব চেষ্টা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত বিমুগ্ধ চিত্ত হইতেন । বাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠা পরম ভাগবত, তাঁহাদের গৃহে যে শ্রীজীবের জন্ম বৈষ্ণব রত্ন জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহাতে বিস্ময়াস্বীত হইবার কোন কারণ নাই । শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন লাভের পর, যখন শ্রীরূপ, অনুপম ও সনাতন বিষয় কার্য্য পরিচ্যায় করিয়া ১৪৩৬ শকাব্দার শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়া ছিলেন সেই সময়ে শ্রীজীবের বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র ছিল । শ্রীজীবের যদিও কোন রূপ সাংসারিক অভাব ছিলনা, তথাপি তিনি সমস্ত সময়ে বিশেষ চিন্তিত থাকিয়া বিষয় কার্য্যে একে বায়ে উদাসীন হইয়া পড়িলেন । অল্প সময়ে বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ভক্তি শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর এক দিবস রাত্রে এক অপূর্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়া শ্রীজীব বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীনবদীপে শ্রীমণ্ডিত্যানন্দ প্রভুর নিকট গমন করেন । শ্রীমণ্ডিত্যানন্দের পদরজ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীজীব শ্রীবৃন্দাবনে গমন পূর্বক শ্রীরূপসনাতনের কৃপা লাভ করিয়া ভক্তি শাস্ত্রে অধিতীয় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন । শ্রীজীবের গুণে শ্রীবৃন্দাবন বাসী গোস্বামীগণ অত্যন্ত সুপ্রসন্ন হইয়া ছিলেন । মহামুগ্ধব শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা গুণে সুপণ্ডিত হইয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীগোড় মণ্ডল ও উৎক দেশ, শ্রীমহাপ্রভু প্রবর্তিত ভক্তিঃশ্রায় প্রাবিত করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা কার্য্যে শ্রীজীব গোস্বামীর অসাধারণ শক্তি ও প্রতিপত্তি ছিল । তাঁহার মহিমা গুণে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চিংগোরবাসিত হইয়াছেন । সর্ব গুণখনি শ্রীজীবের বিমল চরিত্র অল্প কথায় বর্ণিত হইবার নহে । তিনি ১৫২৯ শকাব্দার পৌষী শুক্লা তৃতীয়াতে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধালামোদরজীউর সম্মুখে অপ্রকট হইয়াছিলেন । তথায় তাঁহার সমাধি মন্দির রহিয়াছে ।

* প্রেম বিলাস গ্রন্থের এঘোবংশ বিলাসে শ্রীজীব গোস্বামী সম্বন্ধে একুণ্ণ বর্ণিত আছে, যে,—

“বলভের পুত্রের নাম শ্রীজীব গোস্বামী ।
বাঁহার সমান পণ্ডিত কোন দেশে নাই ॥

তাঁর অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ভুবন মোহিনী ।
 ষাঁর কৃত দর্শন সন্দর্ভ সর্বসম্বাদিনী ॥
 সন্দর্ভের পরিশেষ সর্বসম্বাদিনী ।
 অতি উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম বিখ্যাত অবনী ॥
 সর্ব দর্শনের বিচার সন্দর্ভে করিলা ।
 অদ্বৈত বাদ বিচারাদি সর্বসম্বাদিনীতে বর্ণিলা ॥
 সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হৈলা শাস্ত্র কর্তা ।
 মাতারে জিজ্ঞাসে পিতৃব্যের বারতা ॥
 মাতা বোলে বাবা তোমার জ্যেষ্ঠা ছুই জন ।
 বৈরাগী হইয়া ব্রজে করয়ে ভজন ॥
 ভাগবত ব্যাখ্যাটিকা ভক্তি গ্রন্থের রচন ।
 সর্বদা করয়ে নাম কৃষ্ণ আরাধন ॥
 কৃষ্ণ ভক্তি শিক্ষা দেয় করে আচরণ ।
 যে দেখে সে হয় কৃষ্ণ ভক্তিতে মগন ॥
 এমন বৈরাগ্য দোহার কহনে না যায় ।
 যে দেখে সে পড়ে গিয়া তোমার জ্যেষ্ঠার পায় ॥
 ডোর কোপীন পরি বহির্কাসে আচ্ছাদন ।
 ভিক্ষা করি করে উন্নরামের সংস্থান ॥
 ডোর কোপীন বহির্কাস কি রূপেতে পরে ।
 কৈছে ভিক্ষা কারি অন্ন সংগ্রহ বা করে ॥
 মাতা বলে মস্তক মুণ্ডিয়া শিখা রাখে ।
 ডোর কোপীন পরি তাহা বহির্কাসে ঢাকে ॥
 করঙ্গ হাতে নিয়া মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য বলি বনে বনে ফিরে ॥
 মাতৃ বাক্য শুনি জীব তাহাই করিল ।
 ভিক্ষা করি বোলে মা এই রূপ কিনা বোল ?
 মাতা বলে বাপ তোমার জ্যেষ্ঠতা তদ্বয় ।
 এই রূপে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করয় ॥

মাতা বোলে বাপ তোমার দেখি এই বেশ ।
 আমার মনেতে কষ্ট হয় সবিশেষ ॥
 জীব বোলে মাতা তুমি দুঃখ না ভাবিবে ।
 তোমার রূপাতে মোর সৰ্ব্ব দুঃখ বাবে ॥
 বেশ জানাইয়া মোর কৈলা উপকার ।
 তোমা হৈতে সন্ত কুল হইল উদ্ধার ॥
 এত বোলি জীব বৃন্দাবনে চলি গেল ।
 শ্রীরূপের স্থানে গিয়া দীক্ষিত হইল ॥
 বৃন্দাবনে সদা জীব করয়ে ভজন ।
 করিলেন ষট্ সন্দর্ভ গোস্বামী দর্শন ॥
 পহিলা এক দীক্ষিজয়ী আইলা বৃন্দাবন ।
 তাঁহার নাম হয় রূপ নারায়ণ ॥
 বিচারে শ্রীজীব স্থানে পরাজিত হৈল ।
 শ্রীচৈতন্য মতে পরে দীক্ষা সত্ত্ব নিল ॥
 কিছু দিন পরে আর এক প্রবল পণ্ডিত ।
 বৃন্দাবনে আসিয়া হইল উপস্থিত ॥
 রূপ সনাতন হৈতে জয় পত্র নিল ।
 শ্রীজীব গোস্বামীর মনে ক্রোধোদয় হৈল ॥
 বিচারে সেই পণ্ডিতের পরাজয় করি ।
 সমুদয় জয় পত্র আনিলেন কাড়ি ॥
 বিষম হইয়া পণ্ডিত রূপ স্থানে আইল ।
 জয় পত্র দিয়া রূপ সন্তুষ্ট করিল ॥
 শ্রীরূপ ডাকিয়া কহে শ্রীজীবের প্রতি ।
 অকালে বৈরাগ্য বেশ ধরিলে মূঢ় মতি ॥
 ক্রোধের উপরে ক্রোধ না হৈল তোমার ।
 তে কারণে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
 গুরু বর্জ্য হএগা জীব সুবিষম মনে ।
 প্রবেশ করিলা ব্রহ্মাণ্ড নির্জন কাননে ॥

ভক্তি সর্বসম্বাদিনী গ্রন্থ বিরচিলা ।
 গুরু রূপ সনাতনের নাম না লিখিলা ॥
 অতি দুঃখী আছে জীব কৃষ্ণ হৈল কার ।
 দৈবে সনাতন দেখি নিকটেতে যায় ॥
 সনাতনে দেখি জীব প্রণাম করিলা ।
 সাস্বনা করি জীবে সনাতন আশ্বাসিলা ॥
 সনাতন গিয়া রূপে কহে এক কথা ।
 জীবের কর্তব্য মোরে বলহ সর্বথা ॥
 রূপ বলে গোসাঞিঃ তুমি সভ জান ।
 জীবে দয়া নামে রুচি ইহা তুমি মান ॥
 সনাতন শোলে দয়া কেনবা না হয় ।
 হাসি রূপ গোসাঞিঃ বোলে তুমি দয়াময় ॥
 রূপ গোসাঞিঃ বোলে যবে ভোমার দয়া হৈল ।
 অপরাধ নাঞিঃ আমি ভারে রূপা কৈল ॥
 এত বলি শ্রীজীবে আনিয়া ততক্ষণ ।
 তার মাথে দৌহে ধরিলা শ্রীচরণ ॥
 রূপা পাইয়া জীব ক্রমসন্দর্ভাদি গ্রন্থ ।
 রচনা করিল মনের আনন্দে একান্ত ॥*

(প্রেঃ বিঃ ২৩ বিঃ)

শ্রীজীব গাম্বামী সম্বন্ধীয় পদ ।

যথা ।

পদ । সুহই ।

অরূপ তনয়, সদয় হৃদয়, শ্রীজীব গোসাঞিঃ পছঁ ।
 বিতর প্রসাদ, কর আশীর্বাদ, ভব পদে মতি রছঁ ॥
 ভক্তি গ্রন্থ সুধা, বিতরিয়া কুধা, জগতের কৈলা দূর ।
 ভব সমজানী, না জানি না শুনি, পণ্ডিতের তুমি ঠাকুর ॥

আবাল্য বৈরাগী, ভক্তি অনুরাগী, ভাসি ভগবৎ প্রেমে ।
 লইয়া খেলিতা, লইয়া শুইতা, নিজে গড়ি বলরামে ॥
 তুলসীর মানে, সাজাইতা গুলে, পরিতা ভিলক ভালে ।
 রাধা কৃষ্ণ নাম, জপি অবিরাম, ভাসিতা নয়ান জলে ॥
 দেখি তব দৈন্ত, নিতাই চৈতন্য, স্বপনে দিলেম দেখা ।
 সেই হেতে গৌর, প্রেমে হৈয়া ভোর, ছাড়িলা সংসার একা ॥
 প্রেম কল্পতরু, অবধূতে গুরু, করিয়া তাঁর আদেশে ।
 কৈলা ব্রজে বাস, এ উদ্ধব দাস, আছে তুয়া পদ আশে ॥

পদ । বেলোয়ার ।

জপ সনাতন সঙ্কে শ্রী দ্বীপ গৌসাগ্রিও ।
 কত ভক্তি গ্রন্থ লেখে লেখাজোখা নাই ॥
 মনের বাসনা আশ্র শুদ্ধির কারণ ।
 কতিপয় গ্রন্থ নাম করিব বর্ণন ॥
 গোপাল বিরুদাবলী, কৃষ্ণ পদ চিত্র ।
 শ্রীমাধব মহোৎসব, রাধা পদ চিত্র ॥
 শ্রীগোপালচম্পু আর রসামৃত শেষ ।
 কৃপাস্বর্ধি স্তব সপ্ত * সন্দর্ভ বিশেষ ॥
 সূত্র মালা, ধাতু সংগ্রহ, বৃষ্ণর্চন ।
 সঙ্কল্প কল্প বৃক্ষ, হরি নাম ব্যাকরণ ॥
 নিখিল লিখিলা গ্রন্থ কত কব নাম ।
 খুলিলা ভক্তির দ্বার কহে বলরাম ॥

পৌষ শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে—

শ্রী শ্রীজীব গোস্বামীর শোচক ।

(বড়ারী)

শ্রীজীব গোসাত্ত্বিক মোর, প্রেম রত্ন সাগর,
ওহে প্রভু রূপা কর মোরে ।

মুগ্ধে ত পামর জনে, বড় সাধ করি মনে,
তুয়া গুণ গাইবার ভরে ॥

শ্রীরূপ শ্রীমনাতন, অল্পমম স্মমধ্যম,
রাম পদে দৃঢ় ঝাঁর মতি ।

কঁটার ভনয় জীব, সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
প্রকাশিল শ্রীরূপ সঙ্গতি ॥

দৈবাগ্য জন্মিল মনে, রাজ্য ছাড়ি সেই কণে,
চলিল শ্রীনবদ্বীপ পুরী ।

প্রভু নিত্যানন্দ দেখি, ছল ছল করে আঁপি,
পাড়িল চরণ যুগে ধরি ॥

মস্তকে চরণ দিয়া, দুই বাহু পশারিয়া,
উঠাইয়া করিলেন কোলে ।

প্রেমে গদ গদ হএয়া, দৈন্য ভাব প্রকাশিয়া,
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে ॥

প্রভূনিত্যানন্দ নাম, জগতের পরিত্রাণ,
সব জীবে আনন্দ করিলা ।

মো হেন পতিত জনে, রূপা কৈলা নিজ গুণে,
ব্রজার ছল ভ পদ দিলা ॥

মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন ব্রজ ভূমে,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন ।

শ্রীমুখের আজ্ঞাপাএয়া, আনন্দ হইল হিয়া,
ব্রজপুরে করিলা গমম ॥

কৃষ্ণ নাম সদা মুখে, নেত্র জল বহে বৃকে,
এই রূপে পথে চলি যায় ।

প্রভু রূপ সনাতন, কবে পাব দরশন,
প্রাণ মোর রাখ মহাশয় ॥

কতু ভোজন জলপান, কতু চানা চর্কণ,
কত দিনে মথুরা পাইলা ।

দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি,
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা ॥

বমুনাতে কৈল স্নান, করি কিছু জল পান,
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস ।

প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে, দেখি রূপ সনাতনে,
প্রভু সব পুরাইল আশ ॥

শ্রীগোপাল চম্পু নাম, গ্রন্থ কৈল অনুপাম,
ব্রজনিত্যলীলা-রসপুর ।

ষট্ সন্দর্ভ আদি করি, বাহাতে সিদ্ধাস্ত ভরি,
পড়ি শুনি ভক্ত হৈলা হর ॥

উচ্ছল প্রেমের তনু, রসে নিরমিলা জন্ম,
ভাব-অলঙ্কার সব অঙ্গ ।

পড়িতে শ্রীভাগবত, ধৈর্য না ধরে চিত,
সাত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ ॥

যুগল ভজন সার, বিলাসই সদা ধার,
বৃন্দাবন বিহার সদাই ।

গোলোক সম্পূর্ণ করি, তাহাতে সে প্রেম ধরি,
সম্বরণ করিল গৌসংগ্রহ ॥

মুক্তিও অতি মুঢ় মতি, তোমা বিম্ব নাহি গতি,
শ্রীজীব জীবন প্রাণ ধন ।

বহু জন্ম পুণ্য করি, দুর্ভাগ জনম ধরি,
পাইয়াছি শ্রীজীবচরণ ॥

শ্রীশ্রীব করুণা সিন্ধু, স্পর্শি তার এক বিন্দু,
 প্রেম রত্ন পাবার লাগিয়া ।
 কহে রঘু নাথ দাস, * তুয়া অমুগত আশ,
 রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ।

১ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের শোচক ।

সপ্তদ্বীপ দীপ্তকরি, শোভে নবদ্বীপ পুণী,
 যাহে বিশ্বম্ভর দেব রাজ ।
 তাহে তাঁর ভক্ত যত, তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত,
 শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন ঝাঁর কাজ ॥
 জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত ।
 ঝাঁর রূপা লেশমাত্র, হয় গৌর প্রেম পাত্র,
 অনুপাম সকল চরিত ॥
 গৌরাঙ্গের সেবা বিনে, অণু কিছু নাহি জানে,
 চারি ভাই দাস দাসী লয়ে ।
 সতত কীর্তন রঙ্গে, গৌর গৌরভক্ত সঙ্গে,
 অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হয়ে ॥
 ঝাঁর ভার্য্যা শ্রীমালিনী, পতিব্রতা শিরোমণি,
 ঝাঁরে প্রভু কহয়ে জননী ।
 নিভ্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র সম স্নেহ করে,
 স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী ॥
 কড়ু বা ঈশ্বর জানে, নতি করে শ্রীচরণে,
 কড়ু কোলে করয়ে লালন ।

এই বনুনাথ দাস শ্রীশ্রীব গোবামীর শিষ্যাহুশিষ্য কোন পদকর্তা জানিতে হইবে । ১ শ্রীবাস পণ্ডিতের তিগোধান ত্রিবি জ্ঞাত নাই । কেহ অনুগ্রহ পূর্বক জ্ঞাপন করিলে বিশেষ বাদিত হইব ।

প্রভুর নৃত্য ভঙ্গনাগি, মৃত পুত্র শোক ভাগী,
 গুনি প্রভু করয়ে রোদিন ॥
 লাতৃ সূতা নারায়ণী, বৈষ্ণব মণ্ডলে ধ্বনি,
 যার পুত্র বৃন্দাবন দাস ।
 বর্ণিগা চৈতন্য লীলা, ত্রিভুবন উদ্ধারিলা,
 প্রেম দাস করে যার আশ ॥

* শ্রী শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শোচক ।

(কল্যাণী)

আরে মোর কুল মণি, কেবল প্রেমের খনি,
 বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর ।
 অতুল চরিত্র তাঁর, কহে হেন সাধ্য কার,
 জীবে যার করুণা প্রচুর ।
 বুদ্ধিতে না পারে কেহ, অভ্যস্ত উদার যেই,
 শ্রীগৌরচন্দ্রের রূপা পাত্র ॥
 ছঃখ সব যায় ক্ষয়, ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়,
 যার নাম স্মরণেই মাত্র ॥
 মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, কমল-ভ্রমর-মন,
 রুক্ষ প্রেম-বিস্বাস সদায় ।
 দেবাসুর আদি ষত, যার নৃত্যে বিমোহিত,
 ভাণ বশ বুঝন না যায় ॥
 পুকল ছঙ্কার লক্ষ, স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প
 মুচ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর ।
 মংকীর্তন মাঝে মত্ত, যে করে অদ্ভুত নৃত্য
 এক ভাবে চক্ষিণ প্রহর ॥
 প্রভু যার নৃত্য কালে, ভুজ তুলি হরি বলে,
 চতুর্দিকে বুলয়ে খাইয়া ।

* ইহার ভিত্তিমাথান ঐতিহ্যাত নাই । কেহ দয়া করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করিবেন

গুনঃ প্রভু গৌর হরি, বক্রেশ্বর পানে হেরি,
গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥

বক্রেশ্বর যত ফণ, নৃত্য করে ততক্ষণ,
বেজে হস্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র ।

করিয়া যতেক প্রীতি, লোকে করে এক ভীতি,
উপজয়ে সবার আনন্দ ॥

বক্রেশ্বর স্থির হৈলে, প্রভু ধরি রাখে কোলে,
তাহার অঙ্গের ধূলা লৈয়া ।

সে ধূলা আপন অঙ্গে, সেপন করয়ে রঙ্গে,
নেত্র জলে অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥

প্রভু সমাধিয়া অজি, কহে বক্রেশ্বর প্রতি,
মুখ্য এক পাখা তুমি মোর ।

যদি আর পাখা পাঁউ, আকাশে উড়িয়া যাঁউ,
এছে কড কহে নাহি ওর ॥

হেন বক্রেশ্বর যাকে, করুণা করয়ে তাঁকে,
চৈতন্য-চরণধন মিলে ।

কি কব মহিমা তাঁর, মো হেন পাপী দুরাচার,
কত দীন হীন উদ্ধারিলে ॥

নরহরি অকিঞ্চন করে এই নিবেদন,
রূপা কর মোহেন পামরে ॥

হৃৎ জন্ম গোড়াইশু, ভক্তি মর্শ না বুঝি,
মজিলাম এ ভব সংসারে ॥

* শ্রীশ্রীগোপালগুরু গোপস্বামীর শোচক !

(কল্যাণী)

আরে মোর গোপাল গুরু, ছকড়ি কলপ তরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার ।

* ইহার তিরোধান তিথি কেহ অজ্ঞান পূর্বক জ্ঞাপন করিবেন ।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঝাঁকে, গোপাল বলিয়া ডাকে,
 দেখি শিশু চরিত্র উদার ॥
 গৌরাজ্ঞের সেবা রসে, সদাই আনন্দে ভানে,
 গৌরা বিহু নাহি জানে আন ।
 তিলেক না দেখি যারে, মৈরব ধরিতে নারে,
 গৌরা যেন গোপালের প্রাণ ॥
 গোপাল শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল একরীতি,
 প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি ঢুলি ।
 কহে সবে আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে,
 ডাকিবা “গোপাল গুরু” বলি ॥
 গোপালে করুণা দেখি, সবার সজ্জল আঁগি,
 সুখের সমুদ্র উছলিল ।
 সবে কহে অনুপম, শ্রীগোপাল গুরু নাম,
 প্রভু দত্ত জগতে ব্যাপিল ॥
 গোপালের গুরু ভক্তি, কহিতে নাহিলে শক্তি,
 সদাই প্রসন্ন বক্তেশ্বর ।
 মহামত্ত নিজগীতে, নাহিক উপমা দিতে,
 সর্ব চিত্তাকর্ষে কলেবর ॥
 দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
 কেবা না জগতে যশ ঘোষে ।
 সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্র,
 নরহরি নিজ কর্মদোষে ॥

— — —

* শ্রীশ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী সম্বন্ধীয় ।

(কাব্যোৎসব)

জয় সেন পরমানন্দ, কর্ণপুর কবি চন্দ্র,
 প্রভু যারে কহে পুরিদাস ।

* ইহার ভিরোধান তিথি কেহ অমুগ্রহ পূর্বক জ্ঞাপন করিবেন ।

শিবানন্দ ঔরসেতে, জগন্মিলা কাচনা পাড়াতে,
 সপ্তবর্ষে কবিত্ব বিকাশ ॥
 মহাপ্রভু দয়া কৈলা, পদাক্ষুণ্ণ মুখে দিলা,
 সেই যোগে শক্তি সঞ্চারিলা ।
 সাত বৎসরের শিশু, আশ্চর্য্য কবিত্ব আশু,
 সেই শক্তিপ্রভাবে লভিলা ॥
 শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয়, স্তবাবলী গ্রন্থচয়,
 রচিলেন কবি কর্ণপুর ।
 যা শুনি ভক্তি উদয়, নাস্তিকতা দূর হয়,
 অবৈয়ব্য ভাব হয় চূর ॥
 বর্ণপুরের গুণ যত, এক মুখে কব কল,
 চৈতন্যের বরপুত্র যেকৈ ।
 উদ্ধবেরে দয়া করি, জ্ঞান চক্ষু দান করি,
 কবিত্ব লওয়ায় জানি তেঁহ ॥

* শ্রীশ্রীহরিরাম আচার্য্য সম্বন্ধীয় ।

(পুরবী)

জয় জয় হরি, রাম আচার্য্য বর্ষা, আশ্চর্য্য চরিত চিত হারী ।
 গুণ গণ বিশদ, বিপদ মর্দন মধুব মুরতি, মুক বর্দ্ধন কারী ॥
 পঁছ পদ বিমুখ, অক্ষর দুর্জয় জয়, কারক কীর্ত্তি জগত প্রচার ।
 পরম সুরী, ধীর ধৃতি হারক, করুণাময় মতি অতিষ্ঠ উদার ॥
 অনুখন গৌর, প্রেমভরে উনমত, মত্ত করীন্দ্র নিন্দি গতি জোর ।
 সংকীর্ত্তন রস-লম্পট পটু বৈয়ব, সেবা স্থখ কো কহুত্তর ॥
 শ্রীমদ্ভাগবতাদিক, গ্রন্থ কথন, অনুপম বরষত অমৃত ধার ।
 শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায় যজ্ঞীবন, ভনব কি নরহরি মহিমা অপার ॥

ইহঁদের তিরোধান তিথি বেহু দয়া বরিয় জানাইবেন !

৫ শ্রীশ্রীঃামরঃ আচার্য্য সয়ঙ্কীয় ।

পদ । গৌরী ।

জয় জয় রাম কৃষ্ণ,

আচার্য্য স্ববীর,

মহাশয় সুখদ উদার ।

ভাবাবেশে নিরন্তর,

কীর্তন লক্ষ্যট,

অভিশয় স্ববজ প্রচার ॥

সুখ ময় রসিক,

জন মন রঞ্জক,

ভাপ পুষ্ণ উম-ভঞ্জন কারী ।

দ্বিজ কুল ঘণ্ডস,

শুণ গণ মস্তিভ,

বড় ছস্মুখ-মদ হারি ॥

শ্রীমদ্বোহন রায়,

সুখিগ্রহ দেবী,

সত্তত নিযুক্ত প্রধান ।

অদ্ভুত আরতি,

উলসিত দিবা নিশি,

গৌরচন্দ্র চরিতামৃত পান ॥

পরম দয়াল,

নরোত্তম পদযুগ,

ষাহার সর্কস্ব ন-জানত অল্য ।

কো সমুদ্রব উহরীত,

কুচির যশ গায়ত,

নরহরি মানিত ধল্য ॥

* শ্রীশ্রীগোবিন্দ কবিরাজ সয়ঙ্কীয় ।

পদ । মদল ।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ,

বন্দিত কবি সমাজ,

কাব্যরস অমৃতের খনি ।

ধাণ্ডেবী ষাহার দ্বারে,

আনন্দেতে সদা ফিট,

অলৌকিক কবি শিরোমনি ॥

ব্রজের মধুর লীলা,

যা শুনি দরবে শিলা,

গাইলেম কবি বিদ্যা পতি ।

হার তি তোধান তিধি কেহ অহমহ পূর্কক আশন করনে ।

* ই হার তিরোতান তিথিটী জানিৎে বাসনা করি ।

ভাহা হৈতে নহে স্থান, গোবিন্দের কবিত্ব গুণ,
গোবিন্দ দ্বিজীয়া বিদ্যাপতি ।

অসম্পূর্ণ পদ বহু, রাখি বিদ্যাপতি পছন্দ,
পরলোকে করিলা গমন ।

গুরুর আদেশ ক্রমে, শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে,
সে সকল করিল পুরণ ॥

এমন সুন্দর তাহা, আচার্য্য প্রভু শুনি যাহা,
চমৎকার ভাবে মনে মনে ।

তাই গুরু মহানন্দে, “কবিরাজ” শ্রীগোবিন্দে,
উপধিটা করিলা প্রদানে ॥

গোবিন্দের কবিত্ব শক্তি, সাধন ভজন ভক্তি,
অতুল এ ধরণী মণ্ডলে ।

ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি, কবি কুলে যেন রবি,
এ বসুন্ড দৃঢ় করি বলে ॥

— — —

✽ শ্রীশ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী সম্বন্ধীয় ।

পদ । গৌরী ।

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী, অতিথীর গভীর ।
ধৈর্য হরণ, বরণ বর মাধুরী, নিরুপম মৃদুতর শরীর ॥
অবিরত সংকীর্তন, রসস্পষ্ট, ললিত নৃত্যরত প্রেম বিভোর ।
শ্রীম নরোত্তম, চরণ সরোরুহ, উজ্জ্বল পরায়ণ ভুবন উজ্জোর ॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র, চরিতামৃত পানে, মগন মন সতত উদার ;
শ্রীগোবিন্দ, মনোহর বিগ্রহ, যজ্ঞীবন ধন প্রাণ আধার ॥
পরম দয়াল, দীন জন বাক্য, প্রাণ প্রতাপ তাপ তম হারী ॥
বরনি না শক্তি, কি রীতি অদ্বৈত, বিদিত দান নবহরি সুখকারী ॥

শ্রী শ্রীদ্বিজ হরি দাস ঠাকুর ।

উনি ১৫০৩ শকাব্দার ষাণ্ণ কৃষ্ণা একাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনে অগ্রকট হইয়া
ছিলেন । অতএব ঐ তিথি উপলক্ষে, —

* ইহার তিরোধান ত্রিবিধী জানিতে বসনা করি ।

মাঘী কৃষ্ণ একাদশী তিথিতে—

দ্বিজ হরিদাস ঠাকুর সম্বন্ধীয় পদ ।

(শ্রীরাগ)

গৌরাজ্ঞ চাঁদের	প্রিয় পরিকর,
দ্বিজ হরি দাস নাম ।	
কীর্তন বিলসী	শ্রেয় স্বথ রাশি,
যুগল রসের ধাম ॥	
তঁহার নন্দন,	প্রভু ছই জন,
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ ।	
প্রেমের মুরতি,	যুগল পিরীতি,
আরতি রসের কন্দ ॥	
গৌরা গুণময়,	সদয় হৃদয়,
শ্রেয় ময় শ্রীনিবাস ।	
আচার্য্য ঠাকুর,	খেয়াতি যাহার,
দৌহে রহে তাঁর পাশ ।	
পিতৃ অমুমতি	জানিয়া এ দুই,
হইলা তাঁহার শাখা ।	
শাখা গণনাতে	প্রভুর সহিতে,
অভেদ করিয়া লেখা ॥	

গৌরাজ্ঞ চাঁদের,	প্রিয় অমুচর,
জয় দ্বিজ হরিদাস ।	
জয়-জয় মোর	আচার্য্য ঠাকুর,
খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥	
জয় জয় মোর,	শ্রীদাস ঠাকুর,
জয় শ্রীগোকুলানন্দ ।	
করুণা করিয়া	লেখ উদ্ধারিয়া,
অধম পতিত মন্দ ॥	

তঁহার নন্দন, চৈতন্য নিতাই,
চৈতন্য নন্দন ঘরে আসি ।

পুনরপি জনমিলা, দ্বিজের ভক্তি দেখাইলা,
রাম চন্দ্র নাম পরকাশি ॥

দয়ার ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর,
তুমা বিষ্ণু আর নাহি গতি ।

প্রেম দাস অভাগারে, রূপা কর এই বারে,
তিলেক রছক তোর খ্যাতি ॥

নদীরার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান ।

তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম,
মহাতেজা কুলীন সম্ভান ॥

ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমনী কুলেতে যার,
ষণোরশি সদা করে গান ।

তাঁহার গর্ভেতে আসি, বৃষ্ণের সরলা বংশী,
শুভ ক্রমে কৈলা অধিষ্ঠান ॥

দশ মাস দশ দিনে, রাগা চন্দ্র লগ্নমীনে,
চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময় ।

গৌরাজ্ঞ চাঁদের ডাকে, তুষিতে আপন মাকে,
গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥

উনু ধনি শঙ্খরব, করেন রমনী সব,
গোরা চাঁদ আনন্দে নাচয় ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন,
নানা মতে বাজনা বাজয় ॥

শ্রীঅর্ধৈত আদি কয়, সরলা বংশী উদয়,
গৌরাজ্ঞের ডাকেতে হইল ।

বংশীর জনম গান, প্রেম দাস অগেয়ান,
ভক্ত মুখে শুনিয়া গাইল ॥

* শ্রীশ্রীজ্ঞান দাস সম্বন্ধীয় পদ ।

(কামোদ)

শ্রীবীর ভূমেতে ধাম, কান্দিয়া মাদ্দিয়া গ্রাম,
উদার জন্মিলা জ্ঞান দাস ।

অকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্য কাল হৈতে,
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ ।

অদ্যাপি কান্দিয়া গ্রামে, জ্ঞান দাস কবি নামে,
পূর্ণিমায় হর মহা মেলা ।

তিন দিন মহোৎসব, আসেন মহাস্ত সব,
হর তাঁহাদের লীলা খেলা ।

“মদন মঙ্গল” নাম, রূপে গুণে অনুপাম,
আর এক উপাধি “মনোহর” ।

খেতুরীর মহোৎসবে, জ্ঞান দাস গেলা ববে,
বাবা আউল ছিল সহচর ।

কবি কুলে যেন রবি, চণ্ডী দাস তুল্য কবি,
জ্ঞান দাস বিদিত্ত ভুবনে ।

যার পদ স্নান সার, যেন অমৃতের ধার,
নর হরি দাস ইহা ডনে ।

পদ । ধানশী ।

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞান দাস ।

এ গৌড় মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ ।

সুধামাখা যার পদা বলী ।

শ্রবণে শ্রবেশ মাত্র মন যায় গলি ॥

কবিত্ব সরসী মাঝে যার ।

রসিক মরাল সদা দেয়ত সঁতার ॥

গইলা ব্রজের গুট রস ।

* জ্ঞান দাস ঠাকুরের বিবেধান তিথি কেহ দয়া করিয়া জানাইবেন ।

১ কবি জ্ঞান দাসের অপরা নাম শ্রীমনোহর দাস ছিল ।

দরবে মানস বার পাইয়া পরশ ।
 মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য ।
 অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পুণ্য ।
 কোমল চরণ পক্ষে তার ।
 করে রাখা বসন্ত প্রণতি বারে বার ।

দাস মনোহর কৃঃ পদ

(টোড়ি)

জয় জয় নিত্যানন্দ চন্দ্র বর ।
 জয় শান্তিপুৰ নগর স্বধাকর ॥
 জয় বসু জাহ্নবী দেবী হৃদয় হর ।
 জয় জয় সীতমোদ কলেবর ।
 বীর তাত জয় জীব শ্রিয়ঙ্কর ।
 জয় জয় অচ্যুত জনক মহেশ্বর ।
 জয় জয় গৌর অভিন্ন কলেবর ।
 ফুকরই কাতর দাস মনোহর ॥

সপারিকর শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ দেব সম্বন্ধীয় ।

পদ । শ্রীরাগ ।

প্রভু মোর গৌর চন্দ্র, প্রভু মোর নিত্যানন্দ,
 প্রভু মোর সীতানাথ আর ।
 পণ্ডিত গোসাঞি, শ্রীবাস রামাই,
 ঠাকুর শ্রীসরকার ॥
 মুরারি মুকুন্দ, শ্রীজগদানন্দ,
 দামোদর বক্রেশ্বর ।
 সেন শিবানন্দ, বসু রামানন্দ,
 সনাশিব পুরন্দর ॥
 আচার্য্য নন্দন, বুদ্ধিমন্ত খান,
 ছোট বড় হরিদাস ।

বাসুদেব দত্ত, জগদীশ ভার পাশ ॥	রাঘব পণ্ডিত,
আচার্য্য রতন, বিদ্যানিধি গুরুায়র ।	শুশ্রূ নারায়ণ,
শ্রীধর বিজয়, চক্রবর্তী নীলায়র ॥	শ্রীমান্ সঞ্জয়,
পণ্ডিত গরুড়, হলায়ুধ গোপীনাথ ।	শ্রীচন্দ্র শেখর,
গোবিন্দ মাধব, সুধানিধি আদি সাথ ॥	বাসুদেব ঘোষ,
পণ্ডিত ঠাকুর, উদ্ধারণ অভিরাম ।	দাস গদাধর,
রামাই মহেশ, বৃন্দাবন অমুপাম ॥	ধনঞ্জয় দাস,
ঠাকুর মুকুন্দ, চিরঞ্জীব সুলোচন ।	শ্রীরঘুনন্দন,
বৈদ্য বিষ্ণু দাস, গঙ্গাদাস সুদর্শন ॥	দ্বিজ হরি দাস,
গোবিন্দ শঙ্কর, রামাই নন্দাই সাথ ।	আর কাশীধর,
রায় ভবানন্দ গোপীনাথ বানীনাথ ॥	সুত রামানন্দ
নীলাচল বাসী, মিশ্র জনার্দন আর ॥	সার্বভৌম কাশী,
শ্রীশিখি মহাতি, ক্ষেত্র সেবা অধিকার ॥	রুদ্র গজ পতি,
গোসাঁঞি স্বরূপ, ভট্টসুগ রঘু নাথ ॥	সনাতন রূপ,

শ্রীজীব ভূগর্ভ, গোলাগ্রিঃ রাশব,
 লোক নাথ আদি সাধ ।
 বডেক মহা স্ব, কে করিবে অন্ত,
 গৌরাজ্ঞ সবার প্রাণ ।
 গৌরা চাঁদ হেন, সবে কৃপাবন,
 প্রেম ভক্তি করে দান ।
 ইহা সবা কার, যত পরিবার,
 সন্তান আছয়ে ষার ।
 গৌরাজ্ঞ ভকত, আর যত যত,
 সবে কর অঙ্গীকার ।
 অধম দেখিয়া, করুণা করিয়া,
 সবে পুর মোর আশ ।
 কাড়র হইয়া, গুণ শোভরিয়া,
 কাঁদয়ে বৈষ্ণব দাস ।

জয় জয় শ্রী, শ্রীনিবাস নরোত্তম,
 রাম চন্দ্র কবিরাজ ।
 জয় জয় শ্রীগতি, গোবিন্দ রসময়,
 জয় তছু ভকত সমাজ ।
 জয় কবিরাজ রাজ, রস সাগর,
 শ্রীযুত গোবিন্দ দাস ।
 ঐহন কতিছাঁ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে,
 প্রেমমুখতি পরকাশ ।
 ষাকর গীতে, স্তম্ভারস বরিখয়ে,
 কবিগণ চনকয়ে চিত ।
 গুনইতে গর্ভ, স্বর্গসব হোয়ত,
 ঐছেন রসময় গীত ।

ইহ সব প্রভুগণ, চরণ যাক ধন,
তাক চরণে করি আশ ।
অভিহু অসত মতি, পামর দুঃখগতি,
রোয়ত বৈষ্ণব দাস ॥

শ্রী শ্রীলোচন দাস ঠাকুর ।

জেনা বর্জমানের কোথায় বৈদ্য জাতীয় কমলা কর দাসের ঠাকুরসে ও
সদানন্দী দেবীর গর্ভে ১৪৪৫ শকাব্দায় শ্রীলোচন দাস জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি
শ্রীমদ্রব হরি সরকার ঠাকুরের অধি শিষ্যশিষ্য ছিলেন । ঠাকুর লোচনের রচিত
অনেক ধার্মাণী পদ আছে । তিনি ঠাকুর শ্রীনরহরর আদেশ ক্রমে “শ্রীশ্রীচৈতন্য
মঙ্গল” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ শ্রীমুবা'রী গুপের কড়চার পর্যায় অঙ্কনস্বায়ে বর্ণন
করিয়াছিলেন । শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর লোচন দাসের রচিত,—

“অভিন্ন চৈতন্য সে ঠাকুর অবধূত ।

বন্দো নিভ্যানন্দ রাম রোহিণীকা সূত ।”

প্রভৃতি পদাবলী দেখিয়া, তাঁহাকে অত্যন্ত সন্মান করিয়াছিলেন । শ্রীলোচন
দাস ঠাকুর ১৬১০ শকাব্দায় উত্তরাধরণ সংক্রান্ত তিথিতে কোথায় অগ্রণ্ট
হইয়াছিলেন ।

পৌষ সংক্রান্তিতে—

শ্রীশ্রীলোচন দাস ঠাকুর সম্বন্ধীয় ।

পদ ।

বর্জমানের কোথায়, চৌদ্দসপাঁয়তাল্লিশ শকে,

বৈদ্য বংশে কমলাকর দাস ।

সদানন্দী পত্নি নামে, গর্ভ হৈতে শুভ্রকর্ণে,

জন্মিলা শ্রীলোচন দাস ॥

শ্রীগোবিন্দ্রের গুণ গ্রাম, শ্রীনিয়া আকুল প্রাণ,

ধ্যায় সদা তাঁর প্রিয়গণ ।

বধা সময়েতে ভিহঁরা, শ্রীধণ্ড গ্রামেতে আসি,

অশ্রিলা শ্রীঅরহরিচরণ ॥

তাঁর উপদেশ শুনে, নানা পদ বিরচনে,
 পরম আনন্দে কাল যায় ।
 “শ্রীচৈতন্য মঙ্গল” নামে, বিরচিলা গ্রন্থ রসে,
 গুনি সবে মহা সুখ পায় ॥
 গ্রন্থের বে স্থানে স্থানে, পদাবলীশ্রবণে,
 প্রশংসিলা বৃন্দাবন দাস ।
 তাঁহার চরিত্র গুণ, করি দিগদর্শন,
 বিরচিল ব্রজ মোহন দাস ॥

শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত ।

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী ও শ্রীনিম্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিলেন । মহাপ্রভু সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া শ্রীনীলাচল গমন সময়ে পণ্ডিত জগদানন্দ তাঁহার সঙ্গেই গমন করিয়াছিলেন । তাঁহার সহজে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে —

“পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ রূপ ।
 লোকে খ্যাতি যিনি সত্য ভামার স্বরূপ ॥
 প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন ।
 বৈরাগ্য লোক ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥
 দুই জনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল ॥”

(চৈঃ চঃ আঃ ১২ শঃ পঃ)

জগদানন্দ মিলিতে যার যেবে ভক্ত ঘরে ।
 সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥
 চৈতন্যের প্রেম পাত্র জগদানন্দ যত ।
 স্বারে মিলে সে মানে পাইল চৈতন্য ॥”

(চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১২ শঃ পঃ)

শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ১৪৫৫ শকাব্দে পৌষ মাসের শুক্র তৃতীয়ায় শ্রীনীলাচলে
 অষ্টকট হইয়াছিলেন ।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ।

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ১৮৩৬ শকাব্দায় বাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলে শ্রীবিষ্ণুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন । শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ আবেদ্য দুই সহোদর ছিলেন । জ্যেষ্ঠের নাম শ্রীরাম ভক্ত ও মধ্যমের নাম শ্রীরঘুনাথ ছিল ।

শ্রীবিষ্ণুনাথ চক্রবর্তীর গুরু পরম্পরায় পরিচয় (বহরম পুরে প্রকাশিত) শ্রীমরোত্তম বিলাস গ্রন্থের দ্বাদশ ভরণ্ডে গ্রন্থ কর্তার পরিচয় প্রসঙ্গে এক্ষণে বর্ণিত আছে যথা,—

“প্রভু প্রিয় পার্শ্বদ গোস্বামী লোক নাথ ;

* তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম প্রেম ময় ;

তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ;

তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ চরণ ।

শ্রীরাম চরণ চক্রবর্তী শিষ্য তাঁর ।

তাঁর প্রিয় শিষ্য বিষ্ণুনাথ দয়াময় ,”

শ্রীবিষ্ণুনাথ সৈন্যবাণী বিবাসী রাম চরণ চক্রবর্তীর নিকট বহু গ্রহণ করেন । বিষ্ণুনাথ বহুকাল গুরু গৃহে বাস করিয়া শ্রীভাগবতাদি পাণ্ডে বিশেষ মনোভিত্ত হইয়া ছিলেন । অনন্তর শ্রীযুন্দাবনে গমন পূর্বক শ্রীশ্রীরাধা হুও তীরে বাস করিয়া অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া ছিলেন । যথা,—

“করিলেন বাস রাধা কুণ্ড সমীপেতে ।

রচিলেন বহুগ্রন্থ ব্যাপিল জগতে ॥

কৈল ভাগবতের টিপ্পনী মনোহর ।

শ্রীগীতার টিপ্পনী নাহিক বার পর ॥

শ্রীআনন্দ বৃন্দাবন চম্পূর টীকাতে ।

প্রকাশিলা যে চাতুর্য্য বুঝে সে পণ্ডিতে ॥

স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ চৈতন্যের আজ্ঞা হৈল ।

গোবর্দ্ধন কন্দরাতে বসি টীকা কৈল ॥

শ্রীউচ্ছল নীলমণি গ্রন্থের টীকাতে ।

করিলা ব্যাখ্যান বহু হুণ্ডের নিমিত্তে ॥

শ্রীজীবের বাক্য তুরাশয় না বুঝয় ।
 তব্ব বাক্য আনি সব লীলাতে স্থাপয় ॥
 শ্রীকৃপের অনুগত শ্রীজীব গোস্বামী ।
 তাঁহার কৃপায় স্কৃতি হয় যে আপনি ॥
 হেন শ্রীজীবের বাক্য বুঝে কোন জন ।
 শ্রীবিশ্বনাথ শ্রীজীব বাক্যে ভিন্ন নন ॥
 শ্রীকৃপের মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিল ।
 শ্রীরাধিকাগণ সহ বহু কৃপা কৈল ॥
 শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃতাদিক কাব্য গণে ।
 বর্ণিল যে সব মহানন্দ আন্বাদনে ॥
 বর্ণিতেই গ্রন্থাখ্য চৈতন্য রসায়ণ ।
 স্বপ্নকূলে মহাপ্রভু করয়ে বারণ ॥* (নঃ বিঃ)

এইরূপে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় শ্রীরাধাকৃত তটে থাকিয়া বহু সংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন ।

অনন্তর কোন ব্রহ্মচারীর সেবিত “শ্রীগোকুলানন্দ” নামে ঠাকুরের আদেশ স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীশ্রীকৃষ্ণাবনে রাখাবিনোদ জীউর মন্দিরে সেবা স্থাপন করেন । সেই সময় হইতেই ঐ স্থান ‘শ্রীগোকুলানন্দ’ নামে বিখ্যাত হইয়াছে । শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা যেভাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের হস্ত দিয়া শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীগোকুলানন্দের মন্দিরে আনীত হইলেন তাহার সংকীৰ্ত্ত বিবরণ, যথা,—

“শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শ্ৰোবর্দ্ধন শিলা ।
 বস্ত্রে রঘুনাথ দাস গোস্বামীরে দিলা ॥
 দাস গোস্বামীর অপ্রকটে বস্ত্র মতে ।
 কৃষ্ণ দাস কবিরাজ নিমগ্ন সেবাতে ॥
 কবিরাজ গোস্বামীর অপ্রকট হৈলে ।
 শ্রীমুকুন্দ সেবা কৈলা ভাব প্রেম জলে ॥
 কথো দিন শ্রীমুকুন্দ দাস সেবা করি ।
 বাঁয়ে সনর্পণা তাহা কহিয়ে বিস্তারি ॥

লোক নাথ শ্রির অীঠাকুর নরোত্তম ।
 তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী গঙ্গা নারায়ণ ।
 গঙ্গা নারায়ণের হুহিতা বিষ্ণু প্রিয়া ।
 শ্রীগোবিন্দ সেবা রসে সদা হর্ষ হিয়া ।
 তাঁর কন্যা কৃষ্ণ প্রিয়া ভক্তি মূর্তিমতী ।
 রাধা কুণ্ড বাসী ঠাকুরাণী ষাঁর খ্যাতি ।
 গোড় হৈতে ব্রজে গিয়া সর্বত্র জন্মিল ।
 নিয়ম করিয়া রাধা কুণ্ডে বাস কৈল ।
 শ্রীমুকুন্দ দাস দেখি তার সূচরিভ ।
 নিরন্তর প্রশংসে হইয়া হরষিত ।
 মুকুন্দ দাসের অতি প্রাচীন সময় ।
 ভোজনে অরুচি হইল উদরাময় ।
 কৃষ্ণ প্রিয়া ঠাকুরাণী ঐছে পথ্যনিল ।
 হইল ভোজনে রুচি রোগ শাস্ত হৈল ।
 মুকুন্দ করিয়া দৈন্য কহে বারে বারে ।
 শাতার সমান স্নেহ করিলে আমারে ।
 কৃষ্ণে যে তোমার ভক্তি কি জানিব আমি ।
 গোবর্দ্ধন শিলা সেবার যোগ্য হও তুমি ।
 এত কহি গোবর্দ্ধন শিলা তাঁরে দিলা ।
 অল্প দিনে শ্রীমুকুন্দ অপ্রকট হৈলা ।
 গোবর্দ্ধন শিলা সেবা করে ঠাকুরাণী ।
 বৈছে তাঁর প্রীতি ভাষা কহিতে না জানি ।
 শিলায় সাক্ষাৎ দেখে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 যে দিন যে রক্ত ভাষা না যায় বর্নন ।
 শ্রীঠাকুরাণীর ক্রিয়া কহ নাহি যায় ।
 নিরন্তর হরি নাম ষাঁহার জিহ্বায় ।
 বৈছে তার ব্রজবাসী বৈষ্ণবেতে প্রীত ।
 বৈছে সর্ব জীবের চিত্তয়ে সদা হিত ।

শ্রীশ্রীষ্টকল্পাঙ্ক ৪৩২ সালে এবং ১৮৩২ শকাব্দার বৈশাখী অমাবস্তা তিথিতে
 শ্রীশ্রীদাদার পণ্ডিত গেবোমীর স্তম্ভ জন্ম তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে থাকিয়া
 লিপি বদ্ধ হইল। এই গ্রন্থ দ্বারা যদি বৈক্যগণের কথকিত উপকার
 দর্শিতে পারে, তাহা হইলেই পরিত্রম সকল জ্ঞান করিব।

শ্রীবৈক্য চরণপ্রিত—

শ্রীভ্রজমোহন দাস ।

শচীন-মায়াপুর,—নবদ্বীপধাম ৷

